











# সত্য-ব্রত

শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

ভোলানাথ লাইব্রেরী  
কেয়ার অফ্‌ ইফ্টান' ল-হাউস  
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা  
১লা বৈশাখ, ১৩৩২

মূল্য ৮০ বার আনা

প্রকাশক

শ্রীঅনান্যনাথ দে

ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ ইন্টার্ন-ল-হাউস

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব

সংরক্ষিত।

প্রতিভাশা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রণীত

## বেনোজল

কপটতা, শঠতার প্রদীপ্ত নৃত্তি, অমানুষিক পৈশাচিক চিত্র, হত-  
ভাগ্য জীবনের শেব অভয়ান, ভাগ্য বিপর্যয়, রমণীর কমনীয়তা,  
রমণীর অভাবনীয় পরিবর্তন, জীবন দানবী নৃত্তি অতুল্য বাসনার  
কুটিল কটাক্ষ, সুশিক্ষিত একনিষ্ঠ মহিষার উজ্জ্বল চিত্র।

যদি হতভাগ্য জীবনের সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত, করুণ কাহিনী  
পড়িতে চাহেন, তবে হেমেন্দ্র বাবুর বেনোজল কিনিতে  
ভুলিবেন না।

শিক্ষিত সমাজের চমকপ্রদ অভিনব হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের  
কীটিকলাপ প্রাজ্ঞল ভাষায় পরিস্ফুট। ইহা একখানি বৈচিত্র্যময়  
গার্হস্থ্য উপন্যাস। সর্বত্র পাঠ্যবস্তু, মূল্য ছই টাকা মাত্র।  
মফঃস্বলের সর্বত্র এডেন্ট আবশ্যিক।—সহর নিয়মাবলীর জন্ত  
প্রকাশকের নিকট আবেদন করুন।

প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ ইন্টার্ন-ল-হাউস

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা;

শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত।



যিনি আমাদের বংশের গৃহ দেবতা,  
 যিনি আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা,  
 যিনি সকল মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,  
 যিনি আমার খুল্ল-পিতামহ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের  
 ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্র-দাতা

সেই অপার করুণাময় মূর্তিমান বিগ্রহ  
 শ্রীশ্রীবিজয় রাখাবল্লভ জিউর

শ্রীপাদ-পদ্মে

আমার এই ‘সত্য-ব্রত’

উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম ।

কাঁটাল পাড়া,  
 নৈহাটি  
 ২৪-পরগণা  
 ১লা বৈশাখ, ১৩৩২ ।

সেবক  
 শ্রীহৃদেবচন্দ্র দেবশর্মাণ (চট্টোপাধ্যায়)



## একটি কথা।

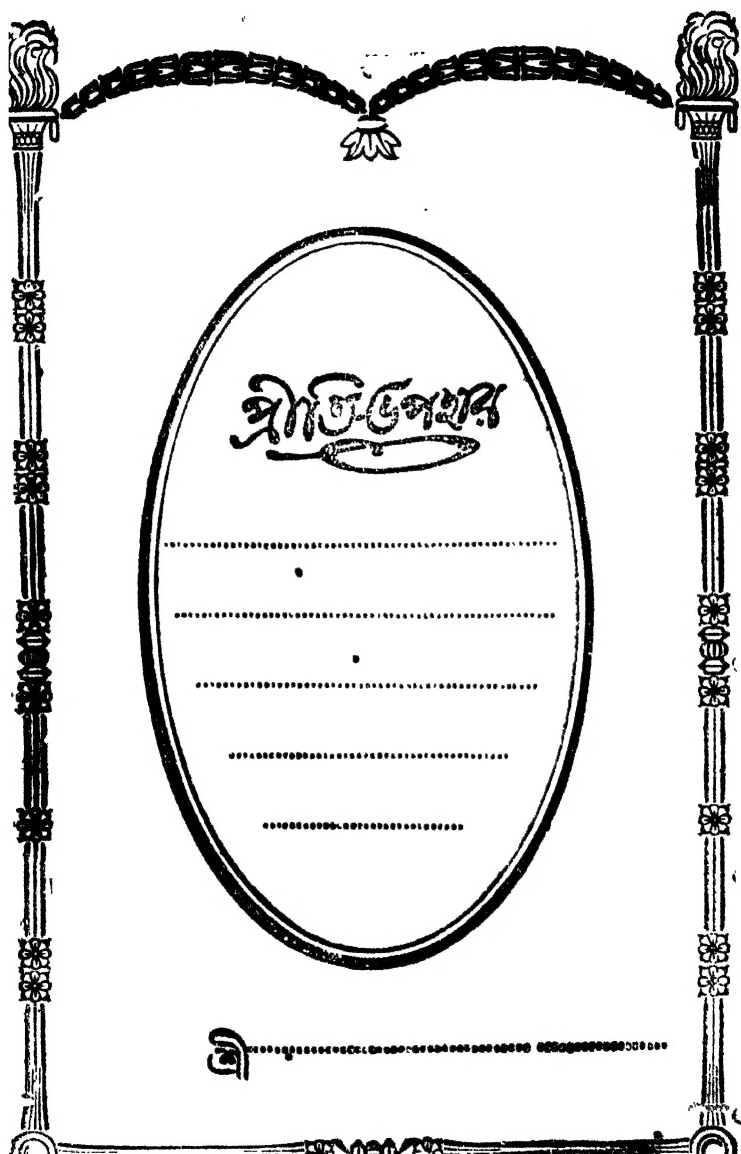
আমার এই ‘সত্যব্রতে’র কোন ভূমিকা বা পূর্বাবস্থার প্রয়োজন দেখি নাই। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। বাঙ্গলার সাহিত্য সত্রাট, ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের প্রচারক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার খুল্লপিতামহ পুরুষানুক্রমে আমরা শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিয়া, আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীবিজয় রাধাবল্লভ জিউর সেবা করিয়া আসিতেছি। তাহারই প্রেরণায় আমার অযোগ্যতার কথা বিস্মৃত হইয়া, আমি এই সত্যনারায়ণের ব্রত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কেহ যদি সত্যনারায়ণের মহিমায় আকৃষ্ট হন, তাহা হইলেই আমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

কাঁটালপাড়া, নৈহাটি

২৪ পরগণা।

১লা বৈশাখ, ১৩৩২

} শ্রীহৃদেবচন্দ্র দেবশর্মা (চট্টোপাধ্যায়)



শ্রীতিভেদ

শ্রী

## সূচীপত্র ।

অ	উপচার বিশেষ ...	
অর্ঘ্যদান ...	২	উপচার দিবার বিধি ... ৮
অঙ্কুরি নির্ঘ ...	২	উপচার দান কার্য ... ৩৩
অতিরিক্ত ...	২	
অঙ্কুর মূত্রা ...	১৭	ক
অঙ্কুরাস বিধি ...	২০	করগ্রাস বিধি ... ২০
অঙ্কুরাস ...	৩২	করগ্রাস ... ৩২
অর্ঘ্যমন্ত্র ...	৩৬	কর্ম মূত্রা ... ৩৫
অচ্ছিন্নাবধারণ ...	৬৭	গ
		গুরু প্রণাম ... ১৮
অ।		গৈক্যাতির অর্চনা ... ২১
আচমন বিধি ...	১	গণেশের ধ্যান ... ২২
আবাহন বিধি ...	১	গনেশের পূজা ... ২২
আচমন ...	১০	গনেশের প্রার্থনা ... ২৪
আসনশুদ্ধিবষ্ট ...	১৮	গনেশের প্রণাম ... ২৪
আদিতাদি নবগ্রহের পূজা	৩০	ঘ
আবাহনী মূত্রা ...	৩৩	ঘটস্থাপন সামবেদী ... ৩
আরতী ...	৩৮	ঘটস্থাপন ঋগ্বেদী ... ৬
		ঘটস্থাপন যজুর্বেদী ... ৬
উ		ঘট বিধি ... ১১
উপবেশন বিধি ...	১	ঘণ্টাশুদ্ধি ... ১২
উচ্চারণ বিধি ...	২	জ

<b>ଦ</b>			ପ୍ରାଣାୟାମ ... ୧୦		
ଦିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	...	୧	ପଞ୍ଚଦେବତାର ପୂଜା	...	୧୧
ଦିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	...	୨	ଶ୍ରୀଧାର୍ଯ୍ୟ	...	୩୨
ଦୀପ ଦିବାର ବିଧି	...	୩	ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି	...	୩୩
ଦିଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	...	୧୦	ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର	...	୩୩
ଦୁର୍ଗାର ଧ୍ୟାନ	...	୧୧	<b>ବ</b>		
ଦୁର୍ଗାର ପୂଜା	...	୧୨	ବିଶେଷ ବିଧି	...	୧୨
ଦୁର୍ଗାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି	...	୩	ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର ବିଧି	...	୮
ଦୁର୍ଗାର ପ୍ରଣାମ	...	୩	ବିଷ୍ଣୁସ୍ମରଣ	...	୧୦
ଦକ୍ଷିଣା	...	୬୩	ବିଶେଷ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ	...	୧୫
<b>ସ</b>			ବୈଷ୍ଣବ ଆଚମନ	...	୧୫
ଧୂପ ଦିବାର ବିଧି	...	୨	ବିଷ୍ଣୁର ଧ୍ୟାନ	...	୧୫
ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା	...	୧୩	ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା	...	୧୫
<b>ନ</b>			ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରାର୍ଥନା	...	୧୬
ନୈବେଦ୍ୟ ବିଧି	...	୧୧	ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରଣାମ	...	୧୭
ନାରୀଚ ମୁଦ୍ରା	...	୩୩	ବିଶେଷ ଅର୍ଘ୍ୟାହାମନ	...	୩୩
ନୈବେଦ୍ୟ ଦାନ	...	୬୬	ବୈଷ୍ଣବ ସମାଧାନ	...	୬୩
ନମସ୍କାର	...	୬୮	<b>ତ</b>		
<b>ପ</b>			ଭୂତପମାରଣ	...	୧୨
ପୁଷ୍ପ	...	୧	ଭୂତତ୍ୟାଗ	...	୧୨
ପୁଷ୍ପ ଦିବାର ବିଧି	...	୮	<b>ମ</b>		
ପୂଜାର ଦ୍ରବ୍ୟ	...	୧୧	ମୋକାମ ବିଧି	...	୧୨
ପାଳନ ବିଧି	...	୧୨	ମଂତ୍ର ମୁଦ୍ରା	...	୧୮
ପୁଷ୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ	...	୧୨			

র			সকল হুক্ত ( সামবেদী )	১৪	
রামেশ্বরী কথা	...	৭১	সকল হুক্ত ( যজুর্বেদী )	১৪	
শ			সকল হুক্ত ( ঋগ্বেদী )	১৫	
শিবের ধ্যান	...	২৭	সাধারণ আচমন	...	১৫
শিবের পূজা	...	২৮	সামান্ত অর্ঘ্য	...	১৭
শিবের প্রণাম	...	২৮	সূর্য্য ধ্যান	...	২৪
শান্তি ( সামবেদী )	...	৭৮	সূর্য্য পূজা	...	২৪
শান্তি ( যজুর্বেদী )	...	৭০	সূর্য্য প্রণাম	...	২৬
শান্তি সাধারণ পক্ষে	...	৭০	সন্নিধাপনী মুদ্রা	...	৩৩
স			সম্মুখীকরণ	...	৩৪
সকল বিধি	...	২	সংবোধিনী	...	৩৫
সিদ্ধী ( পাকা )	...	১১	সত্যনারায়ণের ধ্যান	...	৩৫
সিদ্ধী ( কাচা )	...	১২	সত্যনারায়ণ হুচনা	...	৩৯
স্বস্তিবচন	...	১৩	সত্যনারায়ণের কথা	...	৪২
সাধামন্ত্র	...	১৩	স্বন্দ পুবাণোক্ত রেবাথণ্ডের		
সকল	...	১৪	মূল কথা		১১৭

# সত্য-ব্রত

৩

## শ্রী শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা-পদ্ধতি ।

— বিশেষ দ্রষ্টব্য —

পুষ্প । খেত পুষ্প প্রশস্ত ।

আবাহন । নারায়ণ শিলোপরি পূজায় আবাহনাদি নাই, ঘটে আছে ।

• দিকনির্ণয় । রাত্রিকালে দেবপূজা উত্তর মুখে করিতে হয় ।

উপবেশন । ডান পায়ে উপর বাম পা রাখিয়া দেব কার্য্যে বসিতে হয় । অথবা যে কোন প্রকার স্থানাসনে বসিয়া দেবকার্য্য করিতে পারা যায় ।

আচমন । আচমনের কালে হাঁটুর বাহিরে হাত রাখা বিধেয় নহে । গঙ্গুষ কালে শব্দ করিবে না ।

আচমন বিধি । কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ বাহিরে রাখিয়া অঙ্গ তিনটি আঙ্গুল একত্র করিয়া সম্মুখদিকে বাকাইয়া ধরিবে, এবং করতলের মধ্যস্থলে একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ পরিমিত জল লইয়া তিনবার আচমন-মন্ত্র বলিয়া পান করিবে ।

অর্ঘ্যদান । অর্ঘ্যদানে সামবেদীরা “ইদমর্ঘ্যঃ” বলিবেন ।  
ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদীরা “এষোহর্ঘ্যঃ” বলিবেন ।

উচ্চারণ বিধি । “২” লুপ্ত অকারের চিহ্ন । ইহার উচ্চারণ নাই ।  
যথা = “জলেহস্মিন” = “জলেস্মিন্ ।” ৮ চন্দ্রবিন্দু অহুস্বরের রূপান্তর  
যথা ওঁ = ওং ।

যজুর্বেদীয় মন্ত্রের শ, য, স ও হ কারের পূর্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত  
হয়, যথা—“বরেণ্যং” = “বরেঃণ্যং” । ঋ যুক্তাক্ষর নহে, ব্যঞ্জনবর্ণের  
সহিত স্বরবর্ণের যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষর হয় না, যথা—“প্রজাপতি ঋষিঃ” =  
“প্রজাপতিরিষিঃ ।” মন্ত্রপাঠ কালে হ্রস্ব দীর্ঘ অহুস্বর ও বিসর্গের যথাযথ  
উচ্চারণ করিবে । শব্দের অর্থই প্রধান—লিঙ্গ ও বচনের অর্থ প্রধান  
নহে ।

অঙ্গুলি নির্ণয় । বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে “অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা ও  
অনামিকা ও কনিষ্ঠা ।”

দিক কথন । পূর্বদিকে দাঁড়াইলে, সম্মুখ “পূর্ব”, পশ্চাৎ “পশ্চিম”,  
ডানদিক “দক্ষিণ” ও বামদিক “উত্তর” । উত্তর-পূর্ব কোণ “ঈশান,”  
পূর্ব-দক্ষিণ কোণ “অগ্নি,” দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ “নৈঋত,” পশ্চিম-উত্তর  
কোণ “বায়ু” । পূর্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে “উর্দ্ধ”, পশ্চিম ও  
নৈঋত কোণের মধ্যে “অধঃ ।”

সঙ্কল্প বিধি । কুশ, হরীতকী, জিপত্র ও তুলসী ( স্পারি ব্যবহার  
নিষিদ্ধ ) ।

( ক ) সত্যনারায়ণ ব্রত সঙ্কল্পে চাক্ষু্যমাসৌরেন্থ কর্তব্য যথা—  
বৈশাখে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ ইত্যাদি ।

( খ ) নারায়ণ শিলা না পাইলে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিবে ।

# ঘটস্থাপনের বিধি ।

[ সামবেদীয় মন্ত্র ]

মুক্তিকার উপর পঞ্চশস্ত্র ছড়াইয়া ঘট বসাইবে, ঘটের গায়ে দধি মাখান চাউল দিবে, ঘটের গলায় লাল সূতা জড়াইয়া দিবে, ঘট জ্বলপূর্ণ করিয়া পঞ্চপল্লব দিবে । পঞ্চপল্লব ( আত্র, অশ্বথ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুরের শাখা ) পঞ্চপল্লব অভাবে কেবল আত্র-পল্লব দিবে ।

এক শরা চাউল (আতপ) হরীতকী ও পান দিবে, হরীতকী অভাবে জুপারী দিতে পারা যায় । ঘটের মুখে স-শীষ একটা ডাব দিবে, অভাবে রজা দেওয়া চলে । শীষ ও কলের গায়ে সিন্দুর মাখাইবে । ঘটের গায়ে সিন্দুর দিয়া মূর্ত্তি আঁকিবে, ডাবের উপর একখানি বজ্র বা গামছা দিয়া আচ্ছাদন করিবে । ফুলের মালা দিবে ।

( ভূমি ) অর্থাৎ মূর্ত্তিকা ধরিয়া বলিবে—

ওঁ মহী ত্রীনামবরস্তু ছাফং মিত্রস্থার্য্যম্‌নঃ । ছরাধৰ্ষং  
বরুণস্তু ।

ভাবার্থ—ভূমি ধরিয়া বলিবে—“হে ভূমি, মিত্র অর্থ্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতা প্রকাশ্যভাবে, অবাধরূপে তোমায় রক্ষা করুন ।”

( ধাত্ত ) অর্থাৎ ধান লইয়া বলিবে—

ওঁ ধানাবস্তুং করস্তিণ মপূপবস্তুমুকথিনং ইন্দ্র প্রাতজুঁষস্বনঃ ।

ভাবার্থ—ধান লইয়া বলিবে—“সকালের ভূষ্ট যব যুক্ত, দধির সহিত ছাতু (সক্ত) সংযুক্ত পিষ্টযুক্ত, স্ততিযুক্ত, সোমযাগ, হে ইন্দ্র তুমি উপভোগ কর ।”

( ঘট ) ঘট দুই হাতে ধরিয়া বলিবে—



ওঁ আবিশন্ কলসং স্তুতো, বিশ্বা অৰ্ঘ্যগতি শ্রিয়ঃ । ইন্দু-  
রিন্দ্রায় ধীয়তে ।

ভাবার্থ—যট ধরিয়া বলিবে—“দীপ্তিযুক্ত ও মস্তপূত স্তুতা কলসের  
মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব সম্পত্তি ইন্দ্রকে দিবার জ্ঞা স্থাপিত হইয়াছে ।”

( জল ) জল স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, স্মৃতের্গব্যুতিমুক্ততং । মধ্বা রজাংসি  
সুক্রতু ॥

ভাবার্থ—জল ছুঁইয়া বলিবে—“হে মিত্র ও বরুণ, শুদ্ধ জল সেচনে  
এই সমস্ত যজ্ঞস্থল তোমরা সিক্ত কর, এবং মধু দিয়া সমস্ত লোককে  
সিক্ত কর ।”

( পল্লব ) পল্লব ধরিয়া বলিবে—

ওঁ অয়মূজ্জাবতো বৃক্ষ উজ্জাব ফলিনী ভব । পর্ণং বনস্পতে  
নুত্বা নুত্বা সূয়তাং রয়িঃ ॥

ভাবার্থ—পল্লব ধরিয়া বলিবে—“হে পল্লব ! ডুমুরবৃক্ষের ত্রায় বহু  
তেজসম্পন্ন ও ফলশালিনী হও । হে বনস্পতে ! আপনার পত্র  
আন্দোলনে ধন প্রদান কর ।”

( ফল ) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্গ্যা যুনজতে  
ধিয়ন্তাঃ । শূরেন্দ্ৰিয়াতা শবসন্ধান, আ গোমতি ব্রজে ভজা  
ত্বং নঃ ।

ভাবার্থ—“যখন যুদ্ধে জয়লাভের জ্ঞা তত্ত্বং কর্ম সকল অহুষ্ঠিত হয়,  
তখন মাহুধেরা যে ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সেই বিক্রমশালী ও

ମହୁଷ୍ୟାଗ୍ନେର ସଂବିଭାଗକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମି ବଳକାମୀ ହୁଅ ଗୋଟି ଆମାଦିଗକେ  
ଲେଉଟା ଯାଏ ।”

( ପୁଷ୍ପ ) ପୁଷ୍ପ ଧରିଯା ବଳିବେ—

ଓଁ ଶ୍ରୀରସି, ମୟି ରମନ୍ଧ ।

ଭାବାର୍ଥ—“ହେ ପୁଷ୍ପ ! ତୁମି ଶୋଭା, ତୁମି ସର୍ବଦା ଆମାର ଦେହେତେ  
ବିହାର କର ।”

• ( ସିନ୍ଦୂର ) ସିନ୍ଦୂର ଲେଉଟା—

ଓଁ ସିନ୍ଦୂରାକ୍ଷ୍ମାୟେ ପତୟନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମଂ । ହିରଣ୍ୟପାବାଃ ପଞ୍ଚ-  
ମଞ୍ଜୁ ଗୁଭ୍ରାତେ ॥

( ହିରଣ୍ୟକରଣ )—

ଓଁ ଦ୍ଵାବତଃ ପୁରୁଷୋ ବୟମିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣେତଃ । ଅସି ହ୍ୟାତର୍ହରୀମଂ ॥

ପରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଲେଉଟା—

ଓଁ ସର୍ବବିତ୍ତୋତ୍ତମଂ ବ୍ୟାସି, ସର୍ବବିଦେବ ସମସ୍ତିତଂ ।

ଇମଂ ସ୍ଵର୍ଗମମାକ୍ରତ୍ଵା ତିଷ୍ଠଦେବଗଣେଃ ସହ ॥

ସ୍ଵର୍ଗସ୍ଥାପନେର ବିଧି ।

[ ଶ୍ଵେଦି ମନ୍ତ୍ର ]

( ଭୂମି ) ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକା ଧରିଯା ବଳିବେ—

ଓଁ ଉର୍ବୀ ସନ୍ଧନୀ ବୃହତୀ ଶ୍ଵତେନ, ହବେ ଦେବାନା-ମବସା ଜନିତ୍ରୀ ।

ଦଧାତେ ସେ ଅମୃତଂ ସୁପ୍ରତୀକେ, ଧାବା ରକ୍ଷତଂ ପୃଥିବୀ ନୋ ଅଭ୍ୟାତଂ ॥

( ଧାନ୍ତ ) ଧାନ ଲେଉଟା ବଳିବେ—

ଓଁ ଧାନାବନ୍ତଃ କରନ୍ତିଗମନୁପବନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିନଂ । ଇନ୍ଦ୍ର

ପ୍ରାତର୍ଜୁସ୍ତବଃ ॥

( ঘট ) ঘট ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ এতানি তদ্রূপা কলশ ক্রিয়াম, বুরুশ্রবণ দদতে মঘানি ।  
দান ইদং বো মঘবানঃ সো অস্ত্যয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ষি ॥

( জল ) জল ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ বরুণস্তোত্তমমসি, বরুণস্ত স্কন্তসর্জনী স্বঃ । বরুণস্ত  
ঋতসদনমসি । বরুণস্ত ঋতসদন-মা সৌদ ॥

( ফল ) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ যা ফলানীয়া অফলাং অপুষ্পা যাস্চ পুষ্পিণীঃ ।  
বৃহস্পতি প্রমূতা-স্তা নো মুকস্তুং হসঃ ॥

( স্থিরীকরণ )

ওঁ স্থিরোভব বীড়্য আশুর্ভব বাজ্যর্কন্ । পৃথুর্ভব সুষদ-  
স্তৃমগ্নেঃ পুরোষবাহনঃ ॥

বাটস্থাপন বিধি ।

[ যজুর্বেদীয় মন্ত্র ]

( ভূমি ) অর্থাৎ মুক্তিকা ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ভূরসি ভূমিরশ্রুদিতিরসি, বিশ্বাধরা বিশ্বস্ত ভুবনস্ত  
ধাত্রী । পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুংহ পৃথিবীং মা হিগুংসীঃ ॥

( ধাতু ) ধাতু লইয়া বলিবে—

ওঁ ধাতুমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং । ধিনুহি যজ্ঞ  
পতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞতাং ॥

( ঘট ) ঘট ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ আ জিহ্ব কলসং মহা ত্বা বিশস্তিন্দবঃ । পুনরুজ্জী

নিবৰ্ত্তস্ব, সা নঃ ০ সহস্রং ধুন্ধুৱধারা পয়স্বতী, পুনৰ্ম্মা-  
বিশতাজ্জিহ্বাঃ ॥ •

( জল ) জল ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ বরুণস্ত্যোক্তন্তনমসি । বরুণস্ত্য স্তন্তসর্জনৌ স্থঃ । বরুণস্ত্য  
ঋতসদমসি । বরুণস্ত্য ঋত-সদনমসি । বরুণস্ত্য ঋতসদন-মা  
সীদ ॥

( পল্লব ) পল্লব ধরিয়া বলিবে—

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিৎ জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ।  
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥

( ফল ) ফল ধরিয়া বলিবে—

ওঁ যাঃ ফলিগীর্ষা অফলা অগুপ্পা যাচ্চ পুপ্পিগীঃ ।  
বৃহস্পতি প্রমুতা স্তা নো মুঞ্চন্তু গুংহসঃ ॥

( স্থিরীকরণ )—

ওঁ স্থিরো ভব বীড়ুঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্কবন্ । পৃথুর্ভব সুষদ-  
স্বমগ্নেঃ পুরীষ বাহনঃ ॥

( সিন্দূর ) সিন্দূর লইয়া বলিবে—

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি  
ষহ্মাঃ । ঘৃতস্ত্য ধারা অরুযো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দম্মুর্শিভিঃ  
পিস্ব প্ধার্ধে, মানঃ ॥

( পুষ্প ) পুষ্প ধরিয়া বলিবে—

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পল্ল্যাবহোরাত্রে নক্ষত্রাগি রূপমগ্নি-  
নৌবাস্তাং । ইক্ষুগ্নিবাণামুশ্ম ইষাণ, সর্বলোকশ্ম ইষাণ ॥

পরে কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে—

ও সর্বভীর্থোৎসবং বারি সর্বদেব-সমর্পিতং ।

ইমং ঘটং সামারুহ্য তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ ॥

উপচার । তিন প্রকার সাধারণতঃ ব্যবহার হয় ।

(ক) পঞ্চোপচার—(১) গন্ধ । (২) পুষ্প । (৩) ধূপ । (৪) দীপ । (৫) নৈবেদ্য ।

(খ) দশোপচার—(১) পাত্ত । (২) অর্ঘ্য । (৩) আচমনীয় । (৪) মধুপর্ক বা স্নানীয় জল । (৫) গন্ধ । (৬) পুষ্প । (৭) ধূপ । (৮) দীপ । (৯) নৈবেদ্য । (১০) বন্দনা ।

(গ) ষোড়শোপচার—(১) আসন । (রজতাসনাদি) । (২) স্বাগত । (কৃতাজ্জলি হইয়া—“অমুকদেবতে স্বাগত্যং তে” এই বাক্য) । (৩) পাত্ত । (জল) । (৪) অর্ঘ্য (দুর্কা, আতপ-তড়ুল, গন্ধ, পুষ্প, জল) । (৫) আচমনীয় (জল) । (৬) মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, চিনি অভাবে ইক্ষু গুড় ও জল—কাংশপাত্রস্থ) । (৭) আচমনীয় । (৮) স্নানীয় জল । (৯) বস্ত্র (ভিজা বস্ত্র নিষিদ্ধ) । (১০) আভরণ (রজত-ভরণাদি) । (১১) গন্ধ । (১২) পুষ্প । (১৩) ধূপ । (১৪) দীপ । (১৫) নৈবেদ্য । (১৬) বন্দনা ।

বিশেষ । স্নান, বস্ত্র ও নৈবেদ্যের পর আচমনীয় দিবে ।

উপচার দিবার বিধি । পূজা স্থানে আছে ।

পুষ্প ও বিষ্ণপত্র দিবার বিশেষ বিধি ।—তুলসী চিহ্নভাবে ও বিষ্ণপত্র উপুড় করিয়া দিবে । পুষ্প যেভাবে গাছে ফুটিয়া থাকে, সেইভাবে প্রদান করিবে । বাসি ফুলে পূজা হয় না—কিন্তু পদ্ম, বকপুষ্প, বিষ্ণপত্র, তুলসীপত্র ও দুর্কা বাসি হইলেও চলে ।

অতিরিক্ত। (ক) পূজা করিতে করিতে হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, নিদ্রাভিত্ত হইলে, কসির বস্ত্র ছুঁইলে, ঢেকুর তুলিলে, নাভির নিম্ন অঙ্গ ছুঁইলে, চোখের জল পড়িলে পুনর্ব্বার আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ ছুঁইয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। কারণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ সকল বাস করেন।

• “প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাত্মাঃ সন্নিবস্তুথা।

বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥”

(খ) জী ও শূত্র “স্বাহা বসটের” স্থানে নমঃ বলিবে।

ধূপ ও দীপ দিবার বিধি। মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জ্বালাইবে, তাহার পর নিভাইয়া ধূপের ধোঁয়া দিবে। দীপের শিখা নিভাইতে হইবে না। উৎসর্গের পর বামদিকে রাখিবে।

# সত্য-ব্রত ।

## — পূজা খণ্ড —

### প্রথম ভাগ ।

আচমন ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ, ওঁ তদ্বিশেষঃ

পরমং পদং, সদাপশুস্তি সুরয়ঃ দিবৌ চক্ষুরাততম্ ॥

বিষ্ণুস্মরণ !—

”

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং । নারায়ণং  
নমস্কৃত্য, সর্বকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ । ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ  
শঙ্খ-চক্রধরং দেবং দ্বিভুজং পীত-বাসসং । প্রারম্ভে কৰ্ম্মণাং  
বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধারিণং ।

ভাবার্থ—“বিনি সমুদয়ের মঙ্গলজনক পদার্থের শুভকর, অভীষ্টলাভের  
উপায়, অভীষ্ট দাতা, মঙ্গলময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমুদয় কৰ্ম্ম  
করিবে ।”

সকল কৰ্ম্মের আগে, ব্রাহ্মণাদি সকল ব্যক্তি শঙ্খ-চক্রধারী,  
দ্বিভুজ, পীতাবর ধারী, বিশ্বব্যাপী, সমস্ত পাপহারী পুণ্ডরীকাক্ষকে  
স্মরণ করিবে ।

অপরিভঃ পবিত্রো বা সর্ববদন্ত্যঃ গীতোহপি বা যঃ স্মরেৎ  
পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যভাস্তরঃ শুচিঃ ।

ভাবার্থ—শরীর ও মন, এই দুইটির মধ্যে একটিতে অশুচি (অপবিত্র) ও অপরটিতে (শুচি) পবিত্র হইয়া কিম্বা দুই অশুচি (অপবিত্র) অবস্থায় যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে শরীর ও মনে বাহ ও আভ্যন্তরের সঙ্গে শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়া থাকে।

মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি স্মরন্তি  
সাধবঃ সর্বৈ সৰ্ব্বকার্যোন্মু মাধবঃ। ওঁ নমঃ শ্রীমাধবায়  
নমঃ।

ভাবার্থ—সাধক ব্যক্তিদিগের কথায় মাধব, বক্ষে মাধব, এমনি সমস্ত কার্যেই সাধুরা মাধব নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

## পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

শ্বেতপুষ্প অধিক পরিমাণে, জঁবা, রক্তকরবী, দুর্বা, কুশ, বিষ্ণুপত্র তুলসীপত্র, আতপ তণ্ডুল ও হরীতকী ও ফুলের মালা ৭ ছড়া অভাবে ১ ছড়া।

নৈবেদ্য—পঞ্চদেবতার পাঁচখানি। নারায়ণের জলপানি একখানি, সত্যনারায়ণের মূল নৈবেদ্য ১।০ অথবা ১।০ পাঁচ ছটাক চিনি অভাবে আতপ তণ্ডুল ও উপকরণাদি, অর্থাৎ ফলমূল।

সিরসী (পাকা)—ইক্ষু অথবা খাড় গুড় বা দেশী চিনি ১।০ পাঁচ পোয়া, গোধূমচূর্ণ ১।০ পাঁচপোয়া, দুগ্ধ (জল মিশ্রিত নহে) ১।০ পাঁচ পোয়া। রস্তু একশটি কাঁঠালি অসমর্থ হইলে পাঁচটি করিয়া দিবে। সজ্জতিপল্লেরা দুগ্ধের বদলে ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা, নারিকেলকোরা ইত্যাদি দিতে পারেন।



সিরগী (কাঁচা)—বাতাসা ১।০ অভাবে ১।০ ছটাক সন্দেশ বা মুণ্ডী ১।০ অভাবে ১।০ ছটাক।

মোকাম বিধি। চৌকির উপর আলপনা দিয়া শুভ্র বস্ত্র পাতিবে। চারিকোণে মাটি দিয়া তিরকাটি পুঁতিয়া ৩ পাক বা ৭ পাক স্নাতা দিয়া ঘরিবে, চৌকির উপর চারি কোণে ও মধ্যস্থলে, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি, পাঁচখানি বাতাসা, পাঁচটি মুণ্ডী বা সন্দেশ, পাঁচটি কলা, (কেহ কেহ একটিও দিয়া থাকে) একছড়া ফুলের মালা দিয়া মোকাম সাজাইতে হয়—পানের বোটাগুলি উপর দিকে থাকিবে, অর্থাৎ কোলের দিকে নয়।

ঘট বিধি—পিতলের বা তাঁমার ঘটই প্রশস্ত, ঘট জল পূর্ণ করিয়া ঘটের মুখে দুইটা পান, একটি রস্তা দিয়া চৌকির সম্মুখে মাটির উপর আলপনা দিয়া বসাইবে। ঘট মধ্যে একটা হরীতকী দিবে। পূজা শেষে—যাহার নামে সঙ্কল্প হইবে, তিনি মাথায় করিয়া চৌকির মধ্যস্থলে বসাইবেন।

বিশেষ বিধি।—মধ্যের মোকাম যাহার নামে পূজা হইবে তাঁহার; অস্ত্রগুলির মধ্যে যিনি পূজা করিবেন, তাঁহার একটি ও অস্ত্র তিনটি তিনজন ব্রাহ্মণের। চৌকি রাজে তুলিতে নাই।

পালন বিধি।—যাহার নামে পূজা হইবে তাঁহাকে পূর্বদিবস নিরামিষ খাইতে হয়, পর দিবস যে পর্য্যন্ত পূজা না হয় সেই পর্য্যন্ত উপবাস থাকিতে হয়। পূজার পর স্নিগ্ধ মুখে দিয়া অন্ন ও মাছ ব্যতীত সমস্ত খাইতে আছে। দোকানের লুচি বা পরোটা খাইতে নাই।

আহার্যাদি করিয়া নারায়ণ পূজা করিতে নাই। যিনি পূজা করিবেন, তাঁহাকে ঐরূপ পূর্ব দিবসে নিরামিষ খাইতে হইবে।

পূজার দিবস তৈল মাখিতে বা খাইতে নাই।

স্বস্তিবচন।—ওঁকর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কৰ্ম্মনি ওঁ  
পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত।  
(পুরোহিত বলিবেন ওঁ পুণ্যাং ওঁ পুণ্যাং, ওঁ পুণ্যাং)।  
ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কৰ্ম্মনি ওঁ স্বস্তি  
ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত। (পুরোহিত  
বলিবেন ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি)।

কর্তব্যোহস্মিন্ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কৰ্ম্মনি ওঁ ঋদ্ধিং  
ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত, ভবন্তো ক্রবন্ত (পুরোহিত  
বলিবেন ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং, ওঁ ঋধ্যতাং)

ভাবার্থ।—সত্যনারায়ণ ব্রতকার্যে আপনারা আমার শুভদিন  
বলুন। আমার এই সত্যনারায়ণ পূজার কার্যে আপনারা মঙ্গল  
বলুন। আমার সত্যনারায়ণ পূজা কার্যে আপনারা অভ্যদয়  
বলুন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মম্বার ভামহে, আদিত্যং  
বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ, ওঁ স্বস্তি ওঁ,  
ওঁ স্বস্তি ওঁ ॥ (আতপ চাউল ছড়াইয়া ঘণ্টা বাজাইবে)

সাক্ষ্যমন্ত্র।—সূর্য্যঃ সোম যমঃ কালঃ সঙ্কো ভূতানহঃক্ষপাঃ  
পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশঃ ঋচরা মরাঃ ব্রাহ্মাং শাসনমাস্ত্রায়  
কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।

ভাবার্থ।—“রবি, শীলী, যম, অথঙ্ককাল, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল,  
ক্ষিত্তি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত, দিন, রাত্রি-দিকপাল,

বায়ু, ভূমি অথও আকাশ, শূন্যে ভ্রমণকারী দেবতারা, ব্রহ্মার আদেশ মত আমার এই পুঙ্খায় উপস্থিত হউন।”

সঙ্কল্প ।—দক্ষিণ জাম্বু পাতিয়া, উত্তর মুখে বসিয়া বাম হস্তে কোণা ধরিয়া তার মধ্যে হরিতকী তুলসী পত্র ও ত্রিপত্র দিয়া বলিবে ।

বিষ্ণু ওঁ তৎসং অহ্ম অমুকে মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তি সৌভাগ্য-বর্দ্ধন মনোগতাভীষ্ট সিদ্ধি পূর্বক শ্রীসত্যদেবস্ত প্রসাদ লাভার্থঃ স্বন্দ পুরাণীয় রেবাধগোস্ত্র শ্রীসত্যদেব পূজন কথা শ্রবণ রূপ ব্রতমহং করিষ্যে।” (পরার্থে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা এইরূপ নিজ নাম আগে বলিয়া পরে অমুক গোত্রস্ত শ্রীঅমুক দেবশর্মা বলিবে, এবং ( করিষ্যে ) স্থলে “করিষ্যামি” বলিবে ) তাহার পর কোশার জল ঈশান কোণে ফেলিয়া, কোশাটী উপুড় করিয়া দিবে, এবং তার উপর তণ্ডুল ছড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে নিম্নলিখিত স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে ।

সামবেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত ।—ওঁ দেবো বো অবিনোদাঃ, পূর্ণং বিবষ্ট্যাসিচং উদ্‌বাসিধ্বধ্বমুপ বা পূর্ণধ্ব মাদিদেবো দেবভূক্তে ॥

ভাবার্থ ।—ধনদাতা অগ্নিদেব তোমাদের পূর্ণ আহুতি কামনা করেন । অতএব ঘৃত দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া অগ্নিদেবকে প্রদান কর । তাহা হইলে অগ্নিদেব তোমাদিগকে অভিষ্ট প্রদান করিবেন ।

যজুর্বেদীয় সংকল্প সূক্ত ।—ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূর মুদেতি দৈবং, তদ্বস্তুশ্চ তথৈবেতি । দূরঙ্গনং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু । ( পরে কৃতাজলি হইয়া বলিবে )

ওঁ সঙ্কলিতেহস্মিন্ কৰ্ম্মানি সিদ্ধিরস্ত । ( পুরোহিত ) ওঁ অস্ত ।

ওঁ অয়মারস্ত শুভায় ভবতু ( পুরোহিত বলিবেন ) ওঁ ভবতু ।

ভাবার্থ।—যাহা জাগরিত ব্যক্তির দূরে গমন করে। যাহা নিদ্রিত ব্যক্তির সেইরূপই নিকটে আসে। যাহা আত্মায় অবস্থিত! যাহা সৰ্ব্বাপেক্ষা দূরগামী এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রবর্তক, সেই আমার মন ধৰ্ম চিন্তা পরায়ণ হউক ।

• ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্ল সূক্ত ।—ওঁ যা গুংগূর্য্যাসিনীবালা যা রাক্ষা  
যা সরস্বতী, ইন্দ্রানীঃস্ব উভয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥

ভাবার্থ।—কুহ ও সিনীবালা নামক অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রি দেবতা ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রি দেবী সরস্বতী ইহাদের আবাহন করি। আমাব রক্ষার জন্ত ইন্দ্রপত্নীকে আবাহন করি এবং আমার মঙ্গলের জন্ত বরুণ পত্নীকে আবাহন করি ।

সাধারণ আচমন ও বিশেষ অর্ঘ্যদান ।—ভূমিতে, ত্রিকোণ নঙল করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা পুষ্প লইয়া বা তণ্ডুল দ্বারা পূজা করিবে ।

ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ । ওঁ কূর্য্যায় নমঃ । ওঁ পৃথিব্যে নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ( জলে ) ওঁ মং বহি মণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ । ওঁ অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলায়নে নমঃ । ওঁ উং সোম মণ্ডলায় যোড়শ কলায়নে নমঃ । ( বলিয়া জলে পূজা করিবে ও সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে ) ।

বৈষ্ণব আচমন ।—ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ  
ওঁ, ওঁ মাধবায় নমঃ ওঁ ॥

হ স্ত প্রক্ষালন ।—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ওঁ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ ॥

ওষ্ঠ মার্জ্জন ।—( অঙ্গুষ্ঠের মূল দিয়া ) ওঁ মধুহৃদনায় নমঃ ওঁ ।  
ওঁ ত্রিহিক্রমায় নমঃ ওঁ ॥

মুখমার্জ্জন ।—( তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ) ওঁ বামনায়  
নমঃ ওঁ । ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ওঁ ।

হস্তদ্বয় প্রক্ষালন ।—ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ওঁ ।

পদে জল প্রেক্ষণ ।—( দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বাম হস্তে, দক্ষিণ  
হস্তে ও পদে ছিটাইবে ) । ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ওঁ ।

মস্তকে প্রেক্ষণ ।—( ঐরূপে ) ওঁ দামোদরায় নমঃ ওঁ ॥

মুখ স্পর্শ ।—( তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা )  
ওঁ সঙ্কর্যনায় নমঃ ওঁ ।

দক্ষিণ নাসা স্পর্শ ।—( অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা )  
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ওঁ ।

বাম নাসা স্পর্শ ।—( ঐ ভাবে ) ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ ওঁ ।

দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ ।—( অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা ) ওঁ অনি-  
কঙ্কায় নমঃ ওঁ ।

বাম নেত্র স্পর্শ ।—( ঐ ভাবে ) ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ওঁ ।

দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ ।—( ঐ ভাবে ) ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ ওঁ ।

বাম কর্ণ স্পর্শ ।—( ঐ ভাবে ) ওঁ বৃসিংহায় নমঃ ওঁ ।

নাভি স্পর্শ ।—( অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার দ্বারা ) ওঁ অদ্যুতায়  
নমঃ ওঁ ।

হৃদয় স্পর্শ ।—( করতল দ্বারা ) ওঁ জনার্দিনায় নমঃ ওঁ ।

মস্তক স্পর্শ ।—( সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা ) ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ওঁ ।

দক্ষিণ বাহুর মূল স্পর্শ।—(মমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা)   
 ওঁ প্রয়ে নমঃ ওঁ ।

বাম বাহুর মূল স্পর্শ।—(ঐ তাবে) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ ।

সামান্ত্র অর্ঘ্য।—ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার বাহিরে   
 গোলাকার এবং তাহারও বাহিরে   
 চতুর্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার   
 উপর “ওঁ আশার শস্ত্রে নমঃ ।”   
 বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া “কটু”   
 নত্রে কোণা ধুইয়া ঐ মণ্ডলের   
 উপর রাখিবে, এবং “নমঃ” বলিয়া   
 জল পূর্ণ করিবে, এবং অগ্রভাগে অর্ঘ্য   
 সাজাইয়া দিবে ।

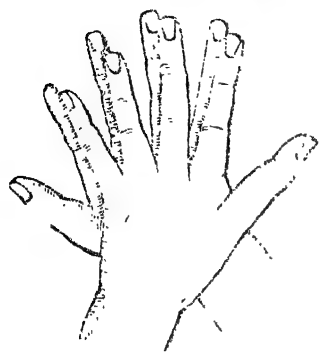


জল শুদ্ধি।—অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা, নখ স্পর্শ   
 না করিয়া জলেতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে। দক্ষিণ   
 হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সোজা করিবে, তর্জ্জনী,   
 অঙ্গুলির মধ্য পর্ব পর্য্যন্ত মধ্যমাতে মিলাইয়া   
 তাহার অগ্র:কিঞ্চিৎ বক্র করিবে।

মন্ত্র ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি   
 সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি   
 জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥



তাহার পর জলে গন্ধ পুষ্প তুলসী   
 দিবে ও ধোতু মুদ্রা দেখাইবে।   
 দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা   
 বাম হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে   
 এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে   
 বাম হস্তের তর্জ্জনী অনামিকাতে



তাহার পর “মংস্য মুদ্রা” দ্বারা  
হল আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ” মন্ত্র  
দশ বার জপ করিবে। এই জল  
পূজার দ্রব্যো ছিটাইয়া দিবে। দক্ষিণ  
হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম হস্তের হল  
ঠিক সমভাবে সংলগ্ন করিচা, উভয়  
হস্তের অভ্যুচ্চয় নাড়িবে।



আসন শুদ্ধি।—আসনের নীচে ত্রিকোণ  
মণ্ডল আঁকিয়া হ্রীং আধার শব্দেয়ে কমলাসনায়  
নমঃ। (বলিচা আসনে পুষ্প দিবে। আসন  
বাম হস্তে ধরিয়া বলিবে।)

ওঁ আসন মন্ত্রস্ত মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কৃশ্ণো দেবতা  
আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ভূয়া ধৃতা লোকা দেবি-  
ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং।

ভাবার্থ।—হে পৃথ্বী (পৃথিবী) তুমি তোমার আকর্ষণী শক্তি  
দ্বারা সমুদয় ভুবনকে ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু যেমন অনন্ত  
রূপে নিজের মাথায় তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ সর্ব  
সময়ে আমার ধারণ কর এবং আমার আসনকে পবিত্র ও পূত কর।

গুরু প্রণাম।—(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ, ওঁ, পরম  
গুরুভ্যো নমঃ ওঁ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওঁ, ওঁ পরমেষ্টি  
গুরুভ্যো নমঃ ওঁ। (দক্ষিণে) ওঁ গং গণেশায় নমঃ ওঁ ॥  
(সম্মুখে) ওঁ শ্রীসত্য-নারায়ণায় নমঃ।

পুষ্প শুদ্ধি।—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে, সুপুষ্পে পুষ্পে সমুত্তবে। পুষ্প চয়াবিকীর্ণে চ ভং ফট্ স্বাহা ॥

(একটা পুষ্প লইয়া) “ঐং বং তাস্মায় ফট্” (বলিয়া দুইবার পেষণ পূৰ্ব্বক বাম দিকে ফেলিয়া দিবে।

ভূতাপহারণ।—দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি আতপ তণ্ডুল বইয়া “নারাচ মুদ্রা” দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া ছড়াইবে। (৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দক্ষিণ হস্তের বুদ্বাসুলির ও তর্জনী একত্র করিবে, মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা, করতলের উর্দ্ধ রেখার সহিত বক্র করিয়া রাখিবে।

ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশান্ত শিবাজ্জায়া ॥

দিগ্‌বন্ধন।—তাহার পর তিনবার ভূমিতে পদাঘাত করিয়া মন্তকের উপর তিনবার “ফট্” মন্ত্রে তালি দিবে।

ভূত শুদ্ধি।—(দুইনাক টিপিয়া) ওঁ ভূত শৃঙ্গাট্যচ্ছিন্নঃ সুবুদ্ধ্যপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরমশিব সুবুদ্ধ্য পথেনমূল-শৃঙ্গাট মূলসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল নোহং, হং সং স্বাহা ॥

ঘণ্টাশুদ্ধি।—ওঁ জয়ধ্বনী মন্ত্র মাতঃ স্বাহা। (৩ বার জলের ছিটা দিবে, হাতে করিয়া নহে ত্রিপত্র দ্বারা)। অথবা বিষপত্র।

প্রাণায়াম।—৪।১৬।৮ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাক টিপিয়া বাম নাক দিয়া বায়ু আকর্ষণ করতঃ বাম হস্তে ৪ বার “ওঁ” জপ করিবে। তাহার পর অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর দ্বারা বাম নাক টিপিয়া শ্বাস রোধ করিয়া ষোল বার “ওঁ” জপ করিবে। পরে ডান নাক



দ্বিঃ ধীরে ধীরে বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে ৮ বার “ওঁ” জপ করিবে। এইরূপে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাক টিপিয়া ডান নাক দিয়া বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ৪ বার “ওঁ” জপ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাক টিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করতঃ ১৬ বার “ওঁ” জপ করিবে। পরে বাম নাক ছাড়িয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ৮ বার “ওঁ” জপ করিবে।

তৃতীয় বারে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ডান নাক টিপিয়া বাম নাক দ্বিঃ বায়ু টানিতে টানিতে ৪ বার “ওঁ” জপ করিবে। তাহার পর অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাক টিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ১৬ বার “ওঁ” জপ করিবে। তারপর ডান নাক ছাড়িয়া দিয়া ৮ বার “ওঁ” জপ করিবে।

করণ্যাস — উভয় তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া “সাং অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ” বলিবে উভয় অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া “সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা” বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিয়া “সুং মধ্যমাভ্যাং বষট্” বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া “সৈং অনামিকাভ্যাং হুং” বলিবে। উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া “সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্” বলিবে। তাহার পর উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করতলে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া “সঃ অস্ত্রায় ফট্।” বলিবে।

অঙ্গন্যাস :—( তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া ) ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ।

( মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া ) ওঁ সীং শিরসে স্বাহা ।

• (অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা \* শিখা স্পর্শ করিয়া ) ওঁ স্মৃং শিখায়ৈ বষট  
( তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ডান চক্ষু ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিয়া )  
ওঁ সৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট ( বলিবে ) ।

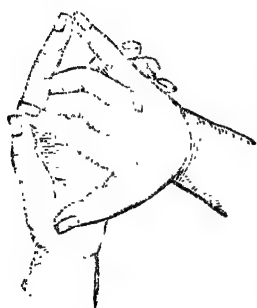
( দশ অঙ্গুলীর দ্বারা দুই বাহু জাপটাইয়া ধরিয়া ) ওঁ সৈং কবচায়  
হুঁ ।

তাহার পর উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ পূর্বক দক্ষিণ করতলে  
মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া ) ওঁ অস্ত্রায় ফট  
( বলিবে ) ।

গন্ধাদির অচ্চ'না !—ওঁ বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ ওঁ  
( তিনবার বলিয়া জলের ছিটা দিবে । ( বাম হাতের তলে দক্ষিণ হাত  
রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা ) ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ  
এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ । ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতদধি-  
পত্যে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ । ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ  
সত্যনারায়ণায় নমঃ ওঁ ।

• পঞ্চদেবতার পূজা ।—একটি পুষ্প, কুণ্ড মূদ্রার মধ্যে লইয়া  
নিম্ন লিখিত মন্ত্রে ধ্যান করিবে ।

## গণেশ পূজা



বাঁ হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে ডান হাতের তর্জ্জনী ও বাঁ হাতের তর্জ্জনীতে ডান হাতের কনিষ্ঠা যোগ করিবে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিবে, এবং মধ্যমা ও অনামিকা বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ভিতর দিয়া বাঁকা করিয়া দিবে, এবং বাঁ হাতের মধ্যমাও অনামিকা এবং কনিষ্ঠা ডান হাতের উপরে অর্থাৎ কোলের দিকে বাঁকা করিয়া রাখিবে, এবং কুর্ম পুষ্ঠের অর্থাৎ কছপের ছায়া ডান হাত করিবে।

ধ্যান মন্ত্র :—ওঁ স্বৰ্বং স্মৃতভূং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রসাদ্যদগন্ধ-লুপ্ত-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলং । দস্তাযাত বিদারিতারিরুধিরৈ, সিন্দূর শোভাকরং বন্দে শৈলসূতা সূতং গণপতিং, সিদ্ধিপ্রদং কামদং ।

ভাবার্থ—“যিনি বেঁটে ও মোটা, ধীর হাতের মুখের মত মুখ, যিনি সুন্দর ও লম্বোদর ( মস্ত ভূড়ী ) ক্ষরিত মদের গন্ধে উন্মত্ত ( পাগল ) ভ্রমর সকল যাহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে, যিনি দন্তের দ্বারা শক্রদিগকে চিরিয়া, সেই রক্তে সিন্দূরের ছায়া শোভা ধারণ করেন, সেই পার্কর্তী-পুত্র, সিদ্ধিদাতা, অভীষ্টপ্রদ গণপতিকে বন্দনা করি।”

পূজা—( বাঁ হাতের তলায় ডান হাত রাখিয়া কনিষ্ঠার অগ্রভাগে চন্দন লইয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বলিবে, ওঁ এষ গন্ধ ওঁ গং গণপত্যে নমঃ ।

( তাহার পর ঐরূপ বাঁ হাতের তলায় ডান হাত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া) ওঁ এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ গং গণপত্যে নমঃ ।

(ঐরূপ হাতের তলায় হাত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা লইয়া)      ঔ এতৎ সচন্দন বিশ্বপত্রং ঔ গং গণপতয়ে নমঃ ।

(মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে ধূপ রাখিয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া জ্বালাইয়া নিভাইবে, এবং ধূম (ধোঁয়া) উৎসর্গ করিবে)      এষ ধূপ ঔ গং গণপতয়ে নমঃ ।

(আবার কেহ কেহ বলেন)      এষ ধূপ শিখা ঔ গং গণপতয়ে নমঃ ।

(তাহার পর দেবতার বাম দিকে আধারে রাখিবে। মৃত্তিকাতে রাখিতে নাই, ফল মূলের উপর রাখিবে) (ধূপের স্নায় দীপ ও জ্বালাইয়া)      এষ দীপ ঔ গং গণপতয়ে নমঃ ।

(আবার কেহ কেহ বলেন) এষ দীপ শিখা ঔ গণপতয়ে নমঃ ।

উৎসর্গের পর দেবতার বাম দিকে ঐ রূপ ফল মূল বা আধারে রাখিবে ।

এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ঔ গং গণপতয়ে নমঃ ।

(চাউল হইলে ডানদিকে রাখিবে। পক্ষ অর্থাৎ ভাত হইলে বাম দিকে রাখিবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার নৈবেদ্য সম্মুখে ও রাখা যায়। তবে বিনা উপকরণে দিতে নাই; উপকরণ না পাইলে একটু গঙ্গাজল দিয়া বলিবে “সোপকরণ”

ইদং পানার্থং গঙ্গোদকং ঔ গং গণপতয়ে নমঃ (এই বলিয়া একটু জল দিবে)

ইদং আচমনীয়োদকং ঔ গং গণপতয়ে নমঃ । (একটু জল দিবে)

এতৎ তাম্বলং ঔ গং গণপতয়ে নমঃ । (পান থাকিলে পানে

একটু জলের ছিটা দিবে, অভাবে এতৎ তাম্বুলার্থে গঙ্গোদকং ওঁ গং  
গণপত্যে নমঃ পুনরাচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ গং গণপত্যে নমঃ

প্রার্থনা মন্ত্র—(হাত জোড় করিয়া বলিবে)

দেবেন্দ্র মৌলি নন্দার মনরন্দ কণাকুণাঃ ।

বিষ্ণু হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ ॥

বাজলা অর্থ—দেবতার অধিষ্ঠার, ইন্দ্রের মাথার মন্দির ফুলের  
মধুকণায়, যাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে, সেই গণেশের পাদ-পদ্ম রেণু সকল  
বিষ্ণু হরণ করুন ।

প্রণাম মন্ত্র —ওঁ একদন্তঃ মহাকায়ঃ লম্বোদরং গজাননং ।

বিঘ্ননাশ করং দেবং হেরম্বং প্রণমামাহং ॥

সূর্য্য পূজা :—ধ্যান ( পূর্ব্বরূপ কুম্ভমুদ্রার মধ্যে ফুল লইয়া )

রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিদ্ধুঃ

ভামুং সমস্তজগতা-মধিপং ভজামি ।

পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধতং-করাজৈঃ

মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্কুরচিং ত্রিনেত্রং ॥

অর্থ :—“লাল পদ্ম যার আসন, যিনি সমস্ত সর্ব্ববিধ গুণের আধার  
যিনি সমস্ত জগতের অধিপতি, তাহাকে আমি ভজনা করি । যিনি  
পদ্মের দ্বায়া চারিহাতে অভয় বর ও দুইটা পদ্ম ধরিয়া আছেন, পদ্মরাগ  
মণি বাহার মুকুটে রহিয়াছে, যার রক্তবর্ণ দেহ সেই সূর্য্যদেবকে আমি  
আরাধনা করি ॥”

পূজা—( বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া ) ( কনিষ্ঠা অঙ্গুলির  
অগ্রভাগে চন্দন লইয়া অঙ্গুষ্ঠযোগে ) এষঃ গন্ধ ওঁ হ্রীং হংসঃ  
শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।

( অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া )

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।

( মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া জ্বালাইবে  
এবং পরে নিভাইয়া ) এষ ধূপ ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।

( বানদিকে পূর্ব কথিত মত রাখিবে ) ( ধূপের ত্রায় দীপ ও  
জ্বালাইয়া ) এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।

• ( ডানদিকে গণেশ পূজার ত্রায় রাখিবে ) ।

এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ এতেভ্যঃ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ  
হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ । ইদং পানার্থে গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ  
শ্রীসূর্যায় নমঃ । ইদং অচমনীয়োদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায়  
নমঃ । এতৎ তাম্বুলং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।

পুনরাচমনার্থে গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।

প্রণাম ।—ওঁ জবাকুমুদম সঙ্কশং কাশ্যপেয়ং মহাভ্যাতিং ।

ধ্বাস্তারিং সর্ব পাপহং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥

• অর্থ—জবা ফুলের ত্রায় যাহার বর্ণ, বশপপুল মহাতেজশালী,  
অন্ধকার দূরকারক, সমস্ত পাপ বিনাশনকারী সেই সূর্য্যকে আমি  
প্রণাম করি ॥

বিষ্ণুপূজা—ধ্যান—( কুম্ভমুদ্রার মধ্যে পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ) ।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-  
সন্নিবিষ্টঃ । কেয়ুরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময়-  
বপুর্ধ্বতলজ্যোত্বকঃ ॥

অর্থ—পদ্ম ও গদাভূষণ ধরিয়া সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে জ্যোতিরূপে  
যিনি রহিয়াছেন যাহার হস্তে বাজু, কর্ণে মকর চিহ্নিত কুণ্ডল, মাথায়

মুকুট, বক্ষে হার শোভা পাইতেছে, যাহার স্বর্ণের মত উজ্জল মুক্তি, ও শঙ্খ চক্রধারী তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥

পূজা—( বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কনিষ্ঠার অগ্রভাগে চন্দন লইয়া অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে )

এষ গন্ধ ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ ।

( অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্ঞনীর দ্বারা ধরিয়া ) এতৎ সচন্দন তুলসীপত্র ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ ।

( ধূপ পূর্বের ছায়া জাগাইয়া ) এষ ধূপ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ

( দীপ ও পূর্ববৎ ) এষ দীপ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ ।

( ডান দিকে রাখিবে ) ।

এতৎ সোপকরণাম্ন নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ । ওঁ ইদং পানার্থং গঙ্গোদকং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ । ইদং আচমন্যোদকং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ । এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ । পুনরাচমনার্থং গঙ্গোদকং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ।

প্রার্থনা মন্ত্র ।—পাপোহহং পাপ কন্মাহং পাপাত্মা পাপ সন্তঃ । জ্রোহিমাং পুণ্ডরীকাকং সর্বপাপ হরোহরি ॥ নমঃ কমল নেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে । অশেষ ক্লেশ নাশায় লক্ষ্মী-কান্ত নমোহস্তুতে ॥

অর্থ—“পূর্বে বহু পাপ করিয়াছি, আমি পাপে ভরা, এখনও পাপ করিতেছি; পাপেই আমার সর্বদা মতি, পাপ করিবার জন্তই আমার জন্ম, হে পুণ্ডরীকাক, আমায় সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর । আমার সর্ববিধ পাপ হরণ কর । পাপ হরণ কর বলিয়া তোমার নাম হরি ॥

হে অশেষ দুঃখ বিনাশন, 'কমল লোচন পরমাত্মা হরি তোমায় প্রণাম করি। হে লক্ষীর আরাধ্য দেবতা তোমায় প্রণাম করি ॥”

করষোড়ে।—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

• যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

অর্থ—“হরি মুরারি, মধুকৈটভ রিপু, হে গোপাল গোবিন্দ, হে মুকুন্দ, হে শৌরি, যজ্ঞেশ্বর, নারায়ণ, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে জগদীশ্বর আমি নিরাশ্রয় আশ্রয় রক্ষা কর ॥”

প্রণাম মন্ত্র।—নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ

ভগদ্ধিতায় কৃষায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অর্থ—“যিনি বেদের অধিপতি, গো ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ ত্রীকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি ॥”

শিবপূজা—( কুর্খমুদ্রার মধ্যে পুষ্প লইয়া )

ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতঃসং

রত্নাকল্লোজ্জলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং ॥

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃষ্ণিং বসানং ।

বিশ্বাত্তং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥

অর্থ—“নিত্য মহেশকে এইরূপে ধ্যান করিবে—রজত গিরির মত যাহার বর্ণ, সুন্দর শশধর যাহার মাথার ভূষণ, রত্নময় সাজে যার দেহ উজ্জল, যাহার বাম হস্তদ্বয়ে টাঙ্গি ও মৃগ মুদ্রা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও ভয় উভয় মুদ্রা, যিনি পদ্মাসনে প্রসন্নমুষ্টিতে উপবিষ্ট, যাহার চারিদ্বারে দেবতারা স্তব করিতেছেন, যাহার ব্যাজ চর্ম পরিধান, যিনি জগতের



প্রথম জগতের কারণ ও সমস্ত ভয় বিনাশনকারী, যাহার পাঁচটা বদন ও পনেরটা নয়ন । তাঁহাকে ভাবনা করিবে ।'

( তাহার পর বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া ও পূর্ববৎ পুজা করিবে ) ।

পূজা :—এষ গন্ধা ॐ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় ।

এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

এস ধূপ—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

এষ দীপঃ—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

ইদং পানার্থে গদ্যোদকং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

ইদমাচমনীয়ং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

এতৎ তাম্বুলং—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

“পরে”—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ ।

দশবার জপ করিয়া বলিবে ।

ওঁ গুহাদিগুহাগোপ্তা স্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং ।

সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্নহেশ্বর ॥

( একটু জল শিবের দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশে দিবে । পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির দ্বারা গাল বাজাইয়া “বম্ বম্” শব্দ করিবে ) ।

প্রণাম মন্ত্র ।—নমঃ শিবায় শান্ত্যায় কারণত্রয়-হে-তবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

ওঁ নমসো স্বাং মহাদেব, 'লোকানাং গুরুমীশ্বরং ।

পুং সামপূর্ণ-কামানাং কামপূরামরাজ্জি পং ॥

অর্থ—হে শিব তোমায় নমস্কার, মঙ্গলকর, পরমেশ্বর তুমি শান্ত  
সব, রজঃ তমঃ, তোমাকে আমার আত্মা সমর্পণ করিতেছি তুমিই  
আমার একমাত্র গতি বা উপায়। হে দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি  
সকলের গুরু ও ঈশ্বর, যাদের কামনা পূর্ণ হয় না তাহাদের কামনা  
পূরাইতে তুমিই একমাত্র কল্লতরু স্বরূপ ; তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥

দুর্গা পূজা—( পূর্ববৎ কুশুম্ভ্রায় ফুল লইয়া )

ধ্যানি।—সিংহ স্বক্কাধিসংরূঢ়া নানালঙ্কার ভূষিতাং ।

দশভূজাং মহাদেবীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং ॥

নবযৌবন সম্পন্নাং ত্র্যকুটী কুটিলাননাং ।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড নায়িকা ॥

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা ॥

আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং ।

চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাং ॥

অর্থ—“যিনি সিংহের স্বক্কে চড়িয়া, নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা, দশহস্তা  
মহতী দেবশক্তি সম্পন্না মহিষাসুর নাশিনী। যিনি নবযৌবনী ত্র্যভঙ্গী  
দ্বারা যাহার মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডের  
নায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপী ও অতি চণ্ডিকা এই আট শক্তি দ্বারা  
যিনি সর্বদা বেষ্টিত, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী দেবীকে সর্বদা  
এই মতে ধ্যান করিবে।”

( পূর্ববৎ পূজা করিবে )

পূজা—এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ । এতৎ সচন্দন বিলপত্রং  
ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ । এষ সচন্দন পুষ্পং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ।  
এষ ধূপ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ । এষ দীপ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ । ওঁ ইদং  
পানার্থং গঙ্গোদকং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ । ইদমাচমনীয়ং ওঁ হ্রীং  
দুর্গায়ৈ নমঃ । এতৎ ভাস্কুলং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ।

এষঃ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ।—

ওঁ আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে ।

পুত্রান দেহি, ধনং দেহি, সর্বান্ কামাংশ্চ দেহিমে ।

দুর্গোত্তারিনি দুর্গে ত্বং সর্ববাস্তুভ নিবারিণি ।

ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদাভব ।

কালি কালি মহাকালি, কালিকে পাপ হারিণি ।

ধর্ম্মকাম প্রদে দেবি নারায়ণ নমোস্তুতে

অর্থ—“আমায় আয়ু দাও, যশ দাও সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন  
দাও,—হে ভগবতী আমায় সকল অভীষ্ট প্রদান কর । হে সর্ব অমঙ্গল  
নাশিনী, হে বিপদ উদ্ধারিণী, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষদায়িণী দুর্গে, দেবী  
সর্বদা আমায় বর দাও । হে কালি, হে কালি, হে মহাকালি, হে  
কালিকে, হে পাপ বিমোচনকারিণী হে ধর্ম্ম কাম প্রদায়িণী, হে দেবি,  
হে নারায়ণি তোমায় প্রণাম করি ।”

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবৈ সর্বার্থ সাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে ॥

অর্থ—“হে মঙ্গলময়ী, মঙ্গলকারিণি—সর্বকার্যে শুভাশুভ ফলদায়িণী,  
হে শরণাগত বৎসলে, ত্রিনয়ণি, গৌর বর্ণা, হে বিয়ুঃশক্তি স্বরূপিণী  
তোমায় প্রণাম করি ।”

আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা—( পূর্ববৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ফুল  
লইয়া ) . এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ।

এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক পালেভ্যো নমঃ ওঁ এতৎ  
সচন্দন পুষ্পং ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতৎ সচন্দন  
পুষ্পং ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

(প্রণবের দ্বারা প্রাণায়াম ও অঙ্গভাস, করভাস করিয়া সত্যনারায়ণের  
ধ্যান করিবে। পূর্ববৎ কূর্মমুদ্রার মধ্যে ধ্যেত পুষ্প লইয়া।

সত্যনারায়ণের ধ্যান। ওঁ ধ্যারেৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়ং  
সম্বিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং কৌস্তভাভরণং হরিম্।

পীতাম্বরং শুক্লবর্ণ, শ্রীবৎস পদ ভূষিতম্

গোবিন্দং গোকুলানন্দং ব্রহ্মদৈর্যভি পূজিতম্ ॥

নিজের হস্তস্থিত পুষ্প মন্তকে রাখিয়া মানস পূজা করিবে। পরে  
বিশেষার্থ্য স্থাপন।

বিশেষার্থ্য স্থাপন মন্ত্র।—বানে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তার  
উপর পানি শঙ্খ রাখিয়া, বিলোম্ মাতৃকা উচ্চারণ করিয়া জল দিবে।

ক্ষং, লং, হং, সং, ষং, শং, বং, লং, রং, যং, মং, ভং, বং,  
ফং, পং, নং, ধং, দং, থং, তং, ণং, ঢং, ডং, ঠং, টং, ঞং, ঝং,  
জং, ছং, চং, ঙং, ঞং, গং, ঞং, কং, অং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং,  
এং, ঙং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং, ঞং।

মূল মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার জল দিবে। নমঃ বলিয়া শঙ্খের  
অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। এবং সেই অর্ঘ্য মূল পূজায় তুলিয়া  
উৎসর্গ করিতে হইবে।

মং দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ বলিয়া (পানি শঙ্খের  
ত্রিপদিকায়) গন্ধ পুষ্প দিবে। আং দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলায়  
নমঃ (বলিয়া শঙ্খ গন্ধ পুষ্প দিবে)। উং ষোড়শ-কলাব্যাপ্ত-চন্দ্র

মণ্ডলায় নমঃ ( বলিয়া জলে গন্ধ পুষ্প দিবে )' তারপর ত্রিপত্র দ্বারা পানি শঙ্খের জল স্পর্শ করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু । ( বলিবে )

অঙ্গুষ্ঠাস ।—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া সাং হৃদয়ায় নমঃ । মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া সিং শিরসে স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিয়া স্ত্রং শিখায়ৈ বষট্ । দুই হস্তের দশাঙ্গুলির দ্বারা দুই বাহু ধরিয়া সৈং কবচাঙ্গু হং । মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা যথা পর পর দুইটা চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিবে সৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্ । দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও তর্জ্জনীর দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিয়া বলিবে সং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।

করুণাস ।—( উভয় তর্জ্জনীর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধরিয়া বলিবে ) ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী ধরিয়া সৌং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । ( অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমাধ্বয় ধরিয়া ) স্ত্রং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্ । ( অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকাধ্বয় ধরিয়া বলিবে ) সৈং অনামিকাভ্যাং হং । ( অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাধ্বয় ধরিয়া বলিবে ) সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । উভয় করতল দ্বারা উভয় করতল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম কবতলে আঘাত করিয়া বলিবে ) সং অস্ত্রায় ফট্ ।

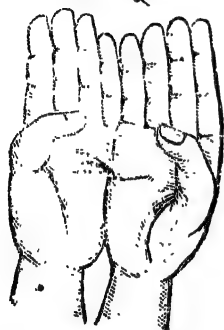
পীঠার্চনা ।—( পূর্ববৎ পুষ্প লইয়া ) বাম হস্তের তলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কমঠায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ক্ষীর-সমুদ্রায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে



নারাচ মুদ্রা ।

ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে  
ওঁ দেবতাভ্যো নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে  
ওঁ কল্পদ্রুণায় নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে  
ওঁ মণি মণ্ডলায় নমঃ ।

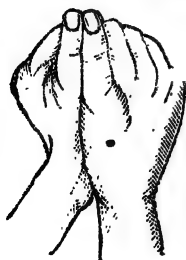
( ১৯ পৃষ্ঠায় ভূতাপসারণে নারাচ মন্ত্রার ছবি বাদ  
পড়িয়া যাওয়ায় এইখানে দেওয়া হইল, পূজাকালীন  
দেখিয়া লইবেন । )



আবাহন মুদ্রা ।

আবাহন মন্ত্র ।—আবাহনী মন্ত্রার দ্বারা  
( দুই হস্ত চিৎ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ শিরো-  
ভাগে অনাগিকার মূল পর্কে মিলাইয়া )

“ওঁ শ্রীভগবৎ সত্যনারায়ণ দেব  
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ।”



সমিধাপনী মুদ্রা ।

সমিধাপনী মন্ত্রার দ্বারা ( দুই হস্ত একসঙ্গে  
উপুড় করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উঁচু করিবে ) ।

“ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ”



তারপর সন্মুখী করণ মুদ্রার দ্বারা দুই হাত মুঠা করিয়া একসঙ্গে চিত্ত করিয়া ধরিবে।

“ইহ সন্নিধেহি।”

সন্মুখীকরণ মুদ্রা



তারপর সংবোধিনী মুদ্রার দ্বারা (দুই হাত মুঠা করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।)

“ইহ সন্নিরুধ্যাম্।”

সংবোধিনী মুদ্রা

তারপর স্থাপনা মুদ্রার দ্বারা (আবাহন মুদ্রাকে নীচু মুখে ধরিলে স্থাপনীয় মুদ্রা হয়। (সেই মুদ্রা দেখাইয়া বলিবে)

অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহান, স্থাং স্থীং স্থিরোভব।  
আগচ্ছ ভগবনদেব সর্বকাম ফলপ্রদ। মৎ পূজন সুসিদ্ধার্থং  
সন্নিধ্যামিহকল্পয় ॥

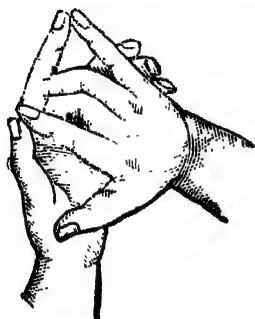
(শালগ্রাম শিলায় আবাহন নাই)।

অর্থ—“এই ঘটে অধিষ্ঠান করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন।  
আপনি এখানে স্থির ভাবে অবস্থান করুন। হে দীপ্তিশালী ভগবান্!

সর্বাভীষ্ট প্রদানকারি আমার পূজা স্থগিত করি জন্য এখানে আগমন করুন।”

পুনরায় ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প দেবতার পাদপদ্মে প্রদান করিবে। পরে উপচার দান কার্য্য করিবে।

কুর্ম্ম-মুদ্রায় পুষ্প লইয়া—



ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণব্রহ্ম  
সমস্থিতং লোকনাথং ত্রিলোকেশং  
কৌস্তভাভরণং হরিম্। পীতাম্বরং  
শুক্লবর্ণং, শ্রীবৎস পদ ভূষিতম। গোবিন্দং  
গোকুলানন্দং ব্রহ্মদৈরভি পূজিতম ॥

কুর্ম্ম মুদ্রা।

উপচার দানকার্য্য—( প্রত্যেকটি আলাদা বামহাতে উপুড় ভাবে ধরিয়া ) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতন্মৈ রজতাসনায়ৈ নমঃ। ( বলিয়া তিনবার ফুল দিবে, ) তারপর—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এত-দধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

( এইভাবে সমস্ত উপচার দ্রব্য অর্চনা করিয়া দান করিবে। পরে হাত জোঁড় করিয়া ) ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণ দেব স্বাগতং ওঁ সুস্বাগতং ( তারপর একটু জল ) এতৎ পাণ্ড্য ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

( পূর্ব্ব স্থাপিত বিশেষার্থের অর্থ্য লইয়া ) ওঁ ইদং অর্থ্য ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ। ( তারপর একটু জল দিবে )



ইদং আচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এষ মধুপৰ্ক ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । ইদং আচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ বস্ত্রং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ পাছং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ রজতান্নরং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এষ গন্ধ ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ ।

অৰ্ঘ্য মন্ত্ৰ।—ওঁ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় হৃষীকেশপতয়ে নমঃ ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা অৰ্ঘ্যমেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম ।

ভাবার্থ—ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ ইন্দ্ৰিয়ের পতি নারায়ণকে ভক্তি সহকারে অৰ্ঘ্য নিবেদন করিতেছি, তুমি আমার দত্ত অৰ্ঘ্য গ্রহণ কর ।

এষ ধূপং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এষ দীপং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ সোপকরণ গ্রামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । বা ঘৃতপক্কং হবিষ্যান্ন পায়সং বা শর্করম্ নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং বিধোমে প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

ইদং পানার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । আচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । ইদং পুনরাচমনার্থ গঙ্গোদকং ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ ।

পুষ্পাঞ্জলি ।—

যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।  
 নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদগৃহানাতু কম্পয়া ।  
 তদ্বীয়ং বস্ত্র গোবিন্দকৃত্যমেব সমর্পয়েৎ ।  
 গৃহাণ স্নমুখো ভূষা প্রদীদ পুরুষোত্তম ।  
 মল্লহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দনং ।  
 যৎ পূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদন্তমে ॥  
 অমোঘং পুণ্ডরীকাকং, নৃসিংহ দৈত্যাস্তদনম্ ।  
 হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্ ॥  
 সগুনঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং জ্ঞানকা বল্লভং হরিসম্ ।  
 প্রণমামি সদাভক্ত্যা নারায়ণ মতং পরম ।  
 তুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুণা পরিপীড়িতে ।  
 নিস্তারয়তু সর্বেষু তথানিষ্ট ভয়েষু চ ।  
 নামাণ্যেতানি সংকীৰ্ত্ত ঈক্ষিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ।  
 সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহং কামদং ফলম্ ।  
 লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ ।

পরে ( ৩ ) শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে ।  
 ( পরে ) ৩ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তাভং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপং ।  
 সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেব, 'তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন ।

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া প্রণাম করিবে ।  
 প্রণাম মন্ত্র ।—৩ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ ।  
 জগদ্ধিতায় কৃণায় গোবিন্দায় নমো নমুঃ ॥

অর্থ—যিনি বেদের অধিপতি, গো ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি ॥

আরতি ।—কোশায় বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পঞ্চ প্রদীপাদি রাখিয়া—ওঁ এতস্মৈ আরত্ৰিক দীপায় নমঃ । বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিয়া মূল মন্ত্র ওঁ সাং শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ দশ বার জপ করিবে ।

দক্ষিণ পা আসন প্রান্তে ও বাম পা ভূমিতে রাখিয়া চারবার চরণে, দুইবার নাভিতে, তিনবার মুখে ও সাতবার সর্বাঙ্গে ঘুরাইয়া আরতি করিবে । প্রথম দীপের দ্বারা । দ্বিতীয় শঙ্খস্থ জলের, তৃতীয় গুরু বস্ত্রের দ্বারা আরতি করিবে ।

ও

## শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত-মাহাত্ম্য ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

স্মৃচনা ।—ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ ।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমং ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

অর্থ :—নারায়ণ, নরোত্তম নর, এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম  
করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

“কর জোড়ে করি নতি বন্দি আগে গণপতি

বিঘ্ন নাশ শিবের নন্দন ।

জ্বাপুষ্প জিনি ছবি বন্দিবে দ্বিতীয়ে রবি

এক চক্র রথে আরোহন ॥

গরুড়োঁতে অধিষ্ঠান তৃতীয়েতে নারায়ণ

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ।

চতুর্থে বন্দিবে হর ভস্ম ভূষা দিগম্বর

ভালে চন্দ্র শিরে সুরেশ্বরী ॥

পঞ্চমে পূজিবে মাতা মুক্তিদাতা গিরীস্বতা

মহামায়া মহিষ-মর্দিনী ।

স্কন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী . তার সঙ্গে গণপতি

দশভূজা কেশরী-বাহিন

পূজি সবে প্রেমানন্দে                      ঋরিয়া চরণ বৃন্দে  
 ভাব মনে গোলক বিহারী ।  
 বন্দি যত দেব পদে                      ভাস সবে প্রেমনদে  
 উচ্চৈঃশ্বরে বল হরি হরি ॥  
 যুগে যুগে অবতারি                      অবনীর ভার হরি  
 মৎস্য কুম্ভ বরাহ বামনে ।  
 বলরাম, নরহরি,                      চরণ বন্দনা করি,  
 জামদগ্নি ক্ষত্রিয় নিধনে ॥  
 বন্দ দুর্বাদল শ্রাম,                      সীতার সহিত রাম,  
 শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ ।  
 ধীর কীর্তি সেতু বন্ধ                      বিনাশিতে দশকন্ধ  
 বৃদ্ধ কঙ্কি করিয়া বন্দন ॥  
 ভজ কৃষ্ণ অবতার,                      পূর্ণ ব্রহ্ম পরাংপর,  
 বৃন্দাবন বিপিন-বিহারী ।  
 যজু-বংশ অবতংশ                      কংস দৈত্যে করি-ধ্বংস  
 অংশরূপে এলে ধরাপরি ॥  
 পুঞ্জ সত্যনারায়ণ                      দীন দুঃখ বিমোচন  
 কলিকালে দয়া অবতার ।  
 যতেক পাতকিগণে,                      রক্ষিবারে নিজগুণে  
 তব মায়া করিলে বিস্তার ॥  
 নাহি যাগ যোগ তপ,                      ভূতশুদ্ধি ত্রাস জপ,  
 নাহি পুরস্চরণ বিধান ।  
 ভুবনে বিদিত বশ,                      কেবল ভক্তির বশ,  
 ভকত-বৎসল ভগবান ॥

ত্যজি সে গোপক-ধাম,  
 সত্য-নারায়ণ নাম,  
 • ধরিলা পাতকী তরাইতে ।  
 দেখি দীন হীন জনে—  
 রাখ প্রভু ও চরণে—  
 কেবা পারে মহিমা কহিতে ॥  
 তুমি হরি দীনবন্ধু  
 কর পার ভবসিদ্ধ  
 কর দেব দুঃখ বিমোচন ।  
 অরণে তোমার নাম  
 লভে চতুঃবর্গ কাম  
 তুমি হও জীবের জীবন ॥  
 তব পদে যার ভক্তি  
 সেইজন লভে মুক্তি  
 মুক্তি দাতা তুমি ভূমণ্ডলে ।  
 সেবি চরণার বৃন্দ  
 গাঁথিহু এভাবে ছন্দ  
 গুণ কথা শুন কুতূহলে ॥  
 শুদ্ধ চিতে সর্বজনে  
 শুন আজি একমনে  
 সত্য গুজা হইল যেমতে ।  
 তরিবারে পাপ ভার  
 সত্যদেব অবতার  
 হন হরি কলির আদিতে ॥

## কথারম্ভ ।

( প্রথম স্তবক )

পবিত্র ভারত ক্ষেত্রে নৈমিষ কাননে ।  
সর্ব লোক হিতে রত যত মুনিগণে ॥  
একত্র মিলিত হ'য়ে করেন ভাবনা ।  
শাস্ত হবে কি উপায়ে কলির তাড়না ॥

হেন কালে ব্যাস শিষ্য সূত তপোধন ।  
শিষ্য সনে তথা আসি দেন দরশন ॥  
শৌনকাদি ঋষি সবে, উঠিয়া সম্মুখে ।  
বসালেন সূত দেবে, পরম আদরে ॥

কুশল জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডু অর্ঘ্য দিয়ে ।  
বলেন শৌনক সূতে কৃতাজ্জলি হয়ে ॥  
“কহ শুনি পুরানজ্ঞ কি উপায় বলে ।  
তরিবে মানবচয়, ঘোর কলিকালে ॥

কলির প্রভাবে দেব, যত নরগণ ।  
বেদ বিছা ছাড়ি সবে, পাপেতে মগন ।  
অগ্ন্যাগ্নে শক্তিহীন, অন্নগত প্রাণ ॥  
কিরূপে করিবে নর ধর্ম উপার্জন ?

ইষ্ট বস্তু লাভ হেতু কি হ'বে উপায় ?  
 প্রকাশ করিয়া সব, বল মহাশয় ॥  
 ভূত ভবিষ্যত তুমি, জান যোগবলে ।  
 তোমা সম শাস্ত্র বেত্তা নাহি ভূমণ্ডলে ॥”

শৌনকের শুনি বাণী ধ্বজবাদ দিয়ে ।  
 কহিতে লাগিল স্নাত আনন্দিত হয়ে ॥  
 “একদা নারদ ঋষি, ভ্রমি নানাদেশ ।  
 উপনীত মর্ত্যলোকে হন অবশেষ ।

সহচরগণ সহ পাপ মূর্ত্তিমান ।  
 দেখেন মানব গৃহে, করে অবস্থান ॥  
 শোকের ভীষণ জালা, উঠিতে বসিতে ।  
 উপভোগ করে সবে অবসন্ন চিতে ॥  
 মানবের দুঃখ দেখি হইয়া কাতর ।  
 কেশবে জানাতে দুঃখ যান মুনিবর ॥  
 দেখেন বৈকুণ্ঠ ধামে, অপূর্ব্ব দর্শন ।  
 শুক্লবর্ণ চতুর্ভূজ দেব নারায়ণ ॥

শঙ্খ চক্রধারী, বনমালা বিভূষিত ।  
 বদনে মধুর হাসি, শ্রীবৎস লালিত ॥  
 প্রেমে পুলকিত মুনি, হেরি মুরহর ।  
 ভক্তি ভরে ক'রে স্তব হ'য়ে ষোড় কর ॥

“নমো নমো জনার্দন পুরুষ প্রধান ।  
 মনো বাক্যাতীত সর্ব্বভূতের নিদান ॥



সকলের আদি ভূত, তুমি দয়াময় ।  
তোমার স্মরণে হরি ! ঘোচে ভবভয় ॥”

“সুবে তুষ্ট মিষ্ট ভাষে কন শ্রীনিবাস ।  
কি হেতু আগত মূনে ! বৈকুণ্ঠ নিবাস ?  
কিবা তব মন, আশা বল পুরাইব ।  
জ্ঞাতব্য যা কিছু থাকে, সব বুঝাইব ।”

“শুনিয়া নারদ মুনি কহেন হরিরে ।  
মর্ত্য লোকে গিয়াছিহু ভ্রমিবার তরে ॥  
দেখিহু তথায় প্রভু ! যত নরগণ ।  
দগ্ধ সবে শোকানলে, পাপেতে মগন ॥

শরীরে নাহিক বল, মানস চঞ্চল ।  
কেমনে পাইবে তারা নিদান সম্বল ?  
কঠিন আয়াস-সাধ্য যোগাভ্যাসে মতি ।  
কখন নরের দেব হবে না শক্তি ॥

বদি থাকে হৃষীকেশ, সহজ উপায় ।  
বাহাতে মানবগণ নিরাপদ হয় ;  
কৃপা করি কহ তাহা, কমল লোচন ।  
জীবের মঙ্গল হেতু ভুবন-মোহন ॥”

শুনিয়া নারদ বাক্য দেব চক্রধর ।  
সাধু বাদ দিয়া তাঁরে করেন উত্তর ॥  
“জিদিব পৃথিবী -মাঝে অমূল্য রতন ।  
আছে এক মহাব্রত, শুন তপোধন ॥

সত্যনারায়ণ ব্রত, নাম তার ঋষি ।  
 অল্পঠানে নর তায়, হয় স্বর্গবাসী ॥  
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সে ব্রত করিলে ।  
 ধন ধাত্রী বৃদ্ধি পায়, সদা অবহেলে ॥

মনোযোগ দিয়া শুন, ব্রত বিবরণ ।  
 নিশা মুখে জগন্নাথে, করিবে অর্চন ।  
 সপাদ মিষ্টান্ন সহ, নিবেদিবে পরে ।  
 রস্তা, ছন্ধ, আটা, গুড়, একত্রিত করে ॥

অতঃপর মিলি সবে, যত বন্ধুগণ ।  
 ভক্তি ভাবে করিবে, মাহাত্ম্য শ্রবণ ॥  
 সত্য দেব পূজা ফলে, বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় ।  
 বিশেষতঃ কলি যুগে, নাহি অত্রোপায় ॥

ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা, শুন দিয়া মন ।  
 “কাশীপুর” গ্রামে এক, ছিল হে ব্রাহ্মণ ॥  
 ব্রাহ্মণ দরিদ্র অতি, পেটের জ্বালায় ।  
 করিত বিষণ্ণ মনে, ভিক্ষা ব্যবসায় ॥

দৈব যোগে একদিন, ভিক্ষা না মিলিল ।  
 ক্ষুধায় তৃষায় দ্বিজ, আকুল হইল ॥  
 বৃক্ষতলে বসিলেন, বিরস বদনে ।  
 কতক্ষণ কাঁদিলেন, দুঃখ অভিমানে ॥

ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখি, দেব নারায়ণ ।  
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে, দেন দরশন ॥

মধুর বচনে হরি, কন দ্বিজবরে ।

“কি হেতু আকুল বিপ্র দেখিছে তোমারে ?

কেন বা ভ্রমিছ মহী, সদা ক্ষুণ্ণ মনে ?

বিবরিয়া মন দুঃখ কত মম স্থানে ?”

দ্বিজ বলে, “কি হইবে, কহিলে তোমায় ?”

ব্রাহ্মণ বলেন “দ্বিজ হানি কিবা তায় ?”

দ্বিজ বলেন “নিত্য ভিক্ষা মাগিয়া থাই ।

আজি না পাইয়া ভিক্ষা, দুঃখ ভাবি তাই ॥

উপায় যন্তপি থাকে, বল মহাশয়—

কঠোর দারিদ্র্য দুঃখ, কিসে হয় লয় ?”

“বুদ্ধ বলে কর পূজা, আমার ব্রাহ্মণ ।

দারিদ্র্য ঘৃচিবে তব, পাবে বহু ধন ॥”

“দ্বিজ বলে, নিত্য পূজি, শিলা নারায়ণ ।

তাহা ভিন্ন না করিব অন্য আচরণ ॥”

ব্রাহ্মণ কহেন হাসি, শুন দ্বিজবর,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, তারা জেনো একেশ্বর ॥

পুরাণ, কোরাণ জানিও দুই এক হয় ।

ত্রিভুবনে নাহি দুই, জানিবে নিশ্চয় ॥”

বলিতে বলিতে কথা, অখিলের নাথ,

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হইল চারি হাত ॥

কিরীট মুকুট মাথে, শিখি-পুচ্ছ চুড়ে ।

মকরন্দ লোভে কত, মধুকর উড়ে ॥

অলকা তিলকা ভালে, শোভে শশিকলা ।

মকর কুণ্ডল কর্ণে, গলে বনমালা,

নিম্ভি ইন্দীবর মরি, নয়ন অধস্থ ;

কোটা চন্দ্র ছটা কিবা, নব ঘন তহু ॥

কল-ধোত মুকুতা, খচিত মরকতে ।

অঙ্গের ভূষণ শোভা, করে নানা মতে ॥

মঞ্জির রঞ্জিত পদে কলরব করে ।

নখর নিকর নিন্দা, করে হিম করে ॥

দ্বিজের ভাগ্যের কথা, না যায় কখন ।

দেখি হেন অচেতনে, পড়িল তখন ॥

পদ রজঃ দিয়া দ্বিজ, করিয়া চেতন ।

পূর্বরূপ পুনঃ হরি ধরিল তখন ॥

চেতন পাঠিয়া দ্বিজ, করিল ভজন ।

গদ গদ ভাষে প্রেমে, করিছে স্তবন ॥

“মৎস্যং কৃষ্ণং বরাহঞ্চ, বামনঞ্চ জনার্দনং ।

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং সত্যনারায়ণং ॥

পদ্মনাভং সহস্রাক্ষং, বনমাণি হলানুধম ।

গোবর্দ্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥

বিশ্বরূপং, ষাস্ত্রদেবং, রামং নারায়ণং হরিম ।

দামোদরং শ্রীধরঞ্চ, বেদাক্ষং, গরুড়ধ্বজম্ ॥

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভ প্রিয়ম ।  
 কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং ত্বং হি কৌরবাস্তকম্ ॥  
 চতুর্ভূজং চিদানন্দং মল্ল চানূর মর্দনং ।  
 চরাচর গতং দেবং ত্বং হি চক্র-পানিনম্ ॥  
 গর্ভবাসে মহদুখং, ত্রাহিমাং মধুসূদন ।  
 তেন দেব প্রপন্নোহস্মি, ত্রানার্থ ত্বং পরায়ণ ।  
 ন গতিবিবিদ্যতে নাথ, ত্বম্বেব শরণ মম ।  
 পাপ-পঙ্কে, নিমগ্নোহস্মি, ত্রাহিমাং জনার্দনম্ ॥

স্তব শেষে দ্বিজ, গল লগ্নী কৃতবাসে ।  
 করষোড়ে কহে, অতি সক্রোধ ভাষে ॥  
 “বল দেব, বল প্রভু, পূজিব তোমায়,  
 কিরূপে পূজিব কহ, ধরি তব পায় ॥”

বলিলেন বুদ্ধ, শুন, শুন দ্বিজবর ।  
 যেরূপে করিবে পূজা সভার ভিতর ॥  
 গো-ধূম চূর্ণাদি চাই, সওয়া সের শুঁড়া ।  
 সওয়া গণ্ডা গুবাক পান, রস্তা সওয়া ছড়া ॥

সওয়া সের চিনি কিষা, খাড় গুড় দিবে ।  
 ক্ষীর কিষা দুগ্ধ দিয়া ভক্তিতে পূজিবে ॥  
 এই সব সামগ্রী করি আয়োজন ।  
 চতুর্দিকে বসিবেক, যত ভক্তজন ॥

যতনে পূজিবে তথা, শাস্ত্র বিধিমতে  
সত্যপীর বলি সবে হাত দিবে মাথে ॥  
নারায়ণ বলিয়া প্রণিপাত করিবে ;  
পরে হ'য়ে ভক্তিবৃত্ত প্রসাদ লইবে ॥”

বিধিমতে ব্রাহ্মণেরে, দিয়া উপদেশ  
তথা হইতে অন্তঃহিত, হন হৃষীকেশ ।  
অতঃপর মনে মনে, করেন ব্রাহ্মণ ।  
কল্যাই করিব পূজা সত্য-নারায়ণ ॥

এতেক ভাবিয়া গৃহে, গেল দ্বিজবর ।  
নিজা না হইল রাতে, চিন্তায় কাতর ॥  
প্রাতঃকালে, শয্যা হতে, করি গাজোখান ।  
সঙ্কল্প করিয়া ব্রতে, ভিক্ষা হেতু যান ।

বহু অর্থ সেইদিন, ভিক্ষাতে মিলিল ।  
গৃহে আসি দ্বিজবর ব্রত আচরিল ॥  
নারায়ণ ব্রত ফলে, দীন বিপ্রবর ।  
নানা রত্নে ধনেশ্বর, হন অতঃপর ॥

প্রতি মাসে পূজা করি সত্যনারায়ণ ।  
চরমে পরম পদ, পাইল ব্রাহ্মণ ॥  
ঘরে ঘরে নরে যদি, এই ব্রত করে ।  
হইবে সকলে স্তম্ভী, হুঃখ যাবে দূরে ।

এত বন্দি নিরবিল শ্রীমধুসূদন ।  
করিল নারদ মুনি স্বস্থানে গমন ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ পুরাণোক্ত শ্রীসত্যনারায়ণ বিপ্র সংবাদো 'নাম  
প্রথম স্বর্গ সমাপ্তঃ ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ । ওঁ  
ষদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহানক যন্তবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং  
তৎ প্রাসাদাৎ জনাৰ্দ্দিনং ॥

### ( দ্বিতীয় স্তবক )

শোনক কহিল হুতে, জোড় করি কর ।

কহ মুনি বিবরিয়া, কহ অতঃপর,

কি উপায়ে বিপ্র হ'তে ব্রতের প্রচার,

হইল ধরণী ধামে, কহ সবিস্তার ?

এত শুনি স্মৃত কন, শোনকে সম্ভাষি ।

একদিন বিপ্রবর, বন্ধু সহ মিশি ॥

করেন অর্চনা অতি, পবিত্র অন্তরে ।

সত্য-নারায়ণে নিজ, ভবন ভিতরে ॥

হেনকালে তথা এক কাষ্ঠ কেতু আসি ।

ব্রাহ্মণ গোচরে যায় হইয়া পিপাসী ॥

বিপ্র কৃত ব্রত হেরি, কাঠুরিয়া কয় ।

কি ফল এ ব্রত কোরে, বল মহাশয় ?

বিপ্র কন ব্রত নাম, সত্য-নারায়ণ ,

ধন ধাত্ত বৃদ্ধি করে, শোকাদি দমন ॥

প্রসাদ পাইয়া গরে জলপান করি ।

ফিরিলেক কাঠুরিয়া আপন নগরী ॥

মনে ভাবে কাঁঠ বেচি, যাহা কিছু পাব।

তাহাতে কিনিয়া দ্রব্য, ব্রত আচরিব ॥

এইরূপ চিন্তা করি, বাজারে যাইল।

সেইদিন কাষ্ঠ মূল্য দ্বিগুণ হইল ॥

কাষ্ঠ মূল্যে করি তবে, ব্রত আয়োজন ।

নিমন্ত্ৰণ করি আনে বিপ্র বন্ধুগণ ॥

আনন্দেতে কাঠুরিয়া সত্যব্রত করি ।

নানা সুখ ভুঞ্জি পরে গেল সত্যপুরী ।

इति श्रीशङ्ख पुराणे विप्र-काष्ठ केतु संवादे द्वितीय सर्गं  
समाप्तं । ॐ तत्सत् ॐ, तत्सत् ॐ, तत्सत् ॐ यदक्षरं परिलिख्यं  
मात्राहीनं यदभवेत् पूर्णं भवतु तत् सर्वं तत् प्रसादात्  
जनार्दनं ॥

সত্য-নারায়ণ ব্রত, মাহাত্ম্য বিস্তর ।

শুন আর এক ইতিহাস, কহি মুনিবর ।

(ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ)

সত্যবাদী জিতেদ্রিয়,

সকল প্রকৃতি প্রিয়.

ছিল রাজা উদ্ধামুখ নাম ।

ধাশ্বিকের চুড়ামণি,

### প্রতিদিন নৃপমণি.

ধন দানে তোষেন ব্রাহ্মণ ॥

ভাৰ্য্যা তাঁর মনোজ্ঞমা,

সতী স্বধাংশু বদনা,

ସ୍ମିତ-ସୁখୀ ହରିণ-ନୟନୀ ।



মানতী মালা ভূষিতা,                      স্মৃশীল স্মৃগুণ যুতা,  
মৃগরাজ কটী হেমাঙ্গিনী ॥

একদিন সিদ্ধুতীরে,                      লয়ে নৃপ মহিষীরে,  
সত্য-নারায়ণ ব্রত করে ।

হেনকালে সেই স্থানে,                      সাধু এক হৃষ্ট মনে  
তরী লয়ে উত্তরিল তীরে ॥

রাজ অহুষ্ঠান হেরে,                      সাধু কহে যুক্ত করে,  
কিবা ব্রত কর নরপতি ।

কি ফল এ ব্রত কোরে,                      প্রকাশ করিয়া মোরে,  
বল প্রভু করি হে মিনতি ॥

রাজা বলে সাধু শুন,                      আমি অতি অভাজন,  
পুলহীন বদ্ধ পিতৃ ঋণে ।

স্বপুল পাবার আশে,                      জলাঞ্জলি দিয়া বাসে,  
পূজা করি সত্য-নারায়ণে ।

ইহা শুনি সদাগর                      কহিলেক অতঃপর  
পুলহীন আমিও নৃপতি ।

যদি মোর হয় স্মৃত,                      করিব এ স্মৃত ব্রত,  
আরাধিব যতনে ত্রীপতি ।”

এরূপ মানস করি,                      বণিক লইয়া তরী,  
বাণিজ্য করিয়া দেশে গেল ।

যাইয়া পত্নীর পাশে,                      কহিল মধুর ভাষে,  
স্মৃত প্রদ সত্যব্রত ফল ॥

যদি দয়া করি বিধি”                      দেন মোরে পুল্ল নিধি  
শুন প্রিয়ে মানস আমার ।

আনি দ্রব্য বিধিষত, সত্যনারায়ণ ব্রত,

আচরিব জেনো মনে সার ॥

সাধু জায়া লীলাবতী, ক্রমে হ'ল গর্ভবতী,

শুভক্ষণে কত্না প্রসবিল ।

রূপে যেন চন্দ্র কলা, স্বরূপা বণিক বালা,

মাতৃ কোড়ে বাড়িতে লাগিল ॥

কত্না হেরি সাধু হুখে, “কলাবতী” নাম রাখে,

জাত কৰ্ম করি সমাপন ।

লীলাবতী বলে কান্ত, কেন এবে হও ভ্রান্ত,

পূজ দেব সত্যনারায়ণ ॥

সাধু বলে শুন প্রিয়ে, ব্যস্ত এত কি লাগিয়ে,

মনে আছে সকলি আমার ।

কত্নার বিবাহকালে, সমারোহে কুতুহলে,

পালিব বতেক অঙ্গীকার ॥

ক্রমে বণিক স্ত্রী, যৌবনে হল শোভিভা,

হেরি সাধু চিন্তায় কাতর ।

পাত্র হেতু নানা স্থানে, পাঠাইল দূতগণে

মঞ্জণা করিষা অতঃপর ॥

নানা স্থানে দূতগণ, করি বহু অব্বেষণ,

উপনীত কাঞ্চন নগর ।

স্তথা হতে মনোমত পাত্র এক গুণ যুত

লয়ে আসে সাধুর গোচর ॥

হেরি জামাতা স্তম্ভর পুলকিত সদাগর;

পুরোহিত বন্ধু সহ মিলে ।



কাল রজনী সময়,                      মম দ্রব্য চোরে লয়,  
     \* সেই চোরে ধরি আনি দাও ॥”  
 শুনি রাজার আদেশে,                      সবে ফিরয়ে তল্লাসে,  
     হেনকালে প্রভু সত্যদেব ।  
 আসি ভিক্ষুরে ছলে,                      তবে কহেন কোটালে,  
     সাধুরে ধরিলে পাবে সব ॥  
 এই ব্যাটা হয় চোর,                      নহে কভু সদাগর,  
     শুনিয়া কোটাল লক্ষ্য ধায় ।  
 রাজ কর্তৃক হারি বোলে,                      সাধু জামাতার গলে,  
     কাছে আসি দেখিবারে পায় ॥  
 লয়ে তরণীর দড়া,                      করি তারে পিছ মোড়া,  
     স্বখে বাঞ্ছে দুই সদাগরে ।  
 হেথা জিনিষ সহিতে,                      ছুয়ে মারিতে মারিতে,  
     আনে বৈধে রাজার গোচরে ॥  
 হেন কথা শুনি লোকে,                      ছুটে আসিয়া পলকে,  
     বলে, মারেরে চাবুক ছড়ি ।  
 নাহিক বিচার তার                      সবে করে, মার মার,  
     তার হানিছে মাথায় বাড়ি ॥  
 বাঙ্কি সবে দৃঢ় করে,                      সাধু সহ জামাতারে,  
     দিল এনে নৃপের গোচর ।  
 \* রাজা দুর্গ কারাগারে,                      বন্দি করিল দৌহারে,  
     সত্যাসত্য না করি বিচার ॥  
 সদাগর রত্ন যতী,                      .                      নৃপ করি আত্মসাৎ,  
     রাজ কোষ করিল পুরণ ।

না শুনিল নৃপবর,  
করিল অশেষ নির্ধ্যাতন ।’

হেথা দেশে রজনীতে,                  মিলি যত তঙ্করেতে,  
প্রবেশিয়া সাধুর ভবন ।

ধন ব্রত্ন অগনণ,চুরি করি হৃষ্ট মন  
নির্বিস্বাদে কৈল পলায়ন ॥

সাধু পত্নী “নীলাবতী”                      ক্রমে দুঃখ পায় সতী,  
শোকানলে সদা জ্বর জ্বর ।

আধি ব্যাধি সমায়ুতা,                      ক্ষুধা পিপাসা পীড়িতা,  
অন্ন হেতু ফিরে ঘরে ঘর ॥

একদা বণিক বালা,                      ক্ষুধায় হয়ে চঞ্চলা,  
বিপ্রানগরে যায় সন্ধ্যাকালে।

দেখে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, একত্রে সকলে মিলি,  
সত্যদেবে পুজে কুঁতুহলে ॥

“কলাবতী” বসি তথা                  শুনিয়া ভ্রাতের কথা,  
বর মাগি প্রসাদ লইল ।

গৃহে এলে অতঃপর,  
মাতা করে তিরস্কার,  
রজনীতে কোথা ছিলে বল ॥

কন্যা বলে বিপ্রগণ,  
পূজে সত্যনারায়ণ,  
তাই গিয়াছিল দেখিবারে ।

শুনিয়া কণ্ঠার কথা,                      মনে পড়ে পূর্বকথা,  
 “নীলাবতী” সত্যব্রত করে ॥

শঙ্খ-চক্র-গদାধର, নীল কলেবর, পীত পট্টାঙ্ঘর ধারী ।

অঙ্গ চন্দন চর্চিত, কুণ্ডল মণ্ডিত, কোমল, শোভিত হরি ॥

‘নমঃ বিশ্ব বিমোহন, মানস-মোহন, পাপ তাপ শোক হারী ।  
জয়, ভক্ত জনাশ্রয়, দীন দয়াময়, অন্তিম বাঙ্কব হরি ॥  
তুমি, নিত্য নিরঞ্জন, দুর্গতি ভঞ্জন, মঙ্গল কর মুরারি ।  
নমঃ, দুর্জয় শাসন, দৈত্য নিসৃদন, দৈত্য-গর্ব-থর্ব-কারী ॥”

“ভক্তি ভাবে জগন্নাথে,                      স্তব করি হেন মতে  
কর জোড়ে হইয়া কাতর ।

নেত্রে বহে বারি ধারা,                      আপনা হইয়া হারা,  
সত্য দেবে স্মরে বারে বার ॥

স্তব শেষে করি স্তুতি,                      ভূমিতে লুটিয়া সতি  
কহে ক্ষম অপরোধ তাঁর ।

জামাতা সহিত যেন,                      পতি করে আগমন,  
তুমি বিনা কে করে উদ্ধার ॥”

হেন মতে লীলাবতী                      স্তব করে যথা রীতি  
মনে অশ্রি দেব নারায়ণ ।

লীলাবতী স্তবে তুট                      “হৃদীকেশ” হ’য়ে হুট,  
স্বপ্নে “চন্দ্রকেতু” ভূপে কন ।

শুন রাজা পৃথ্বী স্বামী                      কলিযুগে পূজ্য আমি,  
নাম মম সত্যনারায়ণ ॥

উঠি নৃপ স্বরা করে,                      জামাতা সহ সাধুরে,  
সমাদরে করছে মোচন ।

‘নতুবা তোমার বংশ,                      অচিরে হইবে ধ্বংস,  
হে রাজন মম কোপানলে ।

শুনি হেন স্বপ্নবানী,                      . অমঙ্গল মনে মানি,  
প্রাতে নৃপ কহেন সকলে ॥

মন্ত্রী সনে করি যুক্তি,  
সদাপরে দিয়ে মুক্তি,  
কহে রাজা বিনয় বচনে ।  
হৃদ্ধান্ত দৈবের পাকে  
পড়েছিলে এ বিপাকে  
নাহি ভয় যাও হে স্বস্থানে ॥

অতঃপর বশোধন,  
দ্বিগুণিত দিয়া ধন  
মিষ্টভাষে, তোষে দৌহাকারে ।  
সদাগর আনন্দেতে  
চলিল জামাতা সাথে,  
কিছু ধন ব্রাহ্মণে বিতরে ॥

নৌকাযোগে সদাগর,  
যাইতেছে নিজঘর,  
দেখি হরি পাতিলেন ছল ।  
বুদ্ধ দণ্ডী বেশ ধরে,  
জিজ্ঞাসেন সদাগরে,  
কি দ্রব্য নায়ে আছে বল ॥

যদি দাঁও কিছু দ্রব্য,  
তার সনে আর ভক্ষ্য,  
যাই ফিরে তবে নিজ ঠাই ।  
সত্যত কুশলে রবে,  
মহাস্থানী ভাবে হবে,  
আনন্দেতে থাক তুমি ভাই ॥

সদাগর শুনি বলে,  
তোমার কল্যাণ ফলে,  
কিবা মোর হবে বল ভাই ।  
তা যদি হইত তবে,  
কৌপিন পরিয়া ভবে,  
ঘুরিতেছ, অন্ধ তেল নাট ॥

কড়ার ভিখারী তুমি,  
চিনিতে পেরেছি আমি,  
মিছামিছি কেন বক অত ।  
নায়ে মোর আছে শুধু,  
লতা গাতা নানা বিধ,  
ধন রত্ন কোথা পাব অত ॥

তথাস্ত বনিয়া হরি  
 হইলেন অগ্রচারী,  
 পরে সাধু নৌকার ভিতর ।  
 নাহি দেখে ধন রত্ন,      পত্র লতিকায় পূর্ণ,  
 মাথা খুঁড়ি করে হাহাকার ॥  
 হায় হায় ! কি করিছু,      দেব মায়া না বুঝিছু,  
 হরিরে তাড়াছু উপহাসে ।  
 কহে জামাতা স্বগুরে,      দেখ দণ্ডী যায় দূরে ,  
 চলহ সত্ত্বর গুর পাশে ॥  
 জামাতারে সঙ্গে লয়ে,      যায় সাধু দ্রুত ধৈর্যে,  
 পদে ধরি কহিল হরিরে ।  
 “ক্ষম প্রভু ! অপরাধ      তুমি জগতের নাথ,  
 পাপাত্মা না চিনিল তোমারে ॥  
 ব্রহ্মা ইন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়,      মোহিত তব মায়ায়,  
 গুণাতীত\*গুণময় তুমি ।  
 জীবেরে পাল সংহার,      জ্ঞানাতীত চক্রধর,  
 তব তত্ত্ব কি জানিব আমি ॥”  
 শুনি দণ্ডী ক্রোধ ভরে,      কন সাধু জামাতারে,  
 “যাও উভে নায়ে গিয়া চড় ।  
 মিছা মিছি কেন সবে,      কড়ার ভিখারী যবে  
 মোর পায়ে কেন আসি পড় ॥”  
 কেঁদে কেটে ধরি পায়ে,      ভক্তি ভরে কহে হৃদয়ে,  
 “ক্ষম ক্ষম সত্যনারায়ণ ।  
 কুর্কম্ব করেছি দেখ      , মানিয়া সিরণী তব,  
 হায় দিই নাই এতদিন ॥



অবোধ অজ্ঞান বলি,                      যেও নাক পায়ে ঠেলি,  
 তুমি প্রভু! অগতির সার।”  
 এত বলি ভূমে পড়ি                      স্তব করে কর জুড়ি,  
 দয়া কর, প্রভু! পরাংপর ॥

\* \* \* \* \*

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমং ।  
 পবিত্রং পরমানন্দং ত্বং হি পরমেশ্বরম্ ।  
 বামনং বিশ্বরূপঞ্চ, বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলং ।  
 বিশ্বেশ্বরং বিশ্ববাসং ত্বং হি রাধাবল্লভং ।  
 ভূধরং ভুবনানন্দং, ভূতেশং ভুতনায়কম্ ।  
 ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং ত্বং হি ভব নাশনম্  
 মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টি-মদনং ।  
 মুগ্ধকেশং মহাবাহুং ত্বং হি মধুসূদনং ॥  
 যোগীশ্বরং, যজ্ঞপতিং, যশোদানন্দ দায়কম্ ।  
 যমুনা-জল-কল্লোলং ত্বং হি যত্ন নায়কম্ ।  
 রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ, বার-নারিং রম্যপতিং ।  
 রাজীব লোচনং রামং ত্বং হি, রঘু-নন্দনম্ ॥  
 বলি বল হারীং ব্রহ্ম বীজ রূপং সনাতনং ।  
 বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে ত্বং বলভদ্ররামং ॥

\* \* \* \* \*

সাধুর মিনতি হেরি,                      কেন দণ্ডীরাপী হরি,  
 মিথ্যাবাদী তুমি পাপে রত ।

মন দিয়া ভক্তি ভাবে                      পূজা এবে সত্য দেবে  
'দূর হ'য়ে যাবে বিদ্বান যত ॥

তবে সে নদী পুলিনে,  
পূজে সাধু নারায়ণে  
আয়োজন করি সেইরূপ ।

পরে তরী আরোহিয়া            দেখে সাধু নিরখিয়া  
পূর্বমত আছে ষত ধন ।

• • • •

এক যুগ পরে                      পূজে ভক্তি ভরে,  
সাধুর বনিতা ঘরে ।

সাধুর ঘরণী,                      সহিত নন্দিনী,  
সত্য দেবে পূজা করে ।

হেনকালে তথা                      মঙ্গল বারতা,  
দূত দিল স্বরা ক'রে ।

প্রসাদ বাটীতে                          শোনে আচম্বিতে,  
সদাগর এল ফিরে ॥

সাধুর হুহিত।                      শুনিয়া অরিত।  
ভূমিতে প্রসাদ ফেলি ।

আনন্দিত চিতে                      মাতার সহিতে  
 দ্রুত পদে গেল চলি ॥

'সত্যনারায়ণ' হয়ে কোপমন  
চন্দ্রকেতু সদাগরে ।

তরণী সহিতে •                      ডুবান তটেতে  
লোকে হাহাকার করে ॥

জামাতার শোকে,                      শিলা হানি বৃকে,  
 সাধু কাঁপ দিতে যায় ॥  
 সাধুর ঘরণী,                      সহিত নন্দিনী,  
 ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥  
 তিন জনে মিলি,                      করে গলাগলি,  
 কাঁদিছে গগন বিদারি ।  
 সাথেতে বিষাদ                      হল পরমাদ,  
 বাঁচাও দয়াল হরি ॥

\* \* \* \*

কলাবতী উচ্চৈঃস্বরে,                      ডাকে নাথে সকাতরে  
 কাঁদে সতী সাধুর বিয়ারী ।  
 মোরে বিড়ম্বিল বিধি,                      হারাইল প্রাণ নিধি,  
 অকারণে পাপ প্রাণ ধরি ॥  
 না জানি কি কৈলু পাপ,                      কেবা দিল ব্রহ্মশাপ,  
 বিষাদ সাধিল কোন দেবে ।  
 পতি ব্রতা ধন্যপতি,                      অস্ত্র নাহি তার গতি,  
 কিবা স্থখে বেঁচে রব তবে ॥  
 আচম্বিতে বজ্রাঘাত                      হারাইলু প্রাণ নাথ,  
 বিধবার জীবন বিফল ।  
 কহে পিতা মাতা আগে;                      অভাগী বিদায় মাগে  
 কুণ্ডকাটি জ্বলহ অনল ॥  
 ধখা গেল প্রাণনাথ,                      সেইখানে যাব সাথ,  
 কোন্‌ লাজে রহিব ভুবনে ।

উঠে তবে সাধু স্তূতা, হতে যায় অল্পমুতা,  
হেনকালে দৈববাণী শুনে ॥

“শুন শুন মহাজন, তব কণ্ঠা আচরণ,  
মাতৃ সহ পূজিয়া আমারে ।

প্রসাদ ফেলিয়া সেথা, আসে সে পাপে জামাতা,  
মগ্ন হ’ল তরী সহ নীরে ॥

যদি পুনঃ গিয়া বাসে, প্রসাদ সেবিয়া আসে,  
সাধু তব কণ্ঠা কলাবতী ।

ল’য়ে ধন রত্ন রাশি, তরণী উঠিবে ভাসি,  
দুহিতা পাইবে পুনঃ পতি ॥

পতির জীবন চাও, প্রসাদ তুলিয়া খাও,  
দেখিবে আপন পতি নেয়ে ।”

শুনি হেন দৈববাণী, বাঃ ছুটে উন্মাদিনী,  
মাটি সহ খায় নে চাটিয়ে ॥

পুনঃ আসি দ্রুতগতি, তরণী উপরে পতি,  
দেখি সতী পুলকেতে ভাসে ।

বহুদিন পরে নাথে, দেখিয়া পিতার সাথে,  
ছুটে যায় পিতার সকাশে ॥

হরষিতা সাধু স্তূতা, বলে গৃহে চল পিতা,  
বিলম্ব আর কি লাগিয়া কর ।

শুনি মহাজন তবে, পুনঃ পূজি সত্যদেবে,  
বন্ধুসহ গেল নিজ ঘর ॥

পূর্ণিমা, সংক্রান্তি দিনে, পূজে সত্যনারায়ণে,  
প্রতিমাসে সেই সদাগর ।

ঘুচিল সকল দুঃখ,  
ভুঞ্জিয়া অতুল স্বখ,  
অন্তে গেল বৈকুণ্ঠ নগর'।

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে রেবাক্ষণ্ডোক্ত শ্রীসত্যনারায়ণ কথায়ঃ  
বশিষ্ঠ সাধু মোক্ষবর্ণনো নাম তৃতীয় স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ—ওঁ তৎ,  
সৎ ওঁ, ওঁ তৎসৎ ওঁ, ওঁ তৎসৎ ওঁ । ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং  
মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সৰ্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ  
জনার্দনং ।

### ( চতুর্থ স্কন্ধ )

উগ্রশ্রবা বলে পুনঃ শুন ঋষিগণ ।  
বংশধ্বজ নামে এক ছিলেন রাজন ॥  
অবহেলি সত্যদেব প্রসাদের প্রতি ।  
নানা কষ্ট পেয়েছিল, সেই নরপতি ॥  
একদিন যুগয়ায় গিয়া নরবর ।  
নানা জাতি যুগ মারি শ্রমিতে কাতর ॥  
পরে এক বট বৃক্ষ করি দরশন ।  
তার তলে যান নৃপ, বিশ্রাম কারণ ॥  
ভক্তিভাবে সবাক্ষবে, যতেক গোপালে ।  
সত্যদেবে পূজে সেই বট বৃক্ষ তলে ॥  
প্রণাম নাঃ করে দেবে গর্বিত রাজন ।  
গোপদত্ত প্রসাদ না করিল গ্রহণ ॥  
সেই পাপে মহাদুঃখ পান নরবর ।  
শতপুত্র হ'ল নষ্ট ধন বহুতর ।



ওঁ তৎসৎ ওঁ । তৎসৎ ওঁ । ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্ৰাহীনঞ্চ  
যদভবেৎ, পূর্ণং ভবতু তৎ সৰ্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দনং ।

নৈবেদ্যং ।—ওঁ সপাদং গোধূম চূর্ণং দুগ্ধ রস্তাদি শর্করম্  
সম্মিতৈকৌ কৃতং সৰ্ব্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো ।

জলের ছিটা দিবে—তাহার পর একটা তুলসী পত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর  
দ্বারা লইয়া—( ওঁ এতৎ সপাদং গোধূমচূর্ণ দুগ্ধ রস্তা শর্করা  
সহিত নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ । )

পরে মূলমন্ত্র—অর্থাৎ “সাতং” বা “ওঁ” মন্ত্র দশবার জপ করিবে ।  
( ওঁ অমৃতোপস্তুরণ মসি স্বাহা ) বলিয়া একটু জল ফেলিবে ।  
তারপর প্রাণাহুতি মুদ্রা দ্বারা পঞ্চগ্রাস দেখাইবে । যথাঃ—তর্জ্জনী,  
মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্রে করিয়া প্রাণ মুদ্রার দ্বারা বলিবে—(ওঁ প্রাণায়  
স্বাহা ) মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্রে করিয়া অপান মুদ্রা দ্বারা  
বলিবে ( ওঁ অপানায় স্বাহা ) তারপর অনামিকা, কনিষ্ঠা ও  
অঙ্গুষ্ঠ একত্রে করিয়া ব্যান মুদ্রা দ্বারা বলিবে ( ওঁ সোমানায় স্বাহা । )  
তারপর তর্জ্জনী ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলী একত্রে করিয়া উদান মুদ্রা দ্বারা বলিবে  
( ওঁ উদানায় স্বাহা ) শেষে সমস্ত অঙ্গুলী একত্রে করিয়া সমান মুদ্রা  
দ্বারা বলিবে (ওঁ ব্যানায় স্বাহা ) তারপর একটু জল ওঁ অমৃত-  
পিধান মসি স্বাহা বলিবে ।

তারপর ( ইদং পানার্থে গঙ্গোদকং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ । )  
বলিয়া একটু জল দিবে ।

ওঁ ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ ।

বলিয়া একটু জল দিবে ।

ওঁ ইদং তাম্বুলং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ । বলিয়া পানে জলের ছিটা দিবে ।

দক্ষিণা ।—(যজমান) ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ । বলিয়া একটু জল দিবে ।

উপুড় হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হাত কোশার জলে ত্রিপত্র সহ হরীতকী ধরিয়া বলিবে ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অত্—অমুকৈ—মাসি অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ শ্রীসত্যদেব শ্রীতিকামনায় মৎ সঙ্কলিত শ্রীসত্যনারায়ণ পূজন কৰ্ম্মণি কৃতৈতৎ পূজাদি কৰ্ম্মনঃ সাঙ্গদার্থ দক্ষিণা মিদং কাঞ্চন মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং—অমুক গোত্রায় শ্রী অমুক দেবশৰ্ম্মণে ব্রাহ্মণায় ভূভাং সম্প্রদদে ।

পুরোহিত গ্রহণ করিয়া “ওঁ স্বস্তি” বলিবেন ।

নিজে পূজা করিলে ইহার আবশ্যক নাই ।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—ওঁ কৃতৈতৎ সত্যনারায়ণ পূজন কৰ্ম্মাচ্ছিদ্র মস্ত্র ।

পুরোহিত বলিবেন ওঁ অস্ত্র ।

বৈগুণ্য সমাধান ।—দক্ষিণ হস্তে জল ও ত্রিপত্র সহ হরিতকী ধরিয়া (বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অত্ অমুকৈ মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক দেবশৰ্ম্মা কৃতৈতন্মিন্ সত্যনারায়ণ পূজা কৰ্ম্মণি যদ বৈগুণ্যং জাতং তদোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে, ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ । ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ॥ ওঁ অজ্ঞানাদ্



যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতা ধ্বরেষু যৎ ! স্মরণাদেবতদ্বিষ্ণোঃ  
সম্পূর্ণ । স্যাৎকিঞ্চিৎ । বলিয়া জল ফেলিবে ।

তারপর হাত জোড় করিয়া । ( ওঁ যদসাজং কৃতং কৰ্ম্মং  
জানতা বাপ্য জানতা । সাজং ভবতু তৎ সৰ্ব্ব হরেনামানু  
কীৰ্ত্তনাৎ শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি ( দশবার জপ করিবে । )

একটু জল লইয়া—( ওঁ প্রীয়াং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সৰ্ব্বযজ্ঞোশ্বরো-  
হরিঃ । তস্মিন্ তুর্থে জগত্তুষ্ঠী শ্রীণিতে শ্রীণিতং জগৎ ।

এতৎ কৰ্ম্মফলং ওঁ শ্রীয়ায় অর্পণ মন্ত্ৰ ) বলিয়া ভূমে জল  
ফেলিবে ।

নমস্কার—নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্যায় গোবিন্দায় নারায়ণায় নমো

নমঃ ॥

অর্থ—যিনি বেদের অধিপতি গো-ব্রাহ্মণদিগের ও জগতের  
হিতকারী । সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি ।

শান্তি—যজ্ঞমান সবাক্ষবে পূর্বমুখে বসিবে । পুরোহিত পশ্চিম  
মুখে দাঁড়াইয়া আত্র পল্লব অথবা বিলপত্র ঘটের জলে ডুবাইয়া ছিটা  
দিবেন ও নিয়লিখিত মন্ত্ৰ বলিবেন ।—

ওঁ সুরস্তু গতিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ ।

বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ বিভূঃ ॥

প্রত্ন্যশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে ॥

ওঁ আশ্বতোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা ।

বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ।  
 ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পাস্তুতে সদা ॥  
 ওঁ কীৰ্ত্ত লক্ষ্মীধ্বাতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রমামতিঃ ।  
 বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তৃষ্টিশ্চ মাতরঃ ।  
 এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্য পত্ন্যঃ হুসংযুতাঃ ॥  
 ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ জীব সিতার্কজাঃ ।  
 গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তাপিতাঃ ॥  
 ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ।  
 দেব পত্ন্যো ধরা নাগা দৈত্যাস্চান্সরসাং গণাঃ ।  
 অস্ত্রাণি সর্ব্ব শস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ।  
 ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাস্চ যে ।  
 সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা-স্তৌর্থাণি জলদা নদাঃ  
 দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ  
 এতেত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥  
 ওঁ কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য ঋকৃজয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীছন্দ  
 ইন্দ্রো দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ কয়ানশ্চিত্র আ ভুবদূতৌ সদা বৃষঃ সধা । কয়া শচিষ্ঠয়া  
 বৃতা ॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠৌ মংস-দক্ষসঃ । দৃঢ়া  
 চিদারুজ্ঞে বহু ॥ ওঁ অভীষুনঃ সখীনা-মবিতা জরিতৃণাং ।  
 শতং ভবাসূতয়ে ॥

(ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদী—“ভবাসূতিভিঃ” বলিবেন)

(নিম্ন লিখিত মন্ত্র তিনবার পড়িতে হয়)

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রে। বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পুষা। বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি নস্তাক্ষে। অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

অর্থ—“সমস্ত লোক পূজনীয় ইন্দ্র আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল করুন, অপ্রতিহতাত্ম গরুড় মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি মঙ্গল করুন।”

(খ) যজুর্বেদীরা বলিবেন—ওঁ ছোঃ শান্তি-রস্তু-রিক্ষণ্ডঃ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোমধয়ঃ শান্তিঃ । বনস্পত্যঃ শান্তি বিশ্বেদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বগুং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ, সামা শান্তিরেধি ॥

অর্থ—“স্বর্গের শান্তি, অন্তরীক্ষের শান্তি, পৃথিবীর শান্তি, জলের শান্তি, ঔষধীর শান্তি, বনস্পতির শান্তি, বিশ্বদেবতাদের শান্তি, ব্রহ্মা ও সমুদয় চরাচর জগতের যে শান্তি আছে সেই শান্তি আমাদের উপর বর্ষিত হউক ॥”

(গ) সাধারণের পক্ষে ।—ওঁ সর্বরোগ শান্তিঃ । সর্বাপছা-  
ন্তিঃ ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু । ওঁ আদ্য  
শান্তিঃ ওঁ বিপদ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

অর্থ—সমস্ত রোগের ও সর্ব আপদের শান্তি হউক । পাপ যেস্থান হইতে আসিয়াছে তথায় ফিরিয়া যাক্ ।

## রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ কথা ।

“সত্য সত্য সত্যপীর সৰ্ব্ব সিদ্ধিদাতা ।  
বাঙ্গা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রতকথা ॥  
রসাল রসিকপ্রিয় রমাই বিরাগে ।  
বৃন্দারক বৃন্দরে বন্দনা করি আগে ॥  
গুরুগণ গণেশে করিয়া প্রণিপাত ।  
বন্দ বিপ্র আর বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ ॥  
ক্ষিতি লোটাইয়া বন্দ গুরুর রমণী ।  
পরম সাদরে বন্দ জনক জননী ॥  
ত্রীসাবিত্রী সিদ্ধ পুত্রী সরস্বতী শিবা ।  
ত্রি সঙ্ক্কা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য আদি দিবা ॥  
কামাখ্যারে করি নতি ধর্ম্মরাজ স্ততা ।  
সসপ মনসা বন্দ মহেশ্বর স্ততা ॥  
অষ্টবসু নবগ্রহ দশদিক পাল ।  
প্রণমিব পঞ্চানন পরম দয়াল ॥  
প্রণমিব পরাংপর ন’দের নিমাই ।  
বীরভদ্র নিত্যানন্দ শ্রীকৃপ গৌসাই ॥  
অঙ্গরী কিল্লরী বন্দ ডাকিনী যোগিনী ।  
ছয় রাগ ষড় ঋতু ছত্রিশ রাগিনী ॥

অতঃপর বন্দিহু রহিম রামরূপ ।  
 ত্রিদশের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ ॥  
 কোরাণ কেতাব আর কালিমা সংহতি ।  
 স্ববিধা পীরের পায় প্রচুর প্রণতি ॥  
 অপর যতেক পীর বন্দ যোড়করে ।  
 ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যার ভয়ে  
 পরে সত্যপীর বন্দি কহে দ্বিজ রাম ।  
 সাক্ষিম বরদাবাটী যত্নপুর গ্রাম ॥

জয় জয় সত্যপীর,                      সনাতন দন্তগীর,  
 দেব দেব জগতের নাথ ।  
 কে জানে তোমার তত্ত্ব,                      তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,  
 তোমার চরণে প্রণিপাত ॥  
 সর্বভূতে সর্বময়,                      চারি চরাচরে কয়,  
 চন্দ্রচূড় চিন্তে চিন্তামণি ।  
 পূর্বে হয়ে দশ মূর্তি,                      করিলে আপন কীর্তি,  
 সত্যপীর হইলে ইদানী ॥  
 ছয় দরশনে কয়,                      ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই নয়,  
 অগ্নি অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন নাম ।  
 কলিতে যবন দুই,                      হিন্দুকে করিতে নষ্ট,  
 দেখিয়া রহিম হইল রাম ॥  
 ব্রাহ্মণেরে করে ভেদ,                      ঘৃণালে মনের খেদ,  
 রক্ষা কৈলা সৃষ্টি আপনার ।



আপনি অত্যন্ত ভক্ত সতী সীমন্তিনী ।  
দামোদরে দৃঢ় ভক্তি দিবস রঞ্জনী ॥  
লক্ষণ বধন কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ ।  
কৃষ্ণসখা স্তদামার সকলি লক্ষণ ।  
আপনি রেবতী প্রিয় ততোধিক প্রিয়া ।  
আত্ম উপবাসী অন্ন অগ্রজনে দিয়া ॥  
জঠরের জ্বলনে যখন প্রাণ যায় ।  
তখন মগন মন গোবিন্দের পায় ॥  
কতদিনে কৃষ্ণে পাব ভাবে দিবা রাত্ৰি ।  
বান্ধিল প্রেমের পাশে অখিলের পতি ॥  
তবে প্রভু দয়া কৈল ব্রাহ্মণের সঙ্গ ।  
কদাচিত ভজনে ভক্তির নাহি ভঙ্গ  
নানারূপে বিড়ম্বিয়া হারিলেন হরি ।  
ভক্ত বটে কিরূপে ইহায়ে কৃপা করি ॥  
ভিক্ষা ভঙ্গী ভক্তি বুঝি ভ্রমে সাথে সাথে ।  
প্রভু হয়ে পশ্চাতে প্রত্যক্ষ হৈল পথে ॥  
দাসে ছুঃখি দেখে দামোদরে হৈলা দয়া ।  
সর্বদা সাক্ষাৎ হব দিব পদছায়াম ।  
ককির ফকিরে উর নবঘনশ্যাম ।  
হুকুম মাফিক হৃদ বিরচিল রাম ॥

দ্বিজবরে দিতে বর,                      হরি হলেন সত্ত্বর,

শ্রীমাধব হইলেন পীর ।

ফকিরের সাজে,                      জগতে বিরাজে

অদ্ভুত কৃষ্ণের শরীর ॥

যুবতী বয়স,

সুরেশ মহেশ

বিধুমুখে মধুর হাসি ।

যস্তুক উপর,

পাণ্ডা মনোহর,

নানাভরণ বিলাসী ॥

বড় বড় কোড়ি

গ্রন্থিত গুণ্ডি.

বাঘ ছাল থলি শাল দণ্ড ।

প্রবল দাড়ি-চুল,

মুক্তা ঝলমল,

যান। যজ্ঞিত চণ্ড ॥

ସନ୍ତା ଝୁମ ଝୁମ

জিকির ঘন ঘন

ਬਾਨ ਬਾਨ ਬਿੰਬਿਰ ਸ਼ਬਦ ।

রামেশ্বর বলে,

বসি তরুতলে,

ब्रह्मण इहेन रुक् ॥

କପଟେ କରୁଣାମୟ ଦିଜେ କନ ବାଞ୍ଛା ।

• মুণ্ডি ভুকা ফকির হোয় নাগে মেরা দেওয়া

তোত্রিঃ বাবা বাঙালার ধর্ম দেখা তুবো ।

মেঞি ভুকা ফকির খেলাও কুচ মুবো

তামাম ছুনিয়া দেখি সবি ইমাম বুটা ।

কিছু কহি খয়রাতে না করো এক মুঠা ॥

• **দ্বিজ কহে দেওয়ান ও কথা কহ কাকে ।**

মনস্থাপে মরিতে বসেছি ওই পাশে ॥

কলি হৈল প্রবল মজিল ধর্মপথ ।

দেওয়ান বলেন বাছা কহি ইকিয়ত ॥



নিজ দুঃখ বলি দ্বিজ করেন রৌদ্রন ।  
 নারিলাম খাওয়াইতে আমি অভাজন ॥  
 ধর মোর বসন ভোজন কর বেচে ।  
 মৃত্যুকালে মোর ধর্ম মজাইবে মিছে ॥  
 বিশ্বনাথ বিশ্বময় বুঝিয়া কন বাছা ।  
 ছুনিয়ামে ঐসি আদমি নাহি আর সাক্ষা ॥  
 ভাল বাবা কাহে তেরা মৃত্যু কাল কাহে ।  
 রাত্রদিন জেসে তেসে দুঃখ স্মৃথ যাহে ॥  
 জানা গেয়া বাত বাবা জানা গেয়া বাত ।  
 কাপড়াতো লেগে ঝটু আও মেরা সাত ॥  
 তাহা সত্যপীর মেঞি তাহা সত্যপীর ।  
 তেরা দুঃখ ধূর কর কহেন ফকির ॥  
 ঐসি কুছ হুমুর বাতলায়ে দেহ তোয় ।  
 কিয়া পিছে সেতাব খাঁয়ের খুব হোয় ॥  
 জেসে তেঞি যো কহেগা সে হোগা সহি ।  
 পীর বরাবর হোকে করকে এহি ॥  
 দ্বিজ বলে কহিলেন দেওয়ান মহাশয় ।  
 যবনের কার্য এ তো ব্রাহ্মণের নয় ॥  
 ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভোজিব কেন অগ্র ।  
 মজাইব পরকাল এই কাল জগ্র ॥  
 দেওয়ান বলেন শুন জ্ঞানকি বাত ।  
 রাম রহিম দোনো নাম হো এক সাত ॥  
 এত শুনি মনে গণি বিশ্বয় ব্রাহ্মণ ।  
 আপাদ পর্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ ॥

দেখিতে দেখিতে মূর্তি ধরেন অশেষ ।  
 চক্ষুর নিমেষে মূর্তি ব্রাহ্মণের বেশ ॥  
 নিদান বুঝিয়া হরি ভক্ত বৎসল ।  
 ধরণী লোটায়ে ধরে চরণ কমল ॥  
 পুলকে পূর্ণিত তনু সকরণে কয় ।  
 ছাড় মায়া কর দয়া দেহ পরিচয় ॥  
 হাসিতে হাসিতে হরি দ্বিজে কন তবে ।  
 নিদানে আমায় তুমি পরিচয় লবে ॥  
 বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অহুজ ।  
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥  
 কৃষ্ণকলি মথনে কেশব মোর নাম ।  
 মকায় রহিম আহিম আমি অযোধ্যায় রাম ॥  
 চরাচর চরাচর আমি যে যাবন্ত ।  
 স্তরপুরে ইন্দ্র আমি পাতালে অনন্ত ॥  
 ফকির হইলু আমি তোমার কারণ ।  
 কলিতে সম্পত্তি বাছা সত্যনারায়ণ ॥  
 এত শুনি কহে দ্বিজ শূনি বিপরীত ।  
 পীরের সিঁগিতে কেন বিষ্ণুর পীরিত ॥  
 যেই প্রভু পরমাত্মা সেই কেন পীর ।  
 তুমি বা ফকির কেন ব্রাহ্মণ শরীর ॥  
 প্রভু কন ভাল জিজ্ঞাসিলে সাধু ধন্য ।  
 সাধু সাধু করি কৃষ্ণ কহেন ব্রতজ্ঞ ॥  
 কলির মাহাত্ম্য সাধু শুন শুন বলি ।  
 পরীক্ষিত পতনে প্রবল হৈল কলি ॥

এককালে তবে পরীক্ষিত নরনাথ ।  
 মুগয়াতে কলিক্রীড়া দেখিল সীক্ষাৎ ॥  
 সেইক্ষণে গোরূপ ধর্ম কলি হৈল নর ।  
 নির্ধাত প্রহার করে গরুর উপর ॥  
 তিন পা ভেঙ্গেছে গরুর এক পা উবু ।  
 সেই পায়ে নির্ধাত প্রহার করে তবু ॥  
 খড়্গ ধরি কাটাতে চলিল মহাবল ।  
 ব্যক্ত হয়ে কহে কলি হাসে খল খল ।  
 শুনরে নির্বুদ্ধি আমি বধ্য নহিঁ তোরা ।  
 ইহাতে ঈশ্বর দত্ত অধিকার মোর ॥  
 গরুনয় ধর্ম এই কলিকাল আমি ।  
 বধিব ইহার আমি কি করিবে তুমি ॥  
 রাজা বলে কি বল তোমার নাম কলি ।  
 অল্পদিনে এখনি এতেক' ঠাকুরালী ॥  
 বাঞ্ছা ছিল ভাল হইল পাইলাম দেখা ।  
 দুর্জন-দমন আমি সজ্জনের সখা ॥  
 লোকমুখে শুনেছি তোমার বিবরণ ।  
 কলিব্যাধি প্রতি কৃষ্ণনাম রসায়ণ ॥  
 সত্য ভারত কথা সভায় আমার ।  
 মোর অধিকারে কি তোমার অধিকার ॥  
 এত শুনি কহে কলি হেঁট করি মাথা ।  
 কহ নৃপ আমার ভোগের স্থান কোথা ॥  
 বুঝিয়া ভূপতি চারি স্থান দিল তারে ।  
 সুরা ও শৌণ্ডিক বনিক স্বর্ণকারে ॥

ধর্ম্মে নিস্তার করি রাজা গেল ঘর ।  
 সেই হৈতৈ ধর্ম্ম ছাড়া এই চারি নর ॥  
 এখন দমন দাতা পরীক্ষিত নাই ।  
 ধর্ম্মনাশে কলির বিস্তর হৈল ঠাই ॥  
 স্বেজনে সর্ব্বদা নিন্দা দুর্জনের যশ ।  
 বাপ-মায় তুচ্ছজ্ঞান বনিতার বশ ॥  
 পুত্র পিতা বধু মাতা বিনিময় নাম ।  
 শাস্তি বধুতে দ্বন্দ্ব সতীনের ভান ॥  
 আর যত কব কত মুখে কথা নয় ।  
 পড়েছ শুনেছ যত ব্রাহ্মণ তনয় ॥  
 জীবের যন্ত্রণা যত অধর্ম্মের ফল ।  
 পৃথিবীতে অল্প শস্ত্র মেঘে অল্প জল ॥  
 প্রকারে পাপিষ্ঠ নরে করিতে উদ্ধার ।  
 আইলাম এইখানে শুন সারোদ্ধার ॥  
 তুমি ভক্ত দৈবে মুক্ত অল্পরক্ত মোরে ।  
 মোর কথা শুন পরিজ্ঞান কর নরে ॥  
 আজি হতে আর ভিক্ষা না করিও তুমি ।  
 হেন ধন ধনরত্ন দিয়া যাই চলে আমি ॥  
 প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয় ।  
 রামেশ্বর নতি করি করপুটে কয় ॥  
 কিবা দিয়া কার সিবুণী কার আবাহন ।  
 কিবা সিদ্ধি কার সিবুণী মহিমা কেমন ॥  
 সবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে ।  
 বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোরম স্থলে ॥

বেদীতে পাতিবে পীঠ তাহে দিবে বাস ।  
 তাহে ছুরি কাটারি খড়্গ চন্দ্রহাস ॥  
 তার চারি তরফে স্খচাকু চারি তীর ।  
 তার মধ্যে হব আমি নাম সত্যপীর ॥  
 সত্যদেব পূজা পূর্ণ আয়োজন করে ।  
 বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অল্পসারে ॥  
 উত্তর মুখেতে বেষ্টিত বসিবে বন্ধুগণে ।  
 সিবুগীর দ্রব্যাদি বলি শুন সাবধানে ॥  
 গুড় দুগ্ধ আটা রস্তু ফল পান গুয়া ।  
 সম্ভব বিভব মত সব সওয়া পোয়া ॥  
 আবিভূত চতুষ্টয় করিয়া সংযোগ ।  
 নমঃ সত্যপীর বলিয়া দিবে ভোগ ॥  
 কাঁচার এই মত মতান্তর কহি পাকা ।  
 আনা মাষা আদি করি কড়ি কিস্বা টাকা ॥  
 সওয়া শত মূল্য যদি মিষ্ট অন্ত হয় ।  
 সমর্পিলে সত্যপীরে সর্বসিদ্ধি হয় ॥  
 যুগলে যে ইচ্ছা করে হয়ে একভাব ।  
 সিদ্ধ একমাস মধ্যে মনোভিষ্ট লাভ ॥  
 সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরে সত্যপীর ।  
 ত্রিভুবন নির্ভয় সে আমার শরীর ॥  
 ব্রতকথার মাগাত্মা শ্রবণে কথ্য নয় ।  
 এতশুনি কহে দ্বিজ করিয়া বিনয় ॥  
 ঘুচিল সংশয় গ্রহি সিবুগী দিব আমি ।  
 যদি হরি বট চতুর্ভূজ হও তুমি ॥

ভক্তের বঁচনে চতুর্ভুজ হৈল হরি ।  
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী ॥  
 মহাতেজোময় দেখি কাঁপে কলেবর ।  
 আনন্দ সাগরে যেন ডুবে দ্বিজবর ॥  
 পূলকে প্রেমের সিদ্ধ উথলিয়া উঠে ।  
 অবাক হইয়া দ্বিজ কহে করপুটে ॥  
 কত কষ্টে কহে দ্বিজ চরণে দিও স্থান ।  
 স্বীকার হইয়া হরি হৈল অন্তর্দান ॥  
 দ্বিজ কৈলা কৃষ্ণ কহি অনেক রোদন ।  
 হইল আকাশবাণী যাও নিকেতন ॥  
 উদ্দেশে প্রণমি দ্বিজ চলে নিজ ধাম ।  
 হকুম মাক্ষিক হৃদ বিরচিল রাম ॥  
 তথা বিষ্ণু গেলা শিবশর্ম্মার মন্দিরে ।  
 ব্রাহ্মণীর বাপ হইয়ে বোকা লয়ে শিরে ॥  
 কণ্ঠাভাবে কহেন কি কর বিষ্ণুপ্রিয়া ।  
 অভূক্ত জামাতা ঘরে পাক কর গিয়া ॥  
 হের ধর তোমার মায়ের আয়োজন ।  
 বস্ত্র অলঙ্কার পর আইস বাছাধন ॥  
 ভিক্ষুকে পড়িয়া দুঃখ পাইলা প্রচুর ।  
 আমি কি করিব বাছা বিধাতা নিষ্ঠুর ॥  
 যে হইল দুঃখ সব গেল অতঃপর ।  
 অশ্রু লক্ষ্মেশ্বরী হয়ে স্নেহে কর ঘর ॥  
 বাপ বৃদ্ধেন্ত হইয়ে করে প্রণিপাত ।  
 সাবিত্রী সমান হও বলে জগন্নাথ ॥

রোদনমুখী হয়ে রামা দিল জল হুল ।  
 জিজ্ঞাসিল কহ বাপা বাটার কুশল ॥  
 প্রভু ক'ন সত্যপীর প্রসাদে আনন্দ ।  
 লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে সকলি স্বচ্ছন্দ ॥  
 সত্যপীর নামে আছে দয়াল ঠাকুর ।  
 তার সিবগী দিলে সেই দুঃখ কৈলা দূর ॥  
 বাপে ঝিয়ে বিস্তর দিবস দেখে নাই ।  
 লোকমুখে শুনি ভিক্ষা মাগেন জামাই ॥  
 অতএব দিতে আসিয়াছি কিছু ধন ।  
 পথে জামাতার সঙ্গে হৈল দরশন ॥  
 শাকাদি পাকের দ্রব্য আনিয়াছি আমি ।  
 বস্ত্র আভরণ পরি রাখ গিয়া তুমি ॥  
 আমি দ্বেষি জামাতা আইসে কতদূরে ।  
 এত বলি গেল হরি বৈকুণ্ঠ নগরে ।  
 সাদরেতে কহা পরি বস্ত্র আভরণ ।  
 কলূপা হুরাই শঙ্খ স্ত্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

সাধু শুভকৰ্ণে,                      কষ্টার কারণে  
সত্যপীৱে সিঁচি মেনে ।  
চন্দ্ৰ কলা হুতা,                  পাজে কৰি দাতা,  
পীৱে পাসৱিল য়েণে ॥  
দক্ষিণ সফরে,                  নৌকায়ে ব্যাপারে,  
জামাতা সহিত গেল ।

কলা নির্ধি ভূপে,                      ভেটি নানা রূপে,  
 'বিকি কিনি আরস্তিল ॥

চামর চন্দন,                      আদি নানাধন,  
 বদলে রাজার সনে ।

তথা পায় ভূষা,                      ভূপে দিল বাসা,  
 পীরের হুঃখ উঠে মনে ॥

প্রভু সত্যপীর                      রোষে, নৃপতির,  
 নানা ধন কৈল চুরি ।

রাজ ধন লয়ে,                      রজনী সময়ে  
 পুরিল সাধুর তরী ॥

হেথা লোক জন,                      করে অশেষণ,  
 এদিকে ওদিকে ফেরে ।

নায়ে চোরা মাল,                      দেখিয়া কোটাল,  
 যুগল সাধুরে ধরে ॥

রাজার আজার,                      ধরে দুজনায়,  
 রাখিল মদানাগার ।

কহে রামেশ্বর,                      এ ভব সাগর,  
 সত্যপীর কর পার ॥

ঘরে বোরে রমণী বাহিরে বোরে বি ।

সাক্ষ লইয়া না জানি বিদেখে হৈল কি ॥

চক্রকলা' বলে আমি মন্নিব বিষ খেয়ে ।

অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে ॥



অভাগিনী জীবন যৌবন হৈল কাঁল ।  
 বিরহে বিদরে বুক স্মরে শরজাল ॥  
 প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি যত উঠে মনে ।  
 চিরকাল দৌহে যেন মজিল পাটনে ॥  
 মায়ে যিয়ে গলাগলি কান্দে উভরায় ।  
 বিপ্র বাড়ী সর্ব্বখড়ি গণাইবারে যায় ॥  
 সেই দ্বিজ পুত্র আট বৎসরের পরে ।  
 বিদেশে বিদ্বান হয়ে আসিয়াছে ঘরে ॥  
 পুত্রের বিরহে সেই ব্রাহ্মণের মাতা ।  
 পীরে সিঁচি দিয়া পুত্র পেয়েছিল তথা ॥  
 হেন কালে চন্দ্রকলা গেল সেইখানে ।  
 ব্রতকথা শুনি সিঁচি খায় সাবধানে ॥  
 ব্রাহ্মণের কাছে পুত্রের বিবরণ পেয়ে ।  
 সেইখানে সিঁচি মানে শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে ॥  
 কহে নাথ সহ তাত এনে দাও ঘরে ।  
 সেইক্ষণে সিঁচি আমি দিব সত্যপীরে ॥  
 ব্রাহ্মণীকে ইসাদ করিয়া গেল ঘরে ।  
 সদয় হৈলা পীর সাধুর উদ্ধারে ॥  
 অর্দ্ধরাত্রে হয়ে পীর প্রচণ্ড ফকির ।  
 স্বপনে কহেন গিয়া কানে নৃপবর ॥  
 কাহারে কোট্টান গিরি মংলব তেরা ।  
 ছোড় সদা নন্দলাল সেবক হয় মেরা ॥  
 নাহি চোর মায়েল্য রাখেলা কোন্ চাচা ।  
 'ওলোকভি চোর হয়ে তোম লোকভি সাঁচা





ধৈর্য ধরিঙে নারে, কান্দি কহে উচ্চৈঃস্বরে,  
 কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥  
 হাম একি অকস্মাৎ, কোথা গেল প্রাণনাথ,  
 একবার দরশন দাও ।  
 না দেখিয়া তব মুখ, বিদারিয়া যাম বুক,  
 অভাগীরে সঙ্গে করি লও ॥  
 দেশে আইলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে,  
 আঁখি ভরি দেখিব তোমারে ।  
 তাহাতে দাক্ষণ বিধি, হরিল প্রাণের নিধি,  
 বড় শেল রহিল অন্তরে ॥  
 পতির মরণে যেন, রতির বিষাদে হেন  
 কান্দে কত্যা করিয়া বিলাপ ।  
 মায়ের বিদরে বুক, বাপের কাটিছে বুক,  
 সবে কান্দে করি মনস্তাপ ॥  
 অশ্রুমুখী কর যুড়ি, বিষম সঙ্কটে পড়ি,  
 ভাবে সাধু পীরের বচন ।  
 করিল বিশ্বর স্তুতি, না হইল অব্যাহতি,  
 মরিতে চলিল তিনজন ॥  
 কাঁপ দিতে যায় জলে, পীর আসি হেনকালে,  
 বৃদ্ধ-বেশেতে তারে কয় ।  
 বলি সাধু শুন যদি, তোমার ছুহিতা পতি,  
 মরে নাই মোর মনে লয় ॥  
 আমি হে জ্যোতিষী বড়, গণে পড়ে কটি দড়  
 এই কর্ণে পাকাগাম দাড়ী ।

তোমার জামাতা বটে,      ভূবিদ্যাছে এই ঘাটে,  
 দেবদ্বারে বড় দেহি ডেড়ী।  
 এই যে তোমার কন্যা,      রূপে গুণে মহা ধন্যা,  
 বয়োধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল।  
 পীরের প্রসাদ এঁটে,      ভূমে ফেলে এল ছুটে,  
 সেই অপরাধে এত হৈল ॥  
 এতেক বলিল যদি,      সত্যপীর হৈল বাদী,  
 শুনে সাধু কন্যা পানে চায়।  
 চন্দ্রকলা বলে বটে,      বাপে ঝিয়ে কর পুটে,  
 কেঁদে পড়ে ব্রাহ্মণের পায় ॥  
 বিপ্র বলে যাও যাও,      সে সিঁগি তুলিয়া খাও  
 পাবে পতি না কান্দ সুন্দরী।  
 শুনি ধনি ধায় তথা,      সিঁগি তুলে খায় হোথা,  
 ভেসে উঠে পতি সহ তরী ॥  
 দেখিয়া বিশ্বয় লোক,      ঘুচিল দারুণ শোক,  
 দেখে সাধু দ্বিজ নাহি কাছে।  
 বুঝিয়া মায়া সদানন্দ,      ভাবে পীর পদ বন্দ,  
 আনন্দেতে স্থখী হয়ে নাচে ॥  
 মায়া ঝিয়ে চন্দ্রকলা,      ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,  
 আগে পিছে শত সীমন্তিনী  
 আনন্দের নাহি গুর,      শত ঘণ্টা ঘন ঘোর,  
 ছলাছলি আর জয়ধ্বনি ॥  
 স্বস্তর জামাতা সঙ্গে,      ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে,  
 শুভক্ষণে প্রবেশিলা ঘর।

বাণিজ্যের সজ্জা যত, সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত,  
বহু যত নায়েব নফর ॥

সাদরে সওয়া তুকা দিয়ে, আপন বান্ধব লয়ে,  
সিঁরি দিল পীরের সদন ।

পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর গ্রীতে সাধু স্তত,  
থয়রাত করিল নানা ধন ॥

সম ধনে নানা জনে, বাড়িলেক অন্নদিনে,  
পরকালে জিনিলেক ধম ।

এই মত মহা স্তখে, মহামানে সদা থাকে,  
অন্তে যায় স্বরগ ভবন ॥

এই কথা শ্রবণ কালে, অত্র কথা যেই বলে,  
আর যেবা করে উপহাস ।

লাঞ্ছিত সে সর্ব ঠাই, তাহার নিকৃতি নাই,  
অকস্মাৎ হয় সর্বনাশ ॥

সিঁরি দিয়া শুদ্ধ ভাবে, পূজিলে বঞ্চিত পাবে,  
পুত্র দারা অশ্ব ঘোড়া দোলা ।

কহে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,  
সত্য প্রভুর অন্ত মঙ্গলা ॥

কহিতে প্রথম স্তম্ভ ফকিরত্ব কায়া ।

দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিল পদচ্ছায়া ॥

তৃতীয়ে ত্রিবিধ লোকে করিতে নিস্তার

চতুর্থে উৎকট কষ্ট সে কাঠুরিয়ার ॥

কল্পা জন্ম মানিলেন পঞ্চ পরাংপর ।  
সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিল। বর ॥  
পাসরণে প্রতিফল বন্ধন বিশেষ ।  
বঠে তুষ্ট হয়ে কষ্ট দূর কৈলা শেষ ॥

### দ্বিতীয় পাঁচালী

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথে ।  
মহারঙ্গে বন্ধুসঙ্গে পূরা হস্তিনাতে ॥  
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর ।  
মনে প'লো কর্লি র'ল বলির নগর ॥  
ছাপরের অন্তে তার রাজ্য প্রাপ্তি হবে ।  
ভাষি মনে নারায়ণ কহিছে পাণ্ডবে ॥  
চল ভূপ অপরূপ শুনিতে শুশ্রাব ।  
বলি পাশ ইতিহাস ধর্ম্মের প্রস্তাব ॥  
রাজা বলে কুতূহলে চল দয়াময় ।  
তুমি যার বন্ধু তার কোন কর্ম্ম রয় ॥  
চলিলেন দুইজনে হয়ে পদ-গতি ।  
পদে পদে পাপ ছেদে পুণ্য বহুমতী ॥  
পুণ্য রায় পায় পায় অশ্বমেধ পাত ।  
মহীতলে কুতূহলে আজি সুপ্রভাত ॥  
চলিলেন দুইজনে পরম সাহসাদ ।  
দেখিছেন সেই স্থানে ছয়ের বিবাদ ॥  
এক চাষা অতি খাসা ক্ষেত্রে করৈ ঘাষ ।  
স্বর্ণ ভাণ্ড থণ্ড থণ্ড তাহাতে প্রকাশ ।

পেয়ে ধন সেই জন ব্রাহ্মণকে কয় ।  
 তব ভূমে মোর শ্রমে ধন লভ্য হয় ॥  
 লও ধন নিকেতন ঠাকুর গোসাই !  
 বিপ্র বলে মুখ মেলে আর ঠেকি নাই ॥  
 “পেয়েছি তুই দিস মোরে কি কারণ ।  
 আমি নিয়া হব ইহা পাপের ভাজন ॥”  
 চাষা বলে ত্রেতাকালে শুনেছি শ্রবণে ।  
 ভূমি যার বিত্ত তার লিখেছে পুরাণে ॥  
 সীতা পেয়ে চাষা যেয়ে দিল জনকেতে ।  
 প্রভু বুঝি মোরে আজি ঠেকালে পাপেতে ॥  
 শুনি কাণে দুইজনে চলিল ঘরিতে ।  
 ক্রতগতি উপনীত বলির পুরীতে ॥  
 ধর্ম দেখি কহে ডাকি কলি অবতার ।  
 মহারাজা মোর সাজা দেখ একবার ॥  
 বহুকাল বদহাল্ মোর নাম কলি ।  
 বিনা দোষে বাধি পাশে রাখিয়াছে বলি ॥  
 ধর্মহৃত অদভুত এই ভিক্ষা চাই ।  
 মোর প্রাণ দাও দান ধর্মের দোহাই ॥  
 রাজা শুনি কৈলা পুনঃ করিব মোচন ।  
 অবহিত উপনীত বলির সদন ॥  
 অরে অরে পুণ্যাপুণ্য হইবে মিলন ।  
 বলি কাছে ভিক্ষা যাচে পাণ্ডুর নন্দন ॥  
 মহাশয় পুণ্যময় এত পুণ্য কর ।  
 আমি চাই ভিক্ষা পাই কলি অবতার ॥



চক্রপাণি চক্র মানি আজ্ঞা দিলা বলি ।  
 অহুচরে মুক্ত কর হয়ে কুতূহলি ॥  
 মুক্ত হয়ে কলি যেয়ে রাজা হলে স্থিত ।  
 কম্পমান নিয়া প্রাণ ছাপর অতীত ॥  
 বলি সঙ্গে নানা রঙ্গে বিদায় হইলা ।  
 তুষ্ট মনে দুইজনে গমন করিলা ॥  
 সেই পথে সেই ক্ষেতে সেই চাষা সাথে ।  
 সেই দ্বিজ নিরানন্দ বিপরীত তাতে ॥  
 বিপ্র বলে কোন কালে হয়েছে এমন ।  
 ক্ষেত মোর বিস্ত তোর একথা কেমন ॥  
 ওরে বেটা চাষা ঠেটা ধন মোর রেখে দে ।  
 চাষা বলে বাক্যচ্ছলে তুই রে বেটা কে ॥  
 বিচড়ামি করি তুমি ধন বুঝি পেলো ।  
 ভাগ্য তোর হেথা মোর নাহি জ্যেষ্ঠ ছেলে ॥  
 কলিরাজ নিজ সাজ ধরিয়া অরায় ।  
 উচ্চ বুক দীর্ঘ মুখ হাসি হাসি যায় ॥  
 শিরে নারী করে ধরি জননীর কেশ ।  
 মাতা প্রতি কটু কহে অশেষ বিশেষ ॥  
 ওলো বুড়ী আঁটকুড়ী নাহি তোর যম ।  
 কত আর লব ভার পাপিষ্ঠা অধম ॥  
 পক্ককেশী শ্বাসকাশী পেচক লোচনী ।  
 দন্তহীন কুরুগিণী পাপিনী তাপিনী ॥  
 নারী প্রতি ভক্তি অতি মিষ্ট কথা কয় ।  
 সাবধান ওলো প্রাণ ব্যামো পাছে হয় ॥

দীর্ঘ কেশ কটিদেশ সিংহের আকার ।  
 পদ্ম আঁখি, পদ্ম মুখী পদ্মিনী আমার ॥  
 সচকিত বিপরীত দেখি যুধিষ্ঠির ।  
 থর থর কলেবর হইলা অস্থির ॥  
 যুড়ি কর নৃপবর হরির সাক্ষাৎ ।  
 জিজ্ঞাসিল একি লীলা কহ জগন্নাথ ॥  
 হরি কয় মহাশয় জিজ্ঞাস কি রীত ।  
 মহীপাল কলিকাল ছাপর অতীত ॥  
 শুন ভূপ অপরূপ যুগধর্ম ফল ।  
 অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইবে সকল ॥  
 রাজ্যাসনে প্রজাগণে করিবে ছলন ।  
 প্রাণিগণ অশ্রুক্ষণ পরদারে মন ॥  
 নারী সবে কামী হবে পতি প্রতি দ্বেষ ।  
 পর পতি প্রতি অতি সরস আবেশ ॥  
 'ধনলোভে প্রাণী সবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে ।  
 ' ছলনায় সর্বদায় পাপ উপার্জিবে ॥  
 ধর্ম্যধর্ম মর্ম্যামর্ম হইবে বিনাশ ।  
 দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে অধর্ম প্রকাশ ॥  
 অসম্ভব শুনি সব হরির বদনে ।  
 রাজা কয় দয়াময় কহত এক্ষণে ॥  
 এইমত হবে যত জীবের দুর্দশা ।  
 বল শুনি চক্রপাণী কি হবে ভরসা ॥  
 ' হরি কহে শুন যাহে জীবের নিস্তার ।  
 ' অসত্যতে সত্যমতে ভরিবে সংসার ॥



কাজালী দেখিয়া হাততালি দিয়া

লোকে দেয় খেদাইয়া ।

ঘরে যদি যাই প্রিয় বাক্য নাই

নারী ভাকে অভাগিয়া ॥

ভাবিয়াছি মনে এ ছার জীবনে

বাঁচিয়া কি ফল আর ।

পাপ বিনাশিনী তাপ বিমোচনী

যদি মোরে করে পার ॥

জুনি ছুঃখ রাশি প্রভু কহে হাসি

এ আর কতেক দায় ।

সত্য-নারায়ণ করহ পূজন

ছুঃখ না রহিবে তায় ॥

ধন পুত্র জন প্রবাল কাঞ্চন

অনায়াসে দিতে পারি ।

দরিদ্রের ধন সত্য-নারায়ণ

ভবান্বিতের কাণ্ডারী ॥

বান্ধব সকলে অশ্রু পথে চলে

মোর সঙ্গে হলে দেখা ॥

আটা, রজ্জা, চয়, গুড় আদি চয়

এ সব রচনা দিয়া ।

পোয়া পরিমিতে মণে বা সেরেতে

সঙ্ক্যাকালেতে পূজিয়া ॥

পূরাণোক্ত ভৃত্সে নারায়ণ সঙ্গে

বিষ্ণুকে করিবে দান ।



শুভাদৃষ্ট ফলে                      হৃদি পদ্ম-দলে  
গিরস্বতী হৈল স্থিতি ॥

তুমি হরিহর                      তুমি দিবাকর  
তুমি দিবস শর্করী ।

তুমি পদ্ম ধোনি                      তুমি সুরমণি  
তুমি বিনোদবিহারী ॥

আগম পুরাণ                      নিগম বিধান  
তুমি দিক্ দশ ধারী ।

তুমি মহামেধ                      তুমি কল্পতরু  
তুমি স্মৃতি মোক্ষকারী ॥

তুমি দাও মুক্তি                      তুমি সর্বশক্তি  
তুমি শঙ্করের গৌরি ।

কৃষ্ণ বলরাম                      শ্রীদাম হৃদাম  
তুমি সুরাস্বর সৌরি ॥

জঠর বাতন                      যমের তাড়ন  
তোমার নামেতে তরি ।

তুমি স্খ্যাকর                      সর্বঘণ্টে চর  
হর যোগী নাম ধারী ॥

হীন জন প্রতি                      অধিলের পতি  
দয়া কৈলা যদি ভারি ।

শমন আগার                      নিম্নগুণে তার  
ভবে যেন নাহি ঘুরি ॥

কহে ভগবান            অন্তকালে স্থান  
 দিয়া লইব উদ্ধারি ।  
 দিয়া বর দান            হন অন্তর্দান  
 দেব দেব মুর-অরি ॥

## ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

উপদেশ পেয়ে বিপ্র যাইয়া ভবনে ।  
 পূজিলেন দীননাথে অনেক যতনে ॥  
 হইল মহান সুখ হরির কারণ ।  
 দাসদাসী হাতী ঘোড়া রত্ন-সিংহাসন ॥  
 যে নারী কহিত কটু উদর জালায় ।  
 মিষ্ট কথা হাস্যমুখ সদাসর্বদায় ॥  
 নিত্য নিত্য করে পূজা বিবিধ বিধানে ।  
 উপনীত এক কাঠুরিয়া সেইস্থানে ॥  
 কাষ্ঠ আঁটি রাখি মাটি করিয়া আসন ।  
 শুনিছে মহিমাগুণ ভরিয়া শ্রবণ ॥  
 মানস করিল মনে প্রসাদ খাইয়া ।  
 পরদিন পূজিলেক গৃহেতে যাইয়া ॥  
 ভক্তিতে দিলেন শৌর্য বীর্য ভগবান ।  
 নিত্য সত্য সেবা করে বিহিত বিধান ॥  
 নদীতীরে পূজা করে সব কাঠুরিয়া ।  
 উপনীত এক সাধু তরলী বাহিয়া ॥  
 কামাখ্যাতে ঘর ধনপতি নাম তার ।  
 মহাচীনে গিয়াছিল কস্মিতে বিহার ॥

সমারোহ দেখি তটে উঠে সদাগর ।  
 জিজ্ঞাসে পূজার কথা সবার গোচর ॥  
 কার্ত্তিরিয়া বলে সত্যনারায়ণ হরি ।  
 পূজিলে মানস সিদ্ধি পরলোক তরি ॥  
 সাধু বলে শ্রুতাস্ত যদি মোর হৃদয় ।  
 লক্ষ তকা দিয়া পূজা করিব নিশ্চয় ॥  
 এবমস্ত এবমস্ত বলে কার্ত্তিরিয়া ।  
 সাধু চলে নিজদেশে মানস করিয়া ॥  
 কতদিনে উত্তরিল সাধু নিজাগার ।  
 সে দিবসে ঋতু জ্ঞান সাধুর জায়ার ॥  
 প্রকাশ কমলে বিন্দু হইল পতন ।  
 মুদিল কমল দল গর্ভের লক্ষণ ॥  
 হইল পূর্ণিত দশ মাস অবসান ।  
 প্রসবিল এক কন্তা রোহিনী সমান ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে কন্তা যেন শশিকলা ।  
 শশিমুখী নাম রাখি দেখিয়া বিমলা ॥  
 দশম বৎসর হলো বয়স কন্তার ।  
 মিষ্ট কথা হান্তমুখ সদা রস ভার ॥  
 দেবদত্ত কন্তা মন্ত কুঞ্জর গামিনী ।  
 অঙ্গ-আভা যেন শোভা স্থির সৌদামিনী ॥  
 সম্পূর্ণ ষোড়শী নেত্র যেন নীলোৎপল ।  
 সুধাকর নিম্বি তার বদন মণ্ডল ॥  
 গলে দৌলে সারি সারি মালা মুকুতার ।  
 লোকে সবে অকৃতভাবে পদ্মিনী আকার ॥



কেহ বলে বুঝি ছলে উর্বশী আর্গিলা ।  
 কিবা ফিরে জনকের জানকী জগ্নিলা ॥  
 ছাড়ি পতি বুঝি রতি গতি পুনর্ব্বার ।  
 ক্লিষ্টা দ্রৌপদী কিংবা মাদ্রৌর আকার ॥  
 ধনপতি কণ্ঠা দেখি স্থখী সর্বদায় ।  
 সম্বন্ধ করিল স্থির ঘটক দ্বারায় ॥  
 মহারাষ্ট্রে ঘর বর হরিশ্চন্দ্র নাম ।  
 রূপে গুণে কুলে শীলে অতি অমুপাম ॥  
 হরিশ্চন্দ্র চন্দ্র সম বদন আকৃতি ।  
 তার স্থানে কণ্ঠাদান কৈল ধনপতি ॥  
 কতদিন স্থখে আছে জামাতা লইয়া ।  
 সত্য সেবা পাসরিল স্থখেতে ভুলিয়া ॥  
 হরির হইল ক্রোধ সাধুর চরিতে ।  
 মনোগত কৈল সাধু বাণিজ্যে যাইতে ॥  
 জামাতা যাইবে সঙ্গে দিন স্থির হৈল ।  
 উষাতে করিবে যাত্রা সকলে জানিল ॥  
 পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ দিক্ স্প্রকাশ ।  
 দিনমণি আগমনে নক্ষত্র বিনাশ ॥  
 বাসায় থাকিয়া পাখী ডাকিছে তৎকাল ।  
 কোকিল করিছে কুহুরব স্বরসাল ॥  
 উষা পেয়ে যাত্রা করে সাধু ধনপতি ।  
 ইষ্টদেব স্মরিয়া নৌকায় কৈল গতি ॥  
 নারায়ণে পাসরিল সাধুর নন্দন ।  
 কি ঘটে কপালে দেখে বিধির লিখন ॥

ধনপতি ঘৈয়ে উঠিল নায় ।  
 খুলিল বহর দক্ষিণ বায় ॥  
 সিংহলে যাইতে করিল মনে ।  
 বাহিছে তরঙ্গী রজনী দিনে ॥  
 কামাখ্যা হইতে ছাড়িল তরী ।  
 আশে পাশে রাখে কতেক গিরি ॥  
 ব্রহ্মপুত্র-তীর্থরাজ সুগভীর ।  
 স্থান সুগতি উজ্জল নীর ॥  
 যার দরশনে মুকতি পায় ।  
 তার পরে তরী বাহিয়া যায় ॥  
 যোগী গোফা রাখিয়া পাছে ।  
 উপনীত করতোয়ার কাছে ॥  
 কর্ণধারে সাধু জিজ্ঞাসে কথা ।  
 কদিনের পথ আসিয়াছ হেথা ॥  
 কর্ণধার কহে দিকুর হতে ।  
 এসেছি শতেক যোদ্ধন পথে ॥  
 পাঁচদিনে এহু বাদাম কলে ।  
 বিশেষ তোমারি ভাগ্যের ফলে ॥  
 শুনি সদাগর হরিষ তায় ।  
 যোড়া ফেলি দিল কাণ্ডারী গায় ॥  
 পরশুরামের বাড়ী দেখিয়া ।  
 খুলিল বহর হরিষ হৈয়া ॥  
 ব্রহ্ম পুত্র ছাড়ি লক্ষাতে-পড়ি ।  
 আঁটিয়া বাধিল বাদাম দড়ি ॥

মেঘনাদে ডিঙ্গা ধরিল বলে ।  
 বদর বদর নেয়েরা বলে ॥  
 কত নদ নদী নগর ছাড়ি ।  
 দাঁড়ি মাঝি গণে গাইছে সারি ॥  
 উতরিল। যেয়ে কপিলাত্রমে ।  
 উঠে সদাগর অতি সজ্জমে ॥  
 গঙ্গা সাগরেতে করিয়া স্নান ।  
 তথা হ'তে তরা করে প্রস্থান ॥  
 সাধু কহে কর্ণধারেতে তবে ।  
 নীলাচল যেতে কদিন লাগিবে ॥  
 ঝর ঝর বারি আঁখিতে ঝরে ।  
 পুনঃ পুনঃ সাধু জিজ্ঞাসা করে ॥  
 কর্ণধার বলে ধনেশ ধীর ।  
 সমুদ্রের ঝড় উথার নীর ॥  
 সাগর সঙ্গম হইতে ছাড়ি ।  
 মাসেকের পথ ঠাকুর বাড়ী ॥  
 কেন বারি ঝরে কমল নেজে ।  
 সাত দিনে নিব বিমল ক্ষেত্রে ॥  
 শুনি কহে সাধু গভীর রবে ।  
 হেন শুভভাগ্য মোর কি হবে ॥  
 তীর সম তরী বাদামে চলে ।  
 নলের ঘোটক নিন্দিয়া ছলে ॥  
 নৌকাপরে স্নান নৌকাতে পাক ॥  
 সরোবরে যেন হংসের ঝাঁক ॥

সপ্তম দিবস হইল পূর্ণিত ।  
 কর্ণধার হৈল মনেতে ভীত ॥  
 দূরবীণ ধরি পশ্চিম দিকে ।  
 এক আঁখি দিয়া দেখিতে লাগে ॥  
 ধু ধু মণি কোটা দেখিয়া চোখে ।  
 কর্ণধার অরা সাধুকে ডাকে ॥  
 ওহে সদাগর দেখহ আসি ।  
 নীলাচলোপরি গোলকবাসী ॥  
 কথোপকথনে মন উল্লাসে ।  
 তরী লাগে ঘেয়ে দক্ষিণ পাশে ॥  
 ধনপতি অরি জগতের নাথ ।  
 উঠিলেন ধেম্বে জামতা সাথ ॥  
 দাঁড়ি মাঝি সঙ্গে এক হাজার ।  
 দ্বিগুণ বন্ধু বান্ধব তাহার ॥  
 সাধু সঙ্গে চলে সঙ্গীরা যত ।  
 হরিশ্চন্দ্র স্বর্গ-গমন মত ॥  
 আঠার নালাতে কৈলা পয়ান ।  
 পাণ্ডা মিলে আসি সাধুর স্থান ॥  
 গলে দিব্য মাল্য তিলক নাকে ।  
 করে বেত্রাঘাত প্রভুকে ডাকে ॥  
 বেত্রাঘাত করে সাধুর পরে ।  
 ধনপতি-ভাগ্য প্রশংসা করে ॥  
 সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আনিয়া ।  
 আঠার নালা চৌদিকে দিয়া ॥

ধনপতি স্থখী পথ গমনে ।  
কবিবর স্থখে সরস ভণে ॥ .

চলে ধনপতি                      অতি দ্রুতগতি,  
জগন্নাথ দরশনে ।  
কুবের তোড়ানী,                  প্রথমেন্তে কিনি,  
পান করিছে যতনে ॥  
কতদূর হাঁটি,                      দেখে পরিপাটী,  
অন্নের হাট বাজার ।  
কিনি সাধুগণ,                      করিছে ভোজন,  
ব্যঞ্জন কত প্রকার ॥  
পিষ্টক পায়স,                      আদি ছয় রস,  
করমা বাউ খিচুড়ী ।  
কাঙ্ক্ষালী সকল,                      হয়ে কুতূহল,  
করিতেছে কাড়াঁকাড়ি ॥  
চণ্ডালে আনিয়া,                      আটিয়া কিনিয়া,  
দিতেছে ব্রাহ্মণ মুখে ।  
পেয়ে বিপ্রগণ,                      হরিষে মগন,  
খাইছেন মহাস্থখে ॥  
কুকুর বদন,                      হইতে তখন,  
অন্ন যদি হয় পাত ।  
তাহা খাইবার,                      কাক অবতার,  
দেবগণ সাথে সাথ ॥  
দেখি সদাগর,                      হরিষ অন্তর,  
বাজার কিনিয়া লয় ।

বিবিধ প্রকার,                      করিয়া ভাণ্ডার,

• অন্ন-কল্লতরু হয় ॥

সিংহ দরজায়,                      যাইয়া স্বরায়,

অক্ষয় বট দেখিয়া ।

দীনবন্ধু প্রতি,                      করিলেক নতি,

পুলকে পূর্ণিত হিয়া ॥

গোলক বিহারী,                      স্তম্ভজা কুমারী,

বলরাম দৃষ্টি করি ।

সাধু কলেবর,                      স্তম্ভে গর গর,

নয়নে বহিছে বারি ॥

লক্ষ্মীর পুরীতে,                      যাইয়া স্বরিতে,

সকল দেখিয়া যায় ।

উদর ভরিয়া,                      ভোজন করিয়া,

উঠিলেন যেয়ে নাম ॥

নীলাচলোপর,                      দেখে যেই নর,

দারু ব্রহ্ম অবতার ।

সেথায় গোলকে,                      জিনিয়া জিলোকে,

কাটাইয়া ভবভার ॥

প্রভুর মহিমা,                      দিতে নারে সীমা,

স্বরিতে কলুষক্ষয় ।

সর্ব্ব তীর্থ আসি,                      হয় যেশামেশি,

যেখানে প্রসঙ্গ হয় ॥

• তথা হৈতে গতি,                      কৈলা ধনপতি,

সেতুবন্ধে উপনীত ।

রামেশ্বর নাম,                      অতি অনুপম,  
শিব লিঙ্গ বিরাজিত॥

কাণ্ডারী গোচর                      কহে সদাগর,  
শুন কর্ণধার ভাই ।

মনের উল্লাস,                      একরাজি বাস,  
করিব এ পুণ্য ঠাই ॥

শুনেছি পুরাণে,                      সেতু বন্ধ স্থানে,  
 যে করে নিশিতে বাস ।

শমন দমন.                      প্রসঙ্গে ভজন,  
জঠর যাতনা নাশ ॥

সে নিশি বঞ্চিয়া,                    শিবকে অর্চিয়া,  
খুলিল সাধ বহর ।

বামে লক্ষা রাখি,                      কর্ণধারে ডাকি,  
কহিতেছে সদাগর।

সমুদ্রেতে নাও                      খরতর যাও,  
সাবধান লাগে শঙ্কা ।

সব নিরাকার,                      অপার পাথার,  
দরশন মাত্র লক্ষ্য ॥

সেতু বন্ধ হৈতে,                      সিংহল যাইতে,  
চারি মাसे সবে যায় ।

হরির চক্রেতে,                      বায়ুর বেগেতে,  
চাষি প্রহরে লাগায় ॥

দেখিয়া নগর, অতি মনোহর,  
উঠিলেন ধনপতি ।

অশেষ বিশেষ,                      এই কোন দেশ,  
জিজ্ঞাসে সবার প্রতি ॥

বলিছে সকলে,                      আসিছ সিংহনে,  
কোথা যাবে মহাশয় ।

শুনি সদাগর,                      হরিষ অন্তর,  
নিতান্ত বিস্মিত হয় ॥

কর্ণধার ধীরে,                      কহে সদাগরে,  
      কি শুভযাত্রার ফল ।

চারিমাस पथ,                      दिनेते आगत,  
बाणिज्ये हवे मङ्गल ॥

মহা স্তখে রঙ্গে,                      জামাতার সঙ্গে,  
বাসা করিবেন স্থিত ।

অট্টালিকা পর,                      বালাথানা ঘর,  
মনোহর বিরাজিত ॥

সিংহল নগর,                      বর্ণিতে দুষ্কর,  
ধর্মশীল সত্যবাদী ।

মহা মহীপাল,                      প্রতাপে বিশাল,  
 নিষ্পাপ বিশীন ব্যাধি ॥

রূপসী সুন্দরী,                      পদ্মিনী নাগরী,  
ঘরে ঘরে প্রকাশিত ।

ছয় ঋতু বয়,                      প্রতিদিনে ক্ষয়,  
বসন্ত সदा উদিত ॥

'কমলিনিগণ,'                      কখন কখন,  
কটাক্ষ ভঙ্গিমা করে।



ধনু ছাড়ি কাম,                      অর্মানি বিশ্রাম,  
রতিতে মন বিশ্বরে ॥

হীরা মুক্তা চুনি,                      হেম নীল মণি,  
রাখিছে ধরি ভাণ্ডার ।

জীরা ধনিয়াতে,                      সমযোগ্য তাতে,  
তুল্য ওজনে ব্যাপার ॥

দেখি ধনপতি,                      হরষিত অতি,  
মনে তবে আশা করে ।

এবার আমার,                      সাধের ব্যাপার,  
দিয়াছেন ধনেশ্বর ॥

কবির কয়,                      আশা অতিশয়,  
যথা তথা অমঙ্গল ।

অর্ণ মুগ দেখি,                      আশায় জানকী,  
পেয়েছেন প্রতিফল ॥

যে দিবস সাধু গেল সিংহলে

রাজপুরী চুরি হইল বিরলে ॥

রাণীর গলার মতির হার ।

চোরে বেচিবারে নিল রাজ্যার ॥

মনোহর হার সাধু জানিয়া ।

জামাতার গলে দিল কিনিয়া ॥

সভাতে কোটালে আনিয়া ভূপে ।

তর্জন করিছে বিশেষ রূপে ॥

হেনকালে হরি সর্বজ্ঞ বেশে ।

উপনীত হইল রাজ্যার বাসে ॥

শুভ মোক্ষ' সূত্র গলেতে দোলে ।  
 হর হর\*হর বদনে বলে ॥  
 শত সূর্য্য সম বিরাজে কাষ ।  
 জাহ্নবী মৃত্তিকা ভূষিত গাষ ॥  
 দেখি মহারাজা করে প্রণাম ।  
 জিজ্ঞাসে প্রভুর কোথায় ধাম ॥  
 হরি কহে ধাম হরির দ্বার ।  
 বাইব সাগর সঙ্কম পার ॥  
 যোগ বলে আমি সকলি জানি ।  
 চোর সাধু সব দেখিলে চিনি ॥  
 রাজা বলে প্রভু কহিতে ডরি ।  
 হার চোর মোর দেহত ধরি ॥  
 ভূমে খড়ি পাতি কহিছে হরি ।  
 শুন চোর নাম, নৃপ কেশরী ॥  
 নাম ধনপতি কামাখ্যাবাসী ।  
 বাসা করিয়াছে নগরে আসি ॥  
 হরিশ্চন্দ্র নামে জামাতা তার ।  
 তারা চুরি করি নিয়াছে হার ॥  
 কোটাল ছুটিল নগর পাশে ।  
 ধরে ঘেয়ে সাধুর নাম উদ্দেশে ॥  
 নাটিকে ফুকারে হরিষ পার ।  
 চোর ধরা গেছে সহিতে হার ॥  
 রাজা বলে হার আন গোচরে ।  
 চোর নিয়া রাখ মশান ঘরে ॥

হরি নাম ভুলি হরির সঙ্গ  
 সাধু হইল বন্দি জামাতা সনে ॥  
 দেশে দূরদৃষ্ট সাধুর বাড়ী ।  
 হৈল গৃহ দাহ অগ্নিতে পুড়ি ॥  
 মহা দুঃখ হইল সাধুর জায়ার ।  
 দিনান্তে না ঘটে আহার তার ॥  
 বিরলে বসিয়া সাধুর রমণী ।  
 অবশে গুনিল হরির ধ্বনি ॥  
 অরণে পড়িল মানস কথা ।  
 দেব আরাধিয়া জগ্নিল স্মৃতি ॥  
 মানস করিল দেবের ঠাই ।  
 প্রভু আন দেশে সঙ্গে জামাই ॥  
 ভক্তি দেখিয়া দয়াল নাথ ।  
 সিংহলে চলিল রাজসাক্ষাৎ ॥  
 স্বপনে রাজারে কহেন কাণে ।  
 সাধু দুইজনে কেন মশানে ॥  
 কোথাকার জানি ব্রাহ্মণ দুই ।  
 তার বাক্যে দাও এতেক কষ্ট ॥  
 মহা জ্ঞানবান সেবক মোর ।  
 হার কি নি হৈল এদেশে চোর ॥  
 শীঘ্র ছাড়ি দাও সিংহল নাথ ।  
 নহে সবংশে হইবে নিপাত ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া সিংহল পতি ।  
 কম্পিত স্বপন ভয়েতে স্মৃতি ॥

আপনি ছই সাধু করি মোচন ।  
 নোকা-পুরী দিল হীরা কাঞ্চন ॥  
 দেশে চলে সাধু হরিষ পাত্র ।  
 দিবা নিশি নাহি ভেদ তাহায় ॥  
 সত্যনারায়ণ করিয়া লীলা ।  
 নদীতীরে দিব্য সন্ন্যাসী হৈলা ॥  
 গৈরিকের বস্ত্র কটিতে আঁটা ।  
 প্রয়াগের কলি কপালে কোঁটা ॥  
 শিরে জটাভার কুণ্ডল কাণে ।  
 ঢুলু ঢুলু আঁখি বিজয়া পানে ॥  
 সাধুকে জিজ্ঞাসে মধুর স্বরে ।  
 সদাগর যাবে কোন্ সহরে ॥  
 কিবা দ্রব্য তুমি ভরেছ নায় ।  
 সাধু শুনি কহে কুপিয়া তায় ॥  
 মাটিতে পুরোছ তরগী আমি ।  
 পুনঃ পুনঃ কেন জিজ্ঞাস তুমি ॥  
 প্রভু কহে হাসি মাটির ভরা ।  
 মোর বাক্য বলে হউক দ্বরা ॥  
 সাধু দেখি মাটি সকল নায় ।  
 কান্দি পড়ে যেয়ে সন্ন্যাসী পায় ॥  
 শুব স্তুতি করে অতি সরস ।  
 ভগবান্ হৈলা শুবোতে বশ ॥  
 হাসি কহে হরি সাধুর প্রাণে ।  
 সত্য সেবা ভুলিয়াছ কি দোষে ॥

ছহিতা কারণে মানস ছিল ।  
 বিয়া দিলা পূজা কেন না হৈল ॥  
 সিংহলেতে দুঃখ তাঁহার রোষে ।  
 পূজা কর গিয়া আপন দেশে ॥  
 পূর্ব মত ভরা হইবে নায় ।  
 উঠে ঘেয়ে সাধু দেখিতে পায় ॥  
 অন্তর্ধান হৈলা প্রভু তথায় ।  
 ধনপতি হৈল ত্রাসিত তায় ॥  
 বান্ধা রাখে রত্ন সেবার কারণ ।  
 নৌকায় উঠিয়া করেন গমন ॥  
 বহুকালে তরী লাগিল ঘাটে ।  
 সাধুর পুরীতে সংবাদ রটে ॥  
 সাধুস্বতা সত্যসেবার পরে ।  
 লইছে প্রসাদ খাইতে করে ॥  
 সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদ ভরে ।  
 ফেলিল প্রসাদ কতেক দূরে ॥  
 নারায়ণ হৈলা তাহে কুপিত ।  
 ডুবিল জামাতা নৌকা সহিত ॥  
 সাধু মোহ হৈল দেখিয়া তায় ।  
 পুরে অমঙ্গল শুনিতে পায় ॥  
 সাধু নারী শুনে স্ততার সাথ ।  
 বিনা মেঘে হইল বজ্রাঘাত ॥  
 ক্রন্দনের রোল সাধুর দেশে ।  
 ববিবর ভনে মাচারি শেষে ॥

শুনিয়া দারুণ বাণী, সাধুস্বতা স্ববদনী  
পড়িল কান্দিয়া ধরাপর ।

কমল যুগল করে, হানিছে মস্তকোপরে,  
নয়নেতে ধারা খরতর ॥

ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অকস্মাৎ,  
নিজ নারী পায়েতে হানিলা ।

যাইতে প্রবাস পথে, কত বুঝাইলু তাতে,  
ঘাটে আসি সব বিস্মরিল।

চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছি আশ,  
দেখিব বদন শশধর ।

আশানদী হৈল দূর, যৌবনের গর্ষ চুর,  
হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর ॥

নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি,  
নারীর বসনভূষা পতি ।

কান্দিছে সাধুর বালা, ধরণী করিয়া আলা,  
মদন বিরহে ঘেন রতি ॥

ক্ষণে পড়ে ধরাতলে, ঝাপ দিতে ঘাস্র জলে,  
ক্ষণে ক্ষণে বলিছে বদনে ।

কোথা গেলে প্রাণেশ্বর, আসিয়া দেখহ ঘর,  
অবলার দুর্গতি নয়নে ॥

ভাবিতে পরাণ ফাটে, সমুদ্র তরিয়া ঘটে,  
বিনা মেঘে নৌকা হৈল তল ।

না দেখিয়া পারাবার, উপায় করিছে সার,  
বুঝি হরি করিয়াছে ছল ॥

ওহে প্রভু গদাধর,                      নিবাহ অগ্নির শর,  
 বিদিত তোমার কলেবর ।  
 ত্রেতাযুগে অবতার,                      নাশিতে ক্ষিতির ভার,  
 জন্মেছিল অযোধ্যা নগর ॥  
 পিতার আজ্ঞার ছলে,                      বনবাস কুতূহলে,  
 জানকী লক্ষ্মণ সঙ্গে করি ।  
 উপজিল দুঃখজাল,                      পরিয়া গাছের ছাল,  
 শিরে জটা হাতে ধনু ধরি ॥  
 ছিল পঞ্চবট বন,                      তথা হৈতে দশানন,  
 সীতা হরি নিল লঙ্কাপুরী ।  
 বিরহে হইয়া ছিন্ন,                      বিবর্ণ হইল বর্ণ,  
 ব্যাকুল হইলে বনে ঘুরি ॥  
 পূর্ণব্রহ্ম অবতারী,                      স্ত্রীবেরে সখা করি,  
 বালি বধ বিনা অপরাধে ।  
 সমুদ্র তোমার স্রষ্টি,                      পাষণ করিয়া বৃষ্টি,  
 অলঙ্ঘ্য বাধিলা শোকবাদে ॥  
 অতি শোকে কোপরাশি,                      সবংশে রাবণে নাশি,  
 সীতা সঙ্গে হইল দরশন ।  
 হরিষ হইয়া রঙ্গে,                      বানর ভল্লুক সঙ্গে,  
 স্নেহে কৈলা অযোধ্যা প্রমদ ॥  
 আমি বাল্য বল শূন্য,                      শরীরে নাহিক পুণ্য,  
 পুণ্যহীনে দেবতা নির্দয় ।  
 অধম অজ্ঞান আমি,                      দয়া কর চক্রগাঁপি,  
 তব নাম দীন দয়াময় ॥

লোচনে বহিছে ধারা,      যেন মন্দাকিনী পারা,  
 নারায়ণ স্মরে বারে বার।  
 বিপত্তিতে অভিরাম,      শ্রীমধুসূদন নাম,  
 কবির করিছে পয়ার ॥

- এরূপ ক্রন্দন কত করে সাধুবালা ।  
 রাহতে গ্রাসিছে যেন পূর্ণ শশিকলা ॥  
 নিতান্ত দুর্গতি দেখি সত্যনারায়ণ ।  
 করিলা আকাশ বাণী শুনে সর্বজন ॥  
 আহ্লাদে ত্যজিয়াছিলে প্রসাদ আমার ।  
 ভক্তিভরে থাও যেয়ে দুঃখে হবে পার ॥  
 আকাশ বাণীতে যেন পেয়ে হারাধন ।  
 পরম ভক্তিতে থাও প্রসাদ তখন ॥
- উঠিল ভাসিয়া নৌকা হরিশ্চন্দ্র সনে ।
  - জয় জয় শব্দ হয় সাধুর ভবনে ॥  
 ধনপতি জামাতাকে সহিত লইয়া ।  
 পুরে প্রবেশিল স্নানসাগরে ডুবিয়া ॥  
 ধনপতি মহাসুখী কৈলা ভগবান্ ।  
 জন্মিলেক দুহিতার অপূর্ব সন্তান ॥  
 যুগে যুগে অবতার হৈল মনোহর ।  
 এরূপ মহিমা প্রকাশিল গদাধর ॥
  - কলিতে জাগ্রত দেব সত্যনারায়ণ ।  
 অপুত্রকে পুত্র দেন দরিদ্রকে ধন ॥



রোগ যুক্ত হয় মুক্ত সঙ্কটে নিস্তার।  
 কারাগারে বন্দী পায় মানসে উদ্ধার ॥  
 বোবা জন কথা কয় মুখে বিজ্ঞা পান ।  
 কিনা পারে দিতে পারে দেব ভগবান ॥  
 হরি বল হরি বল হরি বল ভাই ।  
 নারায়ণ বিনা অন্তকালে কেহ নাই ॥  
 ভাই বন্ধু নারী আদি সকলি অসার ।  
 ভবসিন্ধু তরিবারে তরী নাহি আর ॥  
 গেল দিন মিছা কাজে কবির কয় ।  
 হরি হরি ধ্বনিতে ষমের নাহি ভয় ॥

রামেশ্বরী ব্রতকথা সমাপ্ত ।



स्कन्द-पुराणोक्त

## बेबाखण्डेन मूल

### सत्यनारायण व्रतकथा ।

ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरक्षैव नरोत्तमम् । देवीं  
सरस्वतीं चैव ततो जयमुदिरयेत् ॥ ध्याय उवाच । व्रतेन  
तपसा वापि प्राप्यते बाह्मि तं फलम् । सर्वेषां प्रेष्ठ मिच्छामि  
कथयस्व महामुने ॥ श्रीशुक उवाच । नारदेनैवमुक्तः स भगवान्  
कमलापतिः । श्रुत्वा यथा प्राहस्तं शृणुष्व समाहिताः ॥  
एकदा नारदो षोडशी नरान्नुग्रहकाम्यया । पर्याटनं विविधान्  
लोकान् मर्त्यालोकमुपागतः ॥ तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानाद्वेष-  
समन्विताः । नानायोनि-समुत्पन्नाः क्रिष्णस्ते पापकर्मभिः ॥  
केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेदब्रुवन् । इति सकिन्त्या  
मनसा 'विष्णुलोकं' गतस्तदा ॥ तत्र नारायणं देवं  
शुक्लवर्णं चतुर्भुजम् । शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-वनमाला-वैभूषितम् ॥

দৃষ্টা তং দেবদেবেশং বক্তং সমুপচক্রে ॥ নারদ উবাচ । ওঁ  
নমস্তে বাহ্মনোহতীতরূপায়ানন্তশক্তয়ে । ' আদিমধ্যান্ত্রহীনাং  
নিগুণায় গুণাত্মনে ॥ সর্বেষামাদিতুতায় ভক্তানামার্তিনাশিনে ।  
শ্রদ্ধা স্রোত্রং ততো বিষ্ণুর্গায়দং প্রত্যভাষত ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।  
কিৎসর্গমাগতোহসি ত্বং কিস্তে মনসি বর্ততে । কথয়স্ব মহাভাগ  
তৎসর্বং কথয়ামিতে ॥ নারদ উবাচ । মর্ত্যালোকে জনাঃ সর্বৈ  
নানাক্লেশসমম্বিতাঃ । নানাযোনিসমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্ষ্মভিঃ ॥  
তৎ সর্বং শমরেজ্ঞাথ জঘূপায়েন তদ্বদ । শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ  
সর্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি ॥ শ্রীভগবানুবাচ । সাধু পৃষ্ঠং  
ত্বয়া বৎস লোকানুগ্রহকাময়া । যৎ কুত্বা মুচ্যতে মোহাৎ তৎ  
শৃণুস্ব বদামি তে ॥ ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে ভুবি তুহলভম্ ।  
তব স্নেহানুয়া বিপ্রাঃ প্রকাশঃ ক্রিয়তেহধুনা ॥ সত্যনারায়ণস্তৈতদ্  
ব্রতং-সমাগ্ বিধানতঃ । কুত্বা সম্যক্ হুং ভুক্ত্বা পরে মোক্ষ-  
মবাপ্নুয়াৎ ॥ তৎ শ্রদ্ধা ভগবদ্‌বাক্যং নারদঃ পুনরব্রবীৎ । কিং  
কলং কিং বিধানঞ্চ কুতং বা কেন তদব্রতম্ ॥ তৎ সর্বং বিস্তরাৎ  
ব্রাহ্মি বদা কার্যং ব্রতং হি তৎ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । দুঃখশোকাদি-  
শমনং ধনধান্যদ্বিবর্দ্ধনম্ । সৌভাগ্যসম্ভতিকরং সর্বত্র বিজয়  
প্রদম্ ॥ যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মন্ত্ৰেণ ভক্তিশ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ।  
সত্যনারায়ণং দেবং যজ্ঞেতুর্ঘো নিশামুখে ॥ বাহ্মবৈব্রাহ্মণৈশ্চৈব  
সহিতো ধর্ম্মভৎপরঃ । নৈবেদ্যং ভক্তিতো দত্তাৎ সপাদং  
ভক্ষমুত্তমম্ ॥ রস্তাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্ । অভাবে  
শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ন্তথা ॥ সপাদং সর্বভক্ষ্যানি একীকৃত ।

নিবেদয়েৎ । বিপ্রায় তক্ষিণাং দত্তাৎ কথাং শ্রুত্বা জনেঃ সহ ॥  
 ততশ্চ বন্ধুভিঃ সাক্ষাৎ বিপ্রৈভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্ । প্রসাদং ভক্ষয়ে-  
 ত্তন্ত্য। নৃত্যগীতাদিকঞ্চরেৎ ॥ ততস্তত্র গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং  
 শ্রুত্ব ॥ এবং কৃতেমনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধিৰ্ভবেদ্রুপম্ ॥ বিশেষতঃ  
 কলিযুগে নানোপায়োহস্তিভূতলে । কথামস্যা প্রদক্ষ্যামি কৃতকৃতো  
 ভবেদ্বিজ ॥ কশ্চিৎ কাশীপুর গ্রামে আসীদ্বিপ্রশ্চ নির্ধনঃ ।  
 ক্ষুৎতৃষ্ণাব্যাকুলো ভুত্বা সভয়ং ভ্রমতে মহীন ॥ দুঃখিতং ত্রাক্ষণং  
 দৃষ্ট্বা ভগবান্ ত্রাক্ষণপ্রিয়ঃ । বৃদ্ধত্রাক্ষণরূপেণ পপ্রচ্ছ দ্বিজমাদরাৎ ।  
 কিমর্থং ভ্রমসে বিপ্র মহোঃ কুৎস্নাং সুদুঃখিতঃ । তৎ সৰ্ব্বং  
 শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ত্রাক্ষণ উবাচ । ত্রাক্ষ-  
 ণোহতিদরিদ্রোহং ভিক্ষার্থং ভ্রমণং মম । উপায়ং যদি জানাসি  
 কুপয়া কথয় প্রভো ॥ বৃদ্ধ ত্রাক্ষণ উবাচ । সত্যনারায়ণো বিষ্ণু  
 বাঞ্ছিতার্থকলপ্রদঃ । তস্য হং দ্বিজশার্দূল কুরুস্ব ব্রতমুত্তমম্ ॥  
 যৎকৃত্য সৰ্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ । বিধানঞ্চ ব্রতস্তাস্মৈ  
 বিপ্রায়াভাষ্য যত্নতঃ ॥ সত্যনারায়ণো বৃদ্ধস্তত্রৈবাস্তু রক্ষীয়ত ।  
 ততোহসৌ মনসা বিপ্রশ্চিস্তয়ামাস ঈশ্বরম্ ॥ ব্রতং নারায়ণে-  
 নোক্তং বিদিত্বা মন্দিরং যযৌ । ততোহহং তৎ করিষ্যামি ব্রতং  
 মনসি চিস্তিতম্ ॥ ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রোহসৌ রাত্ৰৌ নিদ্রাং ন  
 লঙ্ঘবান্ । ততঃ প্রাতঃ সমুথ্য সত্যনারায়ণব্রতং ॥ করিষ্যেহং  
 সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থমগমদ্বিজঃ । তস্মিন্নেব দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং  
 দ্রব্যপ্রাপ্তবান্ ॥ তেনৈব বন্ধুভিঃ সাক্ষাৎ সত্যস্য ব্রতমাচরন্ ।  
 সৰ্ব্বদুঃখবিনিমুক্তঃ সৰ্ব্বসম্পৎসমধিতঃ ॥ বভূব স দ্বিজশ্রেষ্ঠো

ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ । ততঃ প্রভৃতি কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং  
কৃতম্ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । এবং নারায়ণাদেতদব্রতং জ্ঞাত্বা  
দ্বিজোত্তমঃ । সর্বপাপবিনিস্কৃতো দুর্লভং মোক্ষপ্রাপ্তবান ॥  
ব্রতমেতদ্ যদ বিপ্রাঃ পৃথিব্যাং সঞ্চরিস্যতি । তদৈব সর্বং দুঃখং হি  
মানবানাং বিনশতি ॥ সূত উবাচ । এবং নারায়ণেনোক্তং  
নারদায় মহাত্মনে । ময়াপি কথিতং বিপ্রাঃ কিমত্ৰ কথয়ামি বঃ ॥  
ঋষয় উচুঃ । তস্মাদিদ ব্রতং কেন পৃথিব্যাং চরিতং মুনৈ । তং  
সর্বং শ্রোতুমিচ্ছাম শ্রদ্ধাস্মাকং প্রজায়তে ॥ সূত উবাচ ।  
শৃণুধ্ব মুনয়ঃ সর্বৈ তস্মাদ্ যেন কৃতং ভুবি । একদা স দ্বিজবরো  
যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্কং ব্রতং কস্তাং সমুদ্যত ।  
এতস্মিন্নন্তরে কালে কাষ্ঠকেতুঃ সমাগতঃ ॥ বহিঃ কাষ্ঠঞ্চ সংস্থাপ্য  
বিপ্রস্য মন্দিরং যযৌ । তৃষ্ণয়া পীড়িতো ভূত্বা বিপ্রং দৃষ্ট্বা  
তথাবিধং ॥ প্রনিপত্য দ্বিজং প্রাহ কিমিদং ক্রিয়তে ভূয়া । কৃতে  
কিং ফলমাপ্নোতি বিস্তরাদ্ বদ মে প্রভো ॥ বিপ্র উবাচ ।  
সত্যনারায়ণস্যেদং ব্রতং সর্বৈষ্মিতপ্রদম্ । দুঃখ দারিদ্র্যশমনং  
পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ তস্য প্রসাদান্নৈ সর্বং ধনধান্যাদিকং মহৎ ।  
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কাষ্ঠহস্তাতিহরিতঃ ॥ পপৌ জলং প্রসাদঞ্চ  
ভুক্ত্বা তন্নগরং যযৌ । সত্যনারায়ণং দেবং চিস্তয়ন্ স্থিরমানসঃ ॥  
কাষ্ঠং বিক্রিয় নগরে প্রাপ্স্যামি চাদ্য যক্ষনম্ । তেনৈব সত্য-  
দেবস্য করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কাষ্ঠং কুত্বা  
তু মস্তকে । জগাম নগরং রম্যং ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ ॥ তদ্দিনে  
কাষ্ঠমূল্যঞ্চ দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ । ততঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সুপঞ্চ

কদলীফলম্ ॥ শর্করাং স্তত্স্থকঞ্চ গোধূমস্য চ চূর্ণকম্ ॥ প্রত্যেকস্ত  
 • সপাদঞ্চ গৃহীত্বা স্বপূরঃ যযৌ ॥ ততো বন্ধুন্ সমাহুয় চকার  
 বিধিনা ব্রতম্ । তদব্রতস্য প্রসাদেন ধনপুত্রাঘ্নিতোহভবৎ ॥  
ইহলোকে স্ত্বং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুং যযৌ । পুনরন্তং প্রবক্ষ্যামি  
শৃণুধ্বং মুনিপুংগবাঃ ॥ সূত উবাচ । আসীদুৎকামুখো নাম নৃপতি-  
 বর্লিনাং বরঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবালয়ং প্রতি ॥ দিনে  
 দিনে ধনং দত্ত্বা দ্বিজং সন্তোষয়েৎ স্ত্রীধীঃ । তস্য ভাৰ্য্যা প্রমুগ্ধা চ  
 সরোজবদনা সতী ॥ ভদ্রশীলা ব্রতং সত্যং সিন্ধুতীরেহকরোম্মুনে ।  
 এতস্মিন্নেব সময়ে সাধুরেকঃ সমাগতঃ ॥ বাণিজ্যার্থং বহুবৈধে-  
 রত্নাদ্যৈঃ পরিপূরীতাম্ । নাবং সংস্থাপ্য তন্তীরে জগাম তন্তটং  
 প্রতি ॥ দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতং সম্যক্ পপ্রচ্ছ বিনয়াম্বিতঃ ॥ সাধুঃ  
 উবাচ । কিমিদং ক্রিয়তে রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা । প্রকাশং  
 কুরু তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ রাজোবাচ । পূজনং  
 ক্রিয়তে সাধো বিষোদতুলতেজসঃ । ব্রতঞ্চ স্বজনৈঃ সার্কং  
 পুত্রাদিপ্রাপ্তয়ে ময়া ॥ প্রত্যাচ ততো নহা রাজানং সাদরং  
 বচঃ ॥ সাঙ্গং কথয় মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহম্ ॥ মমাপি  
 সমুত্তিনীস্তুি এতস্মাস্তবিতা প্রবম্ । ততো নিবৃত্য বাণিজ্যং  
 সানন্দং গৃহমাযযৌ ॥ কিয়দ্দিনে তস্য ভাৰ্য্যাহভবদগর্ভবতী সতী ।  
 গর্ভযুক্তানন্দচিত্তাহভবদ্বর্ষপরায়াণা ॥ পূর্ণে গর্ভে ততো জাতা  
 বালিকাচাতিশ্লন্দরী । দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে যথা  
 শশী ॥ ততো বণিক্ স্তুতায়ান্ত জাতকাদিন্ সমাপ্য চ । নান্না  
 কলাবতী চেতি তন্নামকরণং কৃতম্ ॥ ততো স্ত্রীলাবতী প্রাহ

স্বামিনং মধুরং বচঃ । ন করোমি ক্রিমর্থং বা পুরা যচ্চ  
প্রতিশ্রুতম্ ॥ সাধুরুবাচ । বিবাহ সময়েহপ্যস্যাঃ করিষ্যামি  
ব্রতং প্রিয়ে । ইতি ভার্য্যাং সমাস্বাস্য জগাম তন্তুতং প্রতি ॥  
ততঃ কলাবতী কণ্ঠা বর্দ্ধিতা পিতৃদেহ্মনি । দৃষ্ট্বা কণ্ঠাং ততঃ  
সাধুনগরে বন্ধুভিঃ সহ ॥ মন্ত্রয়িত্বা দ্রুতং দূতং প্রেসয়ামাস  
ধর্ম্মবিৎ । বিবাহার্থঞ্চ কণ্ঠায়া বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্ ॥  
তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ সোহসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ । তস্মাদেকং  
বণিকপুত্রং সমাদায়াগতো হি সঃ ॥ দৃষ্ট্বা তু স্তম্ভরং বালং বণিক-  
পুত্রং গুণান্বিতম্ । জ্ঞাতিভির্বাচুভিঃ সাক্ষং পরিতুষ্টেন চেতসা ॥  
দত্তবান্ সাধুপুত্রায় কণ্ঠাং বিধিবিধানতঃ । ততোহভাগ্যবশাস্তেন  
বিশ্রুতং ব্রতমুত্তমম্ ॥ বিবাহসময়েহপ্যাস্তেন রুকোহভবদ্বিভূঃ ।  
ততঃ কালেন ক্রিয়তা নিজধর্ম্মবিশারদঃ ॥ বাণিজ্যার্থং ততঃ শীঘ্রং  
জামাত্রা সহিতো বণিক । পুরীং নির্ম্মায় নগরে চন্দ্রকেতুনপশু  
চ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভূঃ । ভ্রম্যপ্রতিজ্ঞ-  
মালোক্য পাপং তস্মৈ প্রদত্তবান্ ॥ অদ্যারভ্য ক্রিয়ংকালং  
দুঃখশ্চেহত্র ভবিষ্যতি । তস্মিন্নেব দিনে রাজ্ঞো ধনমাদায়  
তস্করঃ ॥ তেনৈব বজ্রা নায়াতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন্ । তৎ  
পশ্চাৎ ধাবতো দূতান্ দৃষ্টা ভীতেন চেতসা ॥ ধনং সংস্থাপ্য  
তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলক্ষিতঃ । ততো দূতাঃ সমায়াতা যত্রাস্তি  
সজ্জনো বণিক ॥ দৃষ্ট্বা তু প ধনং তত্র বদ্ধা দূতা বণিকহস্তৌ ।  
হর্ষযুক্তা ধাবমানা উচুনৃপসমীপতঃ ॥ তস্করৌ দ্বৌ সমানৌর্ভৌ  
বিলক্যাজ্ঞাপয় প্রভো । তেনাজ্ঞপ্তৌ স্ততঃ শীঘ্রং দূতং বদ্ধা তু

তাবুভো। স্থাপিতৌ ঈদৌ মহার্ঘে কারাগারে বিচারতঃ। সূত  
 উবাচ। মায়ায়া সত্যদেবস্য ন শ্রুতঞ্চ তয়োর্বচঃ। ততস্তয়োৰ্ধনং  
 যচ্চ গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা ॥ তচ্ছাপাচ্চ তয়োগেহে ভার্য্যাপি  
 কুলধতাভবৎ ॥ চৌরেপাপহৃতং সৰ্ব্বং গেহে যচ্চ স্থিতং  
 ধনম্। আধিব্যাধিসমায়ুক্তা ক্ষুৎপিপাসাপ্রীড়িতা ॥ অন্ন  
 চিস্তাপরা ভুত্বা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে। তত্র কলাবতী কন্যা  
 ভ্রমতে প্রতিবাসরম্ ॥ একদা সা তু ভবনাৎ ক্ষুধার্তা দ্বিজ  
 মন্দিরম্। গম্যাপশ্যদ্ ব্রতং তত্র সত্যনারায়ণস্য চ ॥ উপবিষ্টা  
 কথ্যং শ্রুত্বা বরং সম্প্রার্থ্য বাঞ্ছিতম্। প্রসাদ ভক্ষণং কৃত্বা যথৌ  
 রাত্রৌ গৃহং প্রতি ॥ ততো লীলাবতী কন্যাং ভৎসয়ামাস তাং  
 ভৃশম্। পুত্রি রাত্রৌ স্থিতা কুত্র কিস্তে মনসি বৰ্ত্ততে ॥ দ্বিজাণ্যে  
 ব্রতং মাতৃদৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্ ॥ তৎ শ্রুত্বা কল্লকাবাক্যং ব্রতং  
 কৰ্ত্তুং সমুত্ততা। সমুত্ততা সা বণিগ্ ভার্য্যা সত্যনারায়ণস্য চ।  
 ব্রতঞ্চক্রেচ্চ বৈ সাধ্বী বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ভৰ্তৃজামাতরৌ  
 ক্ষিপ্ৰমাগচ্ছেতাং মমাশ্রমম্। ইতি দেবং বরং যাচে সত্যদেবং  
 পুনঃ পুনঃ ॥ অপরাধস্ত ভৰ্ত্তমে জামাতুঃ ক্ষম্তমর্হসি। ব্রতেন  
 তন্তাস্ত্রকৌহসৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি  
 চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্ ॥ বন্দিনৌ মোচয় প্রাতর্বণিজ্যৌ  
 নৃপসত্তম ॥ দেয়ং ধনঞ্চ তৎসৰ্বং বিধিনা দ্বিগুণী কৃতম্ ॥  
 নো চেৎ স্বাং নাশয়িষ্যামি স রাজ্যধনপুত্রকম্ ॥ এবমাত্মা  
 রাজানং ধ্যানগম্যোহভবৎ প্রভুঃ। ততঃ প্রভাতসময়ে রাজা চ  
 স্বজনৈঃ সহ ॥ উপবিষ্টা সভামধ্যে গ্রাহ দূতজনং প্রতি : বন্ধৌ



মহাজনো শীঘ্রং মোচয়ধ্বং বণিকসুতো ॥ ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা  
মোচয়িত্বা মহাজনো । সমানীয় নৃপস্যাঞ্চে প্রোচুশ্চ বিনয়ান্বিতাঃ  
আনৌভৌ হৌ বণিকপুত্রৌ যুক্তৌ নিগড়বন্ধনাৎ । ততো মহাজনো  
নহা চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্ । শ্রুত্বা চ পূৰ্ব্বব্রতান্তং বিস্ময়াহ্ল্য-  
বিহ্বলৌ । রাজা বণিকসুতো বীক্ষ্য প্রোবাচ সাদরং বচঃ ॥  
দৈবাৎ প্রাপ্তং মহৎ কৰ্মমিদানীং নাস্তি তদুৎ । ইদানিমিব  
মুক্তন্তুং ক্ষুরকর্ষাদিকঞ্চর ॥ ততো নৃপবরঃ শ্রীমান্ স্বর্গরত্ন-  
বিভূষণৈঃ । অলঙ্কৃত্য বণিকপুত্রৌবচসা প্রীণয়দৃশম্ ॥ পুরা  
নীতঞ্চ মদ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্ । প্রোবাচ তৌ ততো রাজা  
গচ্ছ সাধো নিজাশ্রমম্ ॥ রাজানং প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং তৎ  
প্রসাদতঃ । যাত্রাং কৃত্বা ততঃ সাধুর্গুণলাচারপূর্ব্বিকাম্ ॥  
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সহর্ষৌ নগরং যযৌ । কিয়দূরং গতে  
সার্ধৌ সত্যনারায়ণং প্রভুঃ । জিজ্ঞাসাং কৃতবান সাধৌ কিমস্তি  
তরণৌ তব । ততো মহাজনো মন্তো হেলয়া চ প্রহস্য চ ॥ কথং  
পৃচ্ছসি ভো দণ্ডিন্ দ্যুত্যাং কিং লব্ধ মিচ্ছসি । লতাপত্রাদিকৈব  
বর্ত্ততে তরণৌ মম ॥ নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা সত্যং ভবতু তে বচঃ ।  
এবমুক্ত্বা গতঃ শীঘ্রং দণ্ডীতস্য সমীপতঃ ॥ কিয়দূরে ততো গত্বা  
স্থিতঃ সিন্ধুসমীপতঃ ॥ গতে দণ্ডিনী সাধুশ্চ কৃতনিত্যক্রিয়সুদা ॥  
উখিতাং তরণীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ । লতাপত্রাদিকং দৃষ্ট্বা  
মুর্চ্ছিতো হপতভুবি ॥ লব্ধসংজ্ঞো বণিকপুত্রস্ততশ্চিন্তা-  
পরোহভবৎ । শঙ্করং হৃহিতুঃ কাস্তো বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥

জাগাতোবাচ । কিমর্থং কুরুতে শোকং শাপাদেতচ্চ দণ্ডিনঃ ।

শক্যতে তেন সর্বংহি কৰ্ত্তুং হৰ্ত্তং ন সংশয়ঃ ॥ ততস্তচ্ছরণং  
 ধামো বাঞ্ছিতার্থো ভবিষ্যতি । জামাতুষ্ট বচঃ শ্রদ্ধা তৎসকাশং  
 গতস্তদা ॥ দৃষ্ট্বা চ বশিষ্ঠং ভক্ত্যা নত্বা প্রোবাচ সত্বরম্ । ক্ষমস্ব  
 চাপুরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ ॥ ময়া দুৰাত্মনা দেব মুঞ্চে ন  
 তব মায়য়া । যদুক্তং তদ্বচো নাথ দুৰ্য্যং মাং ক্ষম্যমহঁসি ॥ যতঃ  
 পরাক্রুতাঃ সৰ্বে ক্রমাঙ্গারা হি সাধবঃ । পুনঃ পুনস্ততো নত্বা  
 রুরোদ শোকবিহ্বলঃ ॥ তমুবাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তং বিলোক্য  
 চ । মা রোদীঃ শৃণু মে বাক্যং মম পূজাপরাধুখঃ ॥ মামবজ্জায়  
 দুৰ্ব্বুদ্ধে লব্ধং দুঃখং মুহুৰ্ম্মুহুঃ । তচ্ছ্রদ্ধা ভগদ্বাক্যং স্তুতিং কৰ্ত্তাং  
 সমুত্ততঃ ।

সাধুরুবাচ । তন্মায়ামোহিতাঃ সৰ্বে ব্রহ্মাভ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ।  
 ন জানন্তি গুণং রূপং তবাস্চর্য্যমিদং প্রভো ॥ মুঢ়োহহং ত্বাং  
 কথং জানে মোহিতস্তব মায়য়া । প্রসীদ পূজয়িষ্যামি যথাবিভব  
 বিস্তরৈঃ ॥ পুত্রং বিত্তঞ্চ মচ্ছিত্তং পাহি মাং শরণাগতং । শ্রদ্ধা  
 ভক্তিযুতং বাক্যং পরিতুষ্টো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ বরঞ্চ বাঞ্ছিতং দত্ত্বা  
 তত্রৈবান্তরধীয়ত । ততোহসৌ নাবমাক্ষু দৃষ্ট্বা রত্নাদিপূরিताম্ ॥  
 রূপয়া সত্যদেবস্যা যৎ ফলং বাঞ্ছিতং মম । ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সাক্ষং  
 পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ॥ হর্ষেণ মহতা সাধুঃ প্রয়াগকাকরোদ্বিজঃ  
 নাবং সংযোজ্য বেগেন স্বদেশমগমস্তদা ॥ ততো জামাতরং প্রাহ  
 গচ্ছ বৎস পুরীংমম । দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নিজবিত্তস্য রক্ষকম্ ॥  
 ততোহসৌ নগরং গত্বা সাধুৰ্ভার্য্যাং বিলোক্য চ । উবাচ বাঞ্ছিতং  
 বাক্যং নত্বা ব্রহ্মজলিস্তদা ॥ নিকটে নগরসৈব জামাত্রা

সহিতো বণিক্ আগতো বন্ধুবর্গৈশ্চ ধনৈর্বহুবিধৈস্তথা ॥ শ্রদ্ধা  
দুতমুখাৎ বাক্যং মহাহর্বযুতা সতী । সত্যপূজাং ততঃ কৃতা প্রোবাচ  
তমুজাং প্রতি ॥ ব্রজামি শীঘ্রমাগচ্ছ সাধুসন্দর্শনায় চ । ইতি  
মাতৃবচঃ শ্রদ্ধা ব্রতং কৃতা সমাপ্য চ ॥ প্রসাদং সংপরিত্যজ্য  
গতা সা চ পতিং প্রতি । তেন রুচ্যং সত্যদেবো ভর্তারং তরণীং  
তথা ॥ সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্কিং জলে তস্মিন্ সমর্পয়ৎ । ততঃ  
কলাবতী কন্ডামালোক্য বণিজং পতিং ॥ শোকেন মহতা তত্র  
রুদন্তী চাপতদ্ভুবি । দৃষ্ট্বা তথাবিধাং কন্ডাং ন দৃষ্টা তু ধতিং  
তরীম্ ॥ ভাতেন মহতা সাধুঃ কিমাশ্চর্য্যমিদং মহৎ । বিচিন্ত্য-  
মানাস্তে সর্বের বভুবুস্তরিবাহকঃ ॥ ততো লীলাবতী সাধ্বী দৃষ্ট্বা  
তদ্ বিহ্বলা সতী । বিললাপাতিদুঃখেন ভর্তারক্ষেদমব্রवीৎ ॥  
ইদানীং নৌকয়ো সার্কিমদৃশ্যোহভূদলক্ষিতং । ন জানে কেন  
দৈবেন হেলয়া বাপহারিতং ॥ সত্যদেবস্য মাহাত্ম্যং কিং জ্ঞাতুং  
নহি শক্যতে । ইত্যুক্তা বিললাপাথ তত্রস্থা স্বজনৈঃ সহ ॥ ততো  
লীলাবতী কন্ডাং ক্রোড়ে কৃতা রুরোদ চ । ততঃ কলাবতী কন্ডা  
নক্ষে স্বামিনি দুঃখিতা ॥ গৃহিত্বা পাত্ৰকাং তস্য অগ্নুগন্তং মনো  
দধে । কন্ডায়াশ্চরিতং দৃষ্টা সভার্য্যঃ সূজনো বণিক্ ॥ অতি  
শোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ । হতো হি সত্যদেবেন  
জামাতা সতমায়া ॥ সত্যপূজাং করিষ্যামি তথা বিভববিস্তরৈঃ ।  
ইতি সর্বান্ সমাহুয় কথিতঞ্চ মনোথরম্ ॥ নহা চ দণ্ডবদ্ধুমৌ  
সত্যদেবং পুনঃপুনঃ । ততঃস্বর্ঘ্যঃ সত্যদেবো গগনাধিজং প্রতি ॥  
জগাদ বচনাঞ্চদং নৈবেদ্যমবমন্ত চ । আগতা স্বামিনং দ্রষ্ট

মতোহৃদশোহিবৎ প্রভুঃ ॥ গৃহংগতাপ্রসাদঞ্চ ভূত্বা চায়াতু  
 সা পুনঃ ॥ লক্‌কৃত্ত্বা সাধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ততশ্চ  
 প্রাণদং বাক্যং শ্রুত্বা গগনমণ্ডলাৎ । ক্ষিপ্ৰং তদা গৃহং গত্বা  
 প্রসাদং প্রতিভূজ্য চ ॥ অপশ্যৎ পুনরাগত্য পতিং নাবৎ জনৈঃ সহ ।  
 ততো কলাবতী তুষ্টী জগাদ পিতরং প্রতি ॥ এহি তাত গৃহং যাহি  
 বিলম্বং কুরুষে কথং । তৎ শ্রুত্বা কণ্ঠকাবাক্যং সম্ভ্রষ্টোহভূদ্বনিক  
 স্তৃতঃ ॥ পূজনং সত্যদেবস্য কৃত্বা বিধিবিধানতঃ । ধনৈর্বক্সুগণৈঃ  
 সার্কৈঃ জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ পৌর্ণমাস্যাক্ষং সংক্রান্ত্যাপু পূজাং  
 কৃত্বা যথাবিধিঃ । ইহলোকে সুখী ভূত্বা চাস্তে সত্যপুংসং যযৌ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাক্ষণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণকথায়াম্ বর্ণিক্

সাধু মোক্ষবর্ণনো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ । অথ চান্দ্রঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ ।  
 আশীৰ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ প্রসাদং সত্য-  
 দেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ । একদা ন বনং গত্বা হত্বা চ  
 বিবিধানং যুগান্ । আগত্য বটমূলে চ দৃষ্ট্বা সত্যস্য পূজনম্ ॥  
 গোপাঃ কুব্ধবস্তি সম্ভ্রষ্টা ভক্তিয়ুক্তাঃ সবাক্ষবাঃ । রাজা দৃষ্ট্বা তু  
 দৰ্পেণ নাগতো ন মনাম সঃ ॥ ততো গোপগণাং সৰ্ব্বৈঃ প্রসাদং  
 নৃপসন্নিধৌ । সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্তাঃ সৰ্ব্বৈঃ যথেষ্পিতম্ ॥  
 ততঃ প্রসাদং সত্যজ্য রাজা দুঃখমবাপ সঃ ॥ তস্য পুত্রশতং নষ্টং  
 ধনধাত্মাদিকঞ্চ যৎ ॥ সত্যদেবেন সৎ সৰ্ব্বং নাশিতং মম  
 নিশ্চিতম্ । অতস্তজ্জৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্য পূজনম্ ॥ মনসেতি  
 বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপালসন্নিধিম্ ! অতোহসৌ সত্যদেবস্য পূজাং

গোপগণৈঃ সহ ॥ ভক্তি শ্রদ্ধাযিতো ভূত চকার বিধিবল্পগঃ ।  
 সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রাযিতোহভবৎ । ইহলোকে সুখী ভূত্বা  
 চাস্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ । য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্ভম্ ॥  
 শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভক্তিমুক্তিকলপ্রদায়কম্ । ধনধান্যাদিকং  
 তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ ॥ দরিদ্রো লভতে বিত্তং বন্ধো মুচ্যেত  
 বন্ধনাৎ । ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ঈপ্সিতঞ্চ  
 কলং মুক্ত্যু চাস্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ । ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ  
 সত্যনারায়ণব্রতম্ ॥ যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি  
 মানবঃ ॥ বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজাকথাফলম্ । সত্যনারায়ণং  
 কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে । নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিত  
 প্রদঃ । ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ ॥ যঃ ইদং  
 পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ তন্ত নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেব  
 প্রসাদতঃ ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা সমাপ্ত ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং  
 মাত্রাহীনঞ্চ বদভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রাসাদাৎ  
 জনার্দনম্ ।

কৃতী ।

৬৫ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের সত্যদেবের স্থলে সত্যদেব হবে ।

৬৬ „ চোদ লাইনের সোমানায় স্থলে সখানায় হবে ।

• শ্রদ্ধাঙ্গদ যমুনা-সম্পাদক সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত যশীন্দ্রনাথ পাল বি-এ

প্রবীত

বঙ্গের অত্যাঙ্কল রত্ন

“শুভ-বন্ধন”

এ বন্ধন অটুট অজয় । এ বন্ধনে ঈশা, ঘেঘ, লোভ, মোহ নাই,  
আছে কি জানেন ?

কেবল অবিরল—অপর্যাপ্ত অবিশ্রান্ত প্রাণ ভরা, সর্বসম্পাণ-হারা  
স্বপ্নীয় প্রেম !

• আহা !                      কি মধুর !!                      কি সুন্দর !!!

প্রেমের স্নিগ্ধতা, প্রেমের গভীরতা, প্রেমের মাধুর্যে

ভুলোক-ঢালোক আজ চির উদ্ভাসিত ।

এ শুভ-বন্ধনে, জালা নাই, বিরহ নাই, অশান্তি নাই, আছে কেবল  
প্রাণে প্রাণে এক বরা, আছে কেবল চুয়ে মিশে এক হওয়া ;

আর আছে কি জানেন ?

এই মরু জগতের অপ্রেমিক ভণ্ড অবিশ্বাসীর দণ্ড । সম্পদের

ভীষণ অনুতাপ—জবর বিদারক আর্পিতার ।

• সত্য সাধার শুভ-বন্ধন ছেদনেচ্ছায়, শিক্ষিত, উচ্চকুলোত্তর ধনী

সন্তানের ভীষণ ওর্দ্ধগা শোচনীয় পরিণাম ।

• নারীর উদারতা—নারীর দয়া—নারীর ত্যাগ—অসন্ত অঙ্গরে দেখিতে পাইবেন ।

কণীবাবুর লেখনী গ্রন্থত “শুভ-বন্ধন” নারী আদর্শে, নারীর গরিমায় একগানি অত্যাঙ্কল

রত্ন কি না, তাহা সর্বসাধারণকে পরীক্ষার রত্ন অনুরোধ করি ।

উপহারের শিক্ষাগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ পুস্তক—বিবাহে নববধূর কমল করে দিবার যোগ্য—

জ্যোত্বে প্রকাশিত হইবে । মূল্য রাজ সংস্করণ ১/- এক টাকা মাত্র ।

কলিকাতার বুকষ্টলে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও বীণাপাণি

বুকসোসাইটিতে ২০৯নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রাটে পাইবেন ।

প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ্‌ ইফোর্ন-ল-হাউস

১৫ নং কলেজ স্টোর, কলিকাতা ।

# শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ,

প্রণীত

## চন্দ্রার বিপদ

যদি বাঙ্গালীর অভূত বীরহ সার্থনার দিব্যজ্যোতিঃ দৌর্বল্যের মোহাক্ষকার দেখিতে চাহেন, তবে চন্দ্রার বিপদে দেখুন, কেমন করিয়া একক বাঙ্গালী অগণ্য দুর্দান্ত ভীষণ প্রবল দস্যুদলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, অমানুষিক বীরহ গৌরবে প্রথর প্রতিভাবলে, শক্তিবৃন্দকে পদদলিত করিল, মহিমান্বিতা নারীর উপস্থিত বুদ্ধি চাতুর্য্য, অদ্ভুত কৌশল, চন্দ্রার শোচনীয় পরিণাম, জলন্ত অন্ধরে দৃশ্যের পর দৃশ্যে বায়োস্কোপের মত জীবন্ত হইয়া নয়ন পথে প্রকটিত হইবে।

রাজ সংস্করণ, মূল্য ৷৮০ আনা মাত্র। প্রত্যেক পুস্তকালয়ে পাইবেন।

## “অনি-কারণ”

পাপপুণ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত, হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সরূপ চিত্র, পাপ ও পুণ্যের প্রতিদ্বন্দিতায় পুণ্যের জয় জয়কার। অন্তঃসার শূন্য পৈশাচিক সমাজের তাণ্ডব নৃত্য—সঙ্কীর্ণতা—স্বার্থপরতার ঘণিত ভ্রুকুটী, বিশ্ববিজয়িনীর প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র, এরূপ অভিনব, নব ধরণের সচিত্র উপঢাস, অতীব বিচিত্র।

বর্ণনা কৌশলে, কুটিল কুচক্রীর জটিলতাপূর্ণ বিকশিত, স্বর্গের সুসমায় পরিপূরিত, একনিষ্ঠতা কর্তব্যতার মধুরোজ্জ্বল চিত্র যদি না দেখিয়া থাকেন তবে সহর একখণ্ড সংগ্রহ করুন, সচিত্র মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

ভোলানাথ লাইব্রেরী, কেল্লার অফ্ ইক্টার্ন-ল-হাউস,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মফঃস্বলে এজেন্ট আবশ্যক।

শুভ্র\* করোজ্জলে চরাচর উদ্ভাসিত—মুখরিত—পুলকিত-  
 অপার্থিব বিশেষ-চিরতাস্তময়ী জ্যোতির্ময়ী মহা মহিমাময়ী—  
 লাজ্জ নৈমিত্তা—এ রমণী—কে ?  
 নয়ন হইতে বাহার প্রেম, প্রীতি করুণা ও স্বধার উৎস ছুটিয়াছে

সে রমণী কে ?

সাহিত্যিক অগ্রণী মানসী-সম্পাদক  
 ক্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার এট-ল'র লেখনী প্রসূত  
 সজীব মূর্তিতে, স্বরূপ আকর্ষণে রমণীর

“চোখে চোখে”

বিশেষ-আজ সজীবতা ফুটাইয়া তুলিয়াছে ।  
 স্থির অটল প্রতিভা এক মহিমায় অতল গর্ভে লীন । উচ্চাভিমানীর  
 চিত্তকে জয়, অপ্রেনিক-নাস্তিক হৃদয়ে-প্রেম বীজ-বপন-পরিণাম  
 সাধিয়া-বাঢ়িয়া সর্বত্র দান । এমন হৃদয়ের শাস্ত

চোখে চোখে মধুর কটাক্ষ

দেখেছেন কি ?

সাহারার মরুভূমে-শুষ্ক নীরস—অসীম অনন্ত ধু ধু বক্ষে রমণীর লালনায় ভরা  
 শান্তধীর সরল চাহনিতে কিরাপে মরুভূমে স্বচ্ছ সলিলধারা প্রবাহিত হইল,  
 তাহা লেখনীতে এমন নিখুণ্ণভাবে প্রস্ফুটিত এই প্রথম—“চোখে  
 চোখে দেখা, মনে প্রাণে আঁকা”—এটা সত্য প্রবাদ, অলঙ্কার  
 অক্ষরে বর্ণে বর্ণে সত্যতা প্রভাত বাবু অতি  
 হৃদয়ের রূপে ফুটাইয়াছেন

এ দেখার শেষ নাই—তন্ময় হইয়া অগলক দৃষ্টে আজীবন চাহিয়া থাকিলেও  
 তৃপ্তি নাই, আশ্রয়কার শেষ নাই । অনন্ত কাল ধরিয়া “চোখে চোখে”  
 আকর্ষণে তন্ময় হইয়া আমরণ উপাসনা করিয়া জীবন ধন্য  
 করিতে পারিলেই যথ, যথ হইলেই অমরত লাভ ।  
 প্রভাত বাবুর স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার ‘চোখে চোখে’ শিক্ষাপ্রদ মননদ উপস্থান ।  
 উগহারের জ্যেষ্ঠ ইহা পড়িবার শুনিবার ও শিখিবার ।

মূল্য মাত্র ১৮ টাকা

প্রত্যেক বুকশালে ও গ্রন্থান প্রধান পুস্তকের দোকানে পাইবেন ।

মফঃস্বলের এজেন্ট হইবার অথ সহর আবেদন করুন ।

প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী—কেয়ার অফ-ইন্টান-ল-হাউস,  
 ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ।\*



প্রতিখণ্ড

## শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ প্রণীত

বীরত্ব-রঞ্জিত গৌরবনয় অপূর্ব কাহিনী

### চক্রবর্তী-চক্র

চক্রবর্তী চক্র অদ্ভুত রহস্যজাল সমাচ্ছন্ন ভীষণ কাহিনী সম্বন্ধে গোয়েন্দা মিষ্টার ব্যাটমেনের বিষয় প্রতিযোগিতা, ছদ্মবেশী ডি-গুইরীনের প্রবল প্রতাপ, সঙ্কল্পে অটল-অচল, সাফল্যে আনন্দ বিহ্বল-বিফলে-ভীষণ আক্রোশ।

চক্রবর্তী চক্র—একখানি প্রতিহিংসার জনস্ত-মূর্তি।

চক্রবর্তী চক্রে একাধারে, ভৌতিক, অলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক ঘটনার সমাচ্ছন্ন।

পড়িতে পড়িতে শিহরিয়া উঠিবেন। ছদ্মবেশী-বালিকার ভীষণ দুর্দশা পাদরীর লাঞ্ছনা ইহাতে প্রেম, কৰ্ম শিক্ষা ও কৰ্ম জীবনের সমুজ্জল ছবি। মূল্য দশ আনা প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাইবেন।

এমন সজীব গাইন্যা উপন্যাস পড়িয়াছেন কি? কলির জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতি বর্ণে বর্ণে প্রতি ছত্রে ছত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। মাতৃ বহুসল, অনুগত পুত্রের ভীষণ মৰ্ম্মান্তিক মৰ্ম্মবেদনা, কোমলা বালিকার সত্যবন্ধ নারী চরিত্রের একরূপ বিকাশ এই প্রথম।

ফণীন্দ্রনাথ সত্যই নবজগতে একটা নূতন স্বষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহীর নিকট “নারী” যে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রত্যেক বুকষ্টলে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাইবেন

মফঃস্বলে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক—

প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ্‌ ইষ্টার্ন-ল-হাউস, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর ।  
অবিশ্বাসী নাস্তিকের দল তফাৎ যাউন ।

এ মরজগতে—স্থায়ী কি ?

‘প্রশ্ন’

বজ্রঙ্করার ক্রোড়ে বসিয়া যখন আমরা পরিচয় দিই আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্ম ভুলোক-দ্যুলোক-বাহিত সনাতন হিন্দুধর্ম;—তখন সারাদেহ মন কেমন এক স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । কিন্তু এমন হিন্দুধর্মের মধ্যে আঘাত দিয়া—কেবল মুখে হিন্দু হিন্দু বলিয়া ফাঁকী দিলে চলিবে না । ধর্ম-প্রাণা শুদ্ধান্তচারিণী, কুমারী, সধবা, পুত্রবতী মা জননীদেব, এক কথায় সীতা, সাবিত্রী, বেহলা প্রভৃতির আদর্শে গঠিত করিয়া কায়মনে হিন্দু বজ্রায় রাখিবার উপকরণ আমাদেরকে সংগ্রহ করিতে হইবে ।

সে উপকরণ কি ?

সে উপকরণ—ধর্মে অবিলম্বিত বিশ্বাস রাখিয়া, ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সর্বদা ধর্মপথানুসরণ । আর সেই সঙ্গে—

আমাদের আশঙ্ক্যবের সাধনা, কামনা, বাসনার অমূল্যধন “ব্রত-দর্পণ” একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সর্ব সাধারণকে বিশেষ অনুরোধ করি ।

সাহিত্য-সত্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপোষ  
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—বিরচিত—

মর্ত্যে বসিয়া পাপী-তাপীর স্বর্গলোক দর্শনের স্বস্মৃতিহুম্ম দূরবীক্ষণ

ব্রত-দর্পণ

শুভ বৈশাখে প্রকাশিত হইবে ।

• কাচ ফুল্য এমন কণকন লাভের ইচ্ছা থাকিলে, প্রায় শতাব্দিক চিত্রে পুষ্ট, এই ব্রত-দর্পণ সত্তর সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করুন ।

আজ সপ্ততাল ভেদ করিয়া।  
অচিন্ত্যনীয়—অভাবনীয়—চির ঈপ্সিতের—শুভ আবির্ভাব !  
সে কি ! জানেন ?

## নিত্য-ব্রত

আহ্ন, দলে দলে ছুটিয়া আহ্ন, এ অপূর্ণ সুযোগ হারাইবেন  
না ; সত্বর সংগ্রহ করণ, নতুবা হতাশ হইতে হইবে ।

সাহিত্য-নত্ৰাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতৃপোত্র  
ব্রত-দর্পণ—সত্যব্রত—শিবব্রত—  
প্রণেতা—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলি ৫

## নিত্য-ব্রত

ইহাতে নাই কি ? ইহাতে মনুষ্য জীবন গঠন, হিন্দুর হিন্দুত্ব,  
আহার বিহার শয়ন, ইত্যাদি যাবতীয় করণীয় বিষয়  
বিষদভাবে মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ বর্ণিত ।

বৈশাখের শেষেই প্রকাশিত হইবে ।

যদি অজ্ঞান ভিমির ঘোর নাশ করিতে চান, তবে—  
শুচিশুদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
বরচিত

নিব্যক্তানের বিমল জ্যোৎস্নাময়

## নিত্য-ব্রত

সত্বর সংগ্রহ করণ । সংসারীর একমাত্র শান্তিধারা  
ও মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা ।

গ্রন্থের তুলনার মূল্য কিছুই নয় কেবলমাত্র, ৫০০০ পাঁচ হাজার  
খণ্ড হিন্দুস্তানের মঙ্গলের জন্য ৮০ বার আনান্ন বিতরিত হইবে

প্রকাশক—

ভোলানাথ লাইব্রেরী, কেয়ার অফ্‌ ইন্টান'-ল-হাউস ।

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ।

এমনতর উপায়াস—

—এমনতর বাক্য বিস্তাশ

এমনতর প্রাণ মাতান লিপি চাতুৰ্য্য

সচরাচর দেখি নাই—

সেটা কিসে আছে জানেন ?

সেটা—

উপায়াসিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ,

মহাশয়ের

পিপুণ তুলিকা প্রসূত

“সুকুমার”

ধন্য লেখনি—ধন্য কল্লনা—ধন্য আদর্শ—

পাতায় পাতায় মন্ততা, ছত্রে ছত্রে মর্ম্মস্পর্শি কর্তব্যতা কোন এক

অজানা ভাবের কল্লনারাজ্যে—অজ্ঞাতে লইয়া যায়—

এমন জীবন্ত উপায়াস সকলের গৃহে একধণ্ড

না থাকিলে সে গৃহের

শোভা হইবেন।

ইহার ঘাত প্রতিঘাতে, চরিত্রের—নির্ম্মল রশ্মি রেথায়

উদ্ভাসিত হইয়া মানব হৃদয়ে এক নূতনত্ব আনিয়া দিবে।

প্রকাশক—

ভোলানাথ লাইব্রেরী—কেয়ার অফ ইন্ডান-ল-হাউস,

১৫নং, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা

প্রাপ্তস্থান—

প্রধান প্রকাশক পুস্তকালয়ে ও বুক ষ্টলে।

সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক সত্ত্বর আবেদন করুন।

ভূতপূর্ব বহুমতী-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে

প্রণীত

মেঘনাদ সন্দর্ভ

[ দ্বিতীয় সংস্করণ ]

ইহা একখানি বৈচিত্র্যময় উপন্যাস

ইহাতে কুটিল কুচক্রের কুচক্র আছে, জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আছে, স্বামী-স্ত্রীর প্রাণের কথা আছে, হিন্দু ও মুসলমানের ভ্রাতৃত্বাবের পূর্ণ বিকাশ আছে, আর আছে, পাপ পুণ্যের ফলাফল, স্বর্গের সুখমা, নরকের বিভৎস চিত্র। ফল কথায় যদি চুরির উপর চুরি, খুনের উপর খুন, ডাকাতির উপর ডাকাতি স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ইহাে মেঘনাদ-সন্দর্ভ পাঠ করণ ২৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দিল্লি বাঁধাই, মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী

কেয়ার অফ্‌ ইষ্টান'-ল-হাউস

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অক্ষয়সেনে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।





